শান্তিপুর-পরিচয়

প্রথম ভাগ

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৩১।৯

[শান্তিদায়ী কবিপূজ্য পাপহারী যাহা,
শ্রবণমঙ্গল শ্রীমৎ বলিয়া আখ্যাত।
যারা তব কথামৃত সঙ্কীর্তন করে,
শ্রেষ্ঠ দাতা গণ্য হয় মরত-সমাজে ॥]

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-এল

লীলাবাস, ১-১৪, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪৪

মূল্য দেড় টাকা

কলিকাতা, ২১নং হলওয়েল লেনস্থ
সাহিত্য-ভবন প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য জনকজননীর স্মৃতিতর্পণোদ্দেশে
ভক্ত, সাহিত্যসেবী ও ঐতিহাসিক পাঠক
এবং প্রিয় শান্তিপুরবাসীর হস্তে
সাহিত্যসাধনার ক্ষুদ্র অর্ঘ্য
শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ সাদরে
সমর্পিত হইল।

নিবেদন

ইতিপূর্বে পঞ্চপুষ্প, সংহতি, তপোবন, প্রবুদ্ধ ভারত, শান্তিপুর ও যুবক পত্রিকায় শান্তিপুর সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের কিয়দংশ পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হইয়া 'শান্তিপুর-পরিচয়ের' প্রথম ভাগ রূপে জনৈক মহাপুরুষের নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল, কারণ 'গ্রাম্য বার্তা'ও ভগবৎপ্রসঙ্গে পবিত্রীকৃত হয়। শান্তিপুরবাসীর দৃষ্টিতে দেখায় তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় পুরাতন তথ্যেরও সন্নিবেশ নূতনভাবে কৃত হইয়াছে। গ্রন্থে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ কতটা বিশ্বাস-যোগ্য তাহা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আদর্শের দিক্ হইতে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, যদিও ইহাতে সর্বজনীনতার যথেষ্ট উপাদান বর্তমান রহিয়াছে। যথাসাধ্য নিরপেক্ষতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। মহাপুরুষের জীবনের সমস্ত ঘটনার উল্লেখ ও বিশদ বর্ণনা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট মাত্র কতিপয় প্রতিকৃতি প্রদত্ত, এবং পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক মাত্র কতিপয় বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুর সম্বন্ধীয় বিস্তৃততর পরিচয় উত্তর ভাগগুলিতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

সাধারণত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কৃত বাংলা ভাষার বানানের নূতন নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। প্রধানত পরহস্তগত কার্যের ফলস্বরূপ গ্রন্থমধ্যে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, এবং গ্রন্থপ্রকাশেও অনাবশ্যক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির কথা পরে জানিতে পারিব সেগুলি ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইব। নির্ঘণ্ট সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হইয়াছে।

উপাদান ও উৎসাহ প্রদানের জন্য স্বামী আত্মবোধানন্দ, ডাঃ হরিশ্চন্দ্র সিংহ, শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত, শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচী, শ্রীসুধাময় প্রামাণিক, শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ, শ্রীচণ্ডীচরণ দে, শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী প্রভৃতির নিকট সবিনয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শান্তিপুরের বিবরণ-সংগ্রহের পথপ্রদর্শক ৺বীরেশ্বর প্রামাণিক, শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক, শ্রীকালাচাঁদ দালাল, ৺হরিচরণ দে, স্বর্গত মৌলভী মোজাম্মেল হক্‌, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল, ৺সুজননাথ মুস্তৌফী প্রভৃতি সুধীবর্গ এবং বিজয়কৃষ্ণ-চরিতকারগণের উদ্দেশেও ধন্যবাদ দিতেছি।

'প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেই মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর॥' চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১০।৮২) শান্তিপুরের প্রতি ব্যক্তি ও বস্তু আমার আদরের ; ভূমাকে সান্তে দেখাই সাধনা—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' শান্তিপুর আমার শৈশবের অঙ্কুর, যৌবনের প্রসার এবং বার্ধক্যের পরিণতি। ইহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের জন্য লৌকিক বিদ্রূপ ও গঞ্জনা লাভ হইয়াছে ; এবং ইহার পরিচয়ের উপাদান-সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া স্বাস্থ্যনাশ, ব্যর্থতা, অপমান ও ক্ষতির ভার সহ্য করিতে হইয়াছে। এ যুগে এ সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসের লক্ষণ, এবং নিয়তির পরিচালনই তাহার মূল কারণ। যাহা হউক্‌, প্রতিদানে যদি কেহ উপাদান, অর্থ বা এই গ্রন্থক্রয়রূপ সাহায্য দ্বারা ইহার উত্তরাংশগুলি প্রকাশে উৎসাহ দেন, তবে আমার গুরু সাধন সার্থক হইবে, এবং যুগব্যাপী দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলিরও গতি হইবে। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ও কৃপাই ভরসা। ইতি—

১লা আষাঢ়, ১৩৪৪
লীলাবাস, ১-১৪, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা

বিনীত
শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শান্তিপুর-পরিচয়

প্রথম ভাগ

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিশিষ্ট শুদ্ধি

(ক্রোড়াংশ দ্রষ্টব্য)

পৃষ্ঠা	সারি	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	সারি	শুদ্ধ
৩	১৪	রাধাশ্যাম	১৭৮	৭	"নবদ্বীপ
৪	৯	সত্ত্বেও	২১৭	২৪	পালচৌধুরী
১৪	পাদটীকা	প্রভু, অন্তর্ভুক্ত	২৩১	১৩	তাহার
২১	১৬	সাধু	২৪৪	১৭	গীত
২৩	১, ১৮	আবির্ভূত, ঘুরিয়া	২৪৫	২	পৌর্ণমাসী
৩১	পাদটীকা	১৩২২ কার্তিক	২৪৮	পাদটীকা	১৩৪১
৩৪	৫	মীমাংসায়	২৪৯	ঐ	ব্রাহ্মের বা খৃস্টানের
৩৭	৯	দীনেশচন্দ্র	২৫৫	১৮	ব্যবসায়
৪৬	৬	গোলোক	২৬৮	২০	লিখিত
৭০	৬	জ্ঞাত্বা	২৭৪	১৮	তদ্বৈক্ষ্যন্ত
৮৫	৭	তাঁহারা		২২	ধনাগমস্যো-পায়ত্বেন
৯১	পাদটীকা	বৃহৎসংহিতা			
৯৮	২২	না হ'লে	২৭৫	১৭	গঙ্গোপাধ্যায়ের
১২৪	৪	মধ্যাহ্ন	২৮০	পাদটীকা	যশোদানন্দন
১৪১	২০	কল্প	২৮২	১৩	প্রাক্কালে
১৬০	৭-৮	কত ছিল তিনি	২৯২	২২	পুত্র প্রভাসচন্দ্র
১৬২	১৭	অব্রাহ্মণের দ্বারা			
১৬৯	২৩	সুচারু দেবী		২৪	এ-বি
১৭৩	৩	হইলে	৩২৮	১।৩	খেঁড়

[পৃ ২৭৯—যশোদানন্দন প্রামাণিক কর্তৃক প্রণীত আর একখানি গ্রন্থ : An Analysis of the History of Civilisation in Europe]



মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

পিতৃমাতৃ-পরিচয়

শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

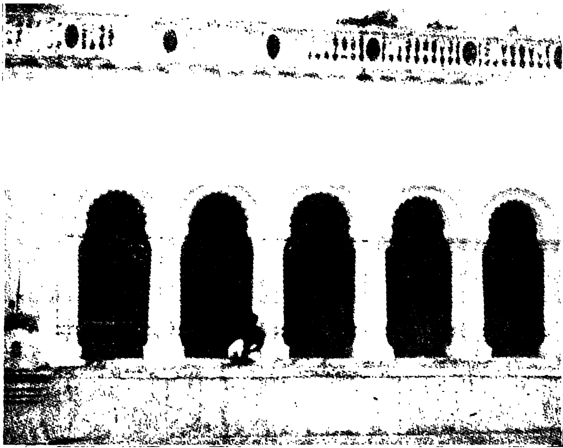
—মহাজনবাক্য

অদ্বৈতাচার্য-পুত্র বলরামের অন্যতম পুত্র দেবকীনন্দন (আতাবুনিয়া শাখার আদি পুরুষ; আতাবন কাটিয়া বাস করায় এই নাম) হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ৺আনন্দকিশোর গোস্বামীর ঔরসে স্বর্গীয়া স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভে নদীয়া জেলার শিকারপুরের নিকটবর্তী দহকুল (দোহাকূল) গ্রামে মাতুলালয়ে বাংলা ১২৪৮ সালের ১৯এ শ্রাবণ (২।৮।১৮৪১ খৃ) ঝুলন পূর্ণিমার দিন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ গৌরীপ্রসাদ জোয়ার্দার দয়াবশত এক জনের জামিনদার হইয়াছিলেন, সে পলায়ন করাতে ইঁহার বাটীর দ্রব্যাদি ক্রোক হয়; তজ্জন্য স্বর্ণময়ী কচুবনে লুকান এবং সেইখানেই প্রসব করেন। কথিত আছে, মাতা পুত্রকে মুসব্বরের পরিবর্তে অহিফেন খাওয়াইয়া ফেলেন; যাহা হউক, তাহাতে পুত্রের অমঙ্গল হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণের ছয় মাস পরে মাতুলালয় হইতে শান্তিপুরে আনীত হন। সেখানে মহাসমারোহে তাঁহার অন্নপ্রাশন হয়;

রাধারমণ গোস্বামী অন্ন মুখে দেন, শিশু 'ভাগবত' গ্রহণ করে, এবং রাশিচক্রে 'দিগ্বিজয়' ও 'বিজয়কৃষ্ণ' এই দুই নাম উঠে। শিশু প্রায় আড়াই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়। আনন্দকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র গোপী-মাধবের বিধবা পত্নী কৃষ্ণমণি স্বর্গীয় স্বামীর ইচ্ছানুসারে শিশুকে (পঞ্চম বৎসর বয়সে) দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন; শাস্ত্রীয় যজ্ঞ জমিদার মতিবাবু (উমেশচন্দ্র রায়) ও বড় গোঁসাইদের কানাই গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়; কৃষ্ণমণি স্বর্গতা হইলে বিজয়কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁহাকে শ্রাদ্ধ করিতে দেন না; তৎপরে স্বর্ণময়ী তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। গোপীমাধবের মৃত্যু আশ্চর্যরূপে হয়; তাঁহার শরীর সামান্য অসুস্থ হইলে, কবিরাজ গৌর সেন তাঁহাকে তীরস্থ করিতে বলেন; তিনি তখন দুই হাতে দুই শশা লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করেন, এবং পথে ময়রার দোকানে রসগোল্লা খান; গঙ্গাতীরে যাইয়া তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান যে আনন্দকিশোরের দুই পুত্র হইবে; তজ্জন্য ইঁহাকে বিবাহ করিতে বলেন এবং তন্মধ্যে কনিষ্ঠটিকে দত্তকরূপে কৃষ্ণমণিকে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। (১)

আনন্দকিশোর নিষ্ঠাবান্, পরদুঃখকাতর, পরসেবানিরত, ভোগবিলাসবর্জিত, উদার পরম ভাগবত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব

(১) সীতানাথ গোস্বামী—বালক বিজয়কৃষ্ণ



৺শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির



৺শ্যামসুন্দর জীউ

ধর্মের দুর্দশায় কাতর হইয়া গৃহদেবতা ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে (অদ্বৈতাচার্যের সময় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ) প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিতেন, এবং অধিকাংশ সময় তাঁহার সেবায় ও ভক্তি-শাস্ত্রাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। (১) তাঁহার নিষ্ঠার আধিক্যের জন্য লোকে তাঁহাকে 'লকড়ী বা খড়ি-ধোয়া গোঁসাই' বলিত। তিনি 'ঋষি-গোস্বামী' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি শিষ্যসেবকের নিকট ভিক্ষা করিতেন না; তিনি মুক্তহস্তে সৎকার্যে ব্যয় করিতেন; কেহ তাঁহার নিকট হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। ৺শ্যামসুন্দরের সেবা এবং বৈষ্ণব ও অভুক্তসেবন তাঁহার নিত্যকার্য ছিল। ভাগবত পাঠকালে নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া পুঁথির পৃষ্ঠা সিক্ত হইত, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিত, রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইয়া গাত্রবস্ত্র রঞ্জিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি, এবং ভাবাবেশে তাঁহার মুখ হইতে 'রাধশ্যাম', 'রাধাপ্যারী', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি বাক্য নির্গত হইত। তিনি একবার নিজ অধ্যাপক শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য বিদ্যাবাচস্পতির অনুরোধে নাটোরের রাজবাটীতে ভাগবত পাঠ করিতে যান; সেখানে সে সময় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শ্রবণা দ্বাদশী সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়, তখন আনন্দকিশোরের পরিচারক আসিয়া সদুত্তর দেয়,

(১) অমৃতলাল সেন গুপ্ত—আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং তাঁহার সাধনা ও উপদেশ।

এবং মহারাজের নিকট হইতে শাল উপহার পায় বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি গলদেশে নিত্যপূজার 'দামোদর' শালগ্রাম বন্ধন করিয়া, বক্ষোদেশ ও জানুদ্বয় চট দ্বারা আবৃত করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে পুরীধামে গমন করেন,—ইহাতে তাঁহার অঙ্গে ক্ষত সঞ্জাত হয়। (১) অন্যত্র (২) লিখিত আছে যে তাঁহার পিতা পরমানন্দই এইরূপে পুরী গমন করেন। তিনি বিপদে অবিচলিত থাকিতেন; একবার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়ার সময় তিনি ভাবাবস্থায় মাত্র চরণামৃতরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করেন। দুইবার দার পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং পুরী হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না তাঁহার এই সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তিনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া বাটী ফিরিয়া যান, এবং প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। ইহার পর তাঁহার দুই পুত্র হয়—ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে ও পরে স্বর্ণময়ীর নানারূপ দিব্য দর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রুতি হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি। বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণমণিকে 'মা জননী' এবং মাতাকে 'মা' বলিতেন। তিনি নিজ মায়েরই বেশী অনুগত ছিলেন, এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের কলহ হইত; একদিন কৃষ্ণমণি জমিদার মতিবাবুকে পত্র লিখিয়া সমুদয় জানাইবেন বলেন, যাহা হউক, পরে মিটমাট হইয়া যায়। আনন্দকিশোরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

---

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ (২) হরিমোহন মুখো—বঙ্গভাষার লেখক

অথবা তাঁহার পাদোদক পান করিবার জন্য জনতা হইত; একবার বগুড়া জেলায় ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন। তাঁহার যোগৈশ্বর্য ছিল; একবার ময়মনসিংহ জেলার সালিয়া গ্রামে শিষ্য দামো ঘোষের বাটীতে তিনি অল্প প্রসাদে বহু লোককে ভোজন করান; আর একবার তিনি উক্ত জেলার কলাবাধা গ্রামে দোলের দিন শিষ্যপ্রদত্ত আবির শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপর ছড়াইয়া দেন, এবং শিষ্য ক্ষুণ্ণ হইল অনুমান হওয়ায় তাহাকে লইয়া গিয়া বিগ্রহের গাত্র উক্ত আবিরে রঞ্জিত হইয়াছে দেখাইয়া দেন। বাং ১২৫১ সালে রংপুর জেলার আমলাগাছি গ্রামে শিষ্য জমিদার ৺মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে ভাগবত পাঠ করিবার সময় আনন্দকিশোর সহসা অচৈতন্য হন, এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্বর্ণময়ী দেবী সাতিশয় দানশীলা ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে আহারের জিনিসপত্র দান করিয়া ফেলিতেন, তজ্জন্য গৃহস্থকে হয় ত উপবাসী থাকিতে হইত। একবার তিনি ভাসুর-পুত্র হরিমোহনের জন্মোৎসব উপলক্ষে আনীত দ্রব্যাদি সমস্ত দান করিয়া ফেলেন, পুনরায় নূতন দ্রব্য আনিতে হয়। তিনি বিপন্ন ও দরিদ্রকে বস্ত্রাদি দান করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং শীতে ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে শীত বস্ত্র দিয়া ফেলিতেন। তিনি একবার শান্তিপুরে অগ্নিদাহে বিপন্না এক বারাঙ্গনাকে

গৃহে স্থান দেন। তিনি কলিকাতায় সন্ধান করিয়া একাকিনী এক আত্মীয়ার বাটী যান, এবং তাঁহাদের অর্থকষ্ট অনুমান করিয়া তাঁহাদিগকে শান্তিপুরের বাটীতে যাইতে বলেন। তিনি কাশীতে ৺বিশ্বেশ্বরকে স্বর্ণচম্পক দান করেন; পুরীতে দান করিয়া ঋণগ্রস্ত হন; এবং গঙ্গাসাগরে গিয়া দানে রিক্তহস্ত হওয়ার দরুণ মাঝিকে দ্রব্যাদি দান করিয়া পার হইয়া আসেন। তাঁহাদের বাটীতে প্রত্যহ ৪।৫ জন অতিরিক্ত লোক খাইত। তিনি বাজারের শাকসব্জী বিক্রেত্রী স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কৃপণ ব্যক্তিবর্গকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। তিনি পশুপক্ষীদিগকে, বনমধ্যে পিপীলিকাগণকে, এবং ভূতযোনি-দিগকে গর্ত করিয়া আহার দিতেন। একবার একটি পুত্রশোকে পাগলিনী স্ত্রীলোকের জন্য সকলেই উত্যক্ত হইয়া পড়ে; তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া তাহার মস্তকে প্রচুর তৈল দিয়া ও কলসী কলসী জল ঢালিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন, এবং তাহাকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দেন। তিনি খাবার জন্য দাসীপুত্রকে নিজ পুত্রের ন্যায় একখানি থালা, একটি ঘটী ও একটি গ্ল্যাস পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন; এমন কি, এক দিন বিজয়কৃষ্ণ ও দাসীপুত্রকে এক পংক্তিভোজনে বসাইয়াছিলেন। তিনি মুটেমজুরকে পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতেন। একবার এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে মূল্য লইয়া বালক বিজয়কৃষ্ণের দর কষাকষি হইতেছিল, এমন

সময় সে বলিল, 'আপনার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকুন' ; তিনি গিয়া প্রার্থিত মূল্যই দিলেন। এই ঘটনার অন্যরূপ বর্ণনাও আছে—বিবাহের পর বিজয়কৃষ্ণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী (মুক্তকেশী ভাদুড়ী) বরাবর কন্যা যোগমায়া দেবীর সঙ্গেই থাকিতেন ; শান্তিপুরের বাটীতে তিনি কোন সময়ে কাষ্ঠের মূল্য কমাইয়া ।৵০ আনা দিতে চাহিলে এবং পাওনাদার আপত্তি করিলে, বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে প্রার্থিত ॥০ আনা দিতে চাহেন ; তখন জ্ঞাতিভ্রাতা (খুল্ল-পিতামহপুত্র) কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাহাকে বলেন, "তুই ।৵০ আনা লইয়াই ভাগ্ ; ও পাগল, পয়সা কাড়িয়া লইয়া তোকে কামড়াইয়া দিবে।" (১) স্বর্ণময়ী একবার কলিকাতায় এক বারাঙ্গনাকে শীতে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতে দেখিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সব তাহাকে দিয়া ফেলেন ; স্টেশনে গিয়া দেখা যায় যে টিকিট কিনিবার পয়সা পর্যন্ত নাই। পল্লীর ছেলেরা তাঁহার খুব বাধ্য ছিল।

প্রবাদ আছে যে স্বর্ণময়ী কোন ফকিরের অভিশাপে মধ্যে মধ্যে উন্মাদিনী হইয়া যাইতেন। একবার তিনি ঐরূপ অবস্থায় নিরুদ্দেশ হন। বিজয়কৃষ্ণ লাহোর হইতে সংবাদ পাইয়াই শান্তিপুর চলিয়া আসেন, এবং মাতার অনুসন্ধানের জন্য ২৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। বনগ্রামের জঙ্গলে ব্যাঘ্রের উপর উলঙ্গ অবস্থায় তিনি শয়ান আছেন এই সংবাদ পাইয়া

(১) নবকুমার বাগচী—বিজয়কথামৃত

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া আসেন। আর একবার তিনি শান্তিপুর হইতে গেণ্ডারিয়ায় প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় নিঃসঙ্গ হইয়া উপস্থিত হন; সেবার পুত্রকে দিবার জন্য ৺শ্যামসুন্দরের উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া যান। তিনি না কি ৺শ্যামসুন্দর ও প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্তা কহিতেন, এবং সূর্যে ও বৃক্ষপত্রে ৺রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেখিতেন; একবার বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় প্রস্তরাঘাত পাইলে ঠিক সেই সময়ে শান্তিপুরে বসিয়া তিনি অনুরূপ বেদনা বোধ করেন, এবং বিজয়কৃষ্ণের পুরীতে দেহত্যাগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; ইত্যাদি নানা অলৌকিক ঘটনা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে। তিনি নিয়মিত শিবপূজাদি করিতেন, এবং অনেক মন্ত্র ও স্তবাদি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মাতার নিকট পুত্রের সম্বন্ধেও উক্তরূপ অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হইত। বালক বিজয়কৃষ্ণ ৺শ্যামসুন্দরের সহিত কথোপকথন করিতেন, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাঁহাকে খাওয়াইতেন (স্পর্শদোষের জন্য একবার বিগ্রহের অঙ্গ সংস্কার করিতে হয়), তাঁহার কথামত তাঁহাকে চূড়া ও বাঁশী কিনিয়া সাজাইতেন, তাঁহার নিকট রাধারাণীর মুকুটচুরির সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভোগের সময় শ্রীমতীকে আনয়ন করা হইত (ইহা শান্তিপুরের প্রথা) দেখিয়া নিজেকে খাওয়াইবার জন্য শ্রীমতীকে আনিতে হইবে বলিয়া আব্দার ধরিতেন, এবং অন্যেও স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইত প্রভৃতি ঘটনা নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরকালেও

৺শ্যামসুন্দরের সহিত বিজয়কৃষ্ণের এইরূপ কথোপকথন, মান-মিলন ও হাসিকান্নার অভিনয় চলিত বলিয়া লিখিত আছে। কোন সময়ে ৺শ্যামসুন্দরের অঙ্গহানি হওয়ায়, বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণনগর হইতে নূতন বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া আনিয়া কলিকাতা হইতে শান্তিপুর প্রেরণ করেন, উঁহার এক চরণে 'বিজয়' ও অন্য চরণে 'কৃষ্ণ' (পূর্বলিখিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী) নাম খোদিত আছে। (১) বোলপুরের উকীল হরিদাস বসু লিখিয়াছেন (২) যে তিনি শান্তিপুরে ৺শ্যামসুন্দর, তাঁহার ভোগগৃহ এবং ভোগ-সেবা দেখিয়া অসামাল হইয়া পড়েন ; "গুরুশক্তির প্রবল ক্রিয়া আরম্ভ হইল, ভীষণ প্রাণায়ামের গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল, সর্বাঙ্গ অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া গেল, এবং বিবিধ অঙ্গচেষ্টা দেখা দিল ; তখন প্রাণে অমৃতের প্রবাহ বহিতে লাগিল, এবং নানারূপ ক্রিয়া-অনুভূতি হইতে লাগিল" ; তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও "ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন" ; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বাটীর উত্তরাংশ ব্রজগোপালের এবং দক্ষিণাংশ বিজয়কৃষ্ণের ;—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মমতাবলম্বী কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বাহ্যত পৃথক্ হইয়া উঠনের মধ্যে প্রাচীর দেন ;—দক্ষিণাংশে দোতলা দালান, গৃহ জীর্ণ ও সিঁড়ি সর্পপূর্ণ, এবং ভোগগৃহ ঝুলসমন্বিত ;—"উপরের হল

(১) অমৃতলাল সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(২) সদ্গুরুর লীলা

এরূপ শক্তিপূর্ণ যে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, দেহের ভিতর গরগর করিতে লাগিল, কে যেন আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল বোধ হইল।" এ সব গৃহাদি এখন নাই, বিজয়কৃষ্ণ-রোপিত একটী বকুল বৃক্ষ মাত্র (এবং রাসমন্দির) পূর্বস্মৃতি বহন করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

স্বর্ণময়ী বিজয়কৃষ্ণের কপালে গোবরের টিপ দিতেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে থুৎকুড়ি দিয়া মন্ত্রপূত করিতেন, দেবদেবীর কাছে মানত করিতেন, রক্ষাকবচ দিতেন, ইত্যাদি। একদিন তিনি কোন আত্মীয়ের বাটী (বোধ হয় শান্তিপুরই ঘটনাস্থল) নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করেন; সেখান হইতে কিরূপে এক কাপালিক বলিপ্রদানের জন্য বালক বিজয়কৃষ্ণকে ধরিয়া লইয়া যায় (শান্তিপুরে এ সময়ে এরূপ ব্যাপার প্রকাশ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল); ঘাতক যেমন খড়্গ গ্রহণ করিয়াছে, কোথা হইতে এক পাগল ছুটিয়া আসিয়া খড়্গ কাড়িয়া লয়, এবং বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসে। আর একবার শান্তিপুরে এক তস্কর অলঙ্কার-পরিহিত শিশু বিজয়কৃষ্ণকে অপহরণ করে; কিন্তু সে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাঁহারই বাটীতে আসিয়া পড়ায় অথবা বাৎসল্যরসে আর্দ্র ও অনুতপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। (১) একবার স্বর্ণময়ী দুই পুত্র সহ নদীপথে শান্তিপুর আসিবার কালে নৌকা চড়ায়

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ; সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আচার্য-প্রসঙ্গ



স্বর্গীয়া যোগমায়া দেবী

বদ্ধ হইয়া যায়; তাঁহারা চরের উপর দিয়া হাঁটিয়া শান্তিপুর-ঘাটে আসিয়া পড়েন। আর একবার রংপুর যাইবার সময় স্বর্ণময়ীর নৌকা দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়; বিজয়কৃষ্ণ পরিচিত দস্যুসর্দারকে 'তুলাল দা' বলিয়া সম্বোধন করায়, বিপদ্ কাটিয়া যায়; তুলাল 'জালিক' ও বিজয়কৃষ্ণের প্রজা ছিল, ইনি রংপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকালে সে ইহাকে বলপূর্বক কোলে লয়। অন্য সময় মাতুলালয়ে থাকা কালে নদীতে স্নান করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ মাতার হস্তচ্যুত হইয়া নিমজ্জিত হন; কিয়ৎকাল পরে কে যেন বালককে তুলিয়া ধরে, এবং মাতা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে তুলিয়া আনেন।

উত্তরকালে মাতা ঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ প্রায়ই শান্তিপুরে গমন করিতেন। তিনি ১২৯৪ সালের কার্ত্তিক মাসে মাতার অসুখের জন্য ঢাকা হইতে শান্তিপুর যান; ঢাকার প্রচার-নিবাসের নিয়মাবলী শান্তিপুরেই প্রেরিত হয়; তিনি সে পত্রের উত্তর দেন, এবং আর এক পত্রে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন; তিনি পত্নীকে ঢাকায় পৃথক্ বাসা করিবার জন্য পত্র দেন; পরে মাতাকে লইয়া ঢাকায় চলিয়া যান। ১২৯৬ সালে আনুমানিক কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রার সময় বিজয়কৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে মাতার ভীষণ উন্মত্ত অবস্থা দর্শন করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীধরকে লইয়া শান্তিপুরে যান; মাতা শয়নঘরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দেওয়ালে ও

মেঝেতে ছড়াইতেছেন, পত্নী সেই সব পরিষ্কার করিতেছেন—এই লইয়া তাঁহার শাশুড়ী বিষম কলহ বাধান ; তখন বিজয়কৃষ্ণ দোতলায় নিজের ঘরে মাকে লইতে চাহেন, এবং নিজেই সমস্ত করিবেন বলেন,—ইহাতে গণ্ডগোল বাড়িয়া যায় ; তখন তিনি উগ্রমূর্তি হইয়া বাক্স হইতে ৮৲ টাকা লন, এবং রাণাঘাটে মাঝির নিকট শ্রীধরের জন্য ১৲ টাকা রাখিয়া কাশী চলিয়া যান ; পরে শ্রীধর কলিকাতা হইয়া কাশী যায়, এবং পুত্র যোগজীবন মাতাকে লইয়া সেখানে যায় ; লিখিত আছে যে সূক্ষ্মদেহধারী গুরু পরমহংসজীর আজ্ঞায় তিনি ঐরূপ করেন। (১) ঐরূপ 'উগ্রমূর্তি'র বাহ্য প্রকাশও বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় ; সুতরাং বর্ণনা অতিরঞ্জিত। বাং ১২৯৮ সালের কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রম হইতে বিজয়-কৃষ্ণ অকস্মাৎ একদিন কতিপয় শিষ্য সহ শান্তিপুর যাত্রা করেন, কারণ ঘোর উন্মাদিনী মাতা বিষমভাবে প্রহৃত হওয়ায় শান্তিপুর হইতে 'বিজয়', 'বিজয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাক দেন। ইহার পর হইতে তিনি মাতাকে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বহু ক্লেশভোগের পর স্বর্ণময়ীর দেহত্যাগ ঘটে। (২) একদিন গেণ্ডারিয়ায় মধুবর্ষী আম্রবৃক্ষের তলায়

---

(১) কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—সদ্গুরুসঙ্গ ; নবকুমার বাগচী—বিজয়-কথামৃত।

(২) সদ্গুরুসঙ্গ ; অমৃতলাল সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

বিজয়কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় স্বর্ণময়ী প্রায় বিবসনা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গিয়া ৺রাধাকৃষ্ণের মস্তক ভাঙ্গিয়া দেন, পুত্রের মাথায় রেড়ীর তৈল মাখান, ইত্যাদি; পুত্র কিন্তু নির্বিকার থাকেন। (১)

ব্রজগোপাল বিজয়কৃষ্ণ অপেক্ষা আড়াই বৎসরের জ্যেষ্ঠ। তিনি যদিও শান্তিপুরে বিজয়ের অনুরোধে ইঁহাকে প্রকাশ্যে ত্যাগ করেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য), তথাপি অন্তরে ইহাকে বরাবরই ভাল বাসিতেন। তিনি বড় গোস্বামীদের বাটীর প্রসিদ্ধ কথক তারণ-চন্দ্রের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। তিনি সুগায়ক ও কীর্তনীয়া ছিলেন। তখন কথকতার শেষে সকলে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতেন। তিনি শেষরাত্রে গৃহের ছাদে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রভাতকীর্তন করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার গীতে এত মুগ্ধ হন যে শুদ্ধ তাঁহার গান শুনিবার জন্যই ২।৩ বার শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণের অতিথি হন। (২) বাং ১২৭৫।৬ সালে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা-প্রবর্তনের প্রতিবাদে শান্তিপুর গমন করেন; তখন কেশবচন্দ্র সুগায়ক চিরঞ্জীব শর্মার (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল) সহিত সদলে গিয়া বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া আসেন। (৩) জগদ্বন্ধু মৈত্র লিখিয়াছেন যে

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৪ কার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭৩।
(২) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
(৩) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

বিজয়কৃষ্ণ ঐ সময় কেশবচন্দ্রের পত্র পাইয়াই কলিকাতায় আসেন। (১) "কতিপয় শিষ্য সহ কেশবচন্দ্র শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণের বাটীতে আসেন। তিনি ভক্ত কবি ৺হরিমোহন প্রামাণিকের সহিত সাক্ষাৎ করেন—ইহা ব্রাহ্মবৈষ্ণবের মিলন : 'ভক্তাণাং দলমেকঞ্চ'। একদিন শান্তিপুরস্থ তদানীন্তন ছোট আদালতের নাজির নীলকমল দেবের বাসায়, অপর একদিন হরিমোহন বাবুর ঠাকুরবাটীতে কেশবচন্দ্র যাইয়া হরিনামকীর্তন শোনেন। একদিন অনুরুদ্ধ হইয়া কেশবচন্দ্র নব্যদের বিশ্বাস ও ধর্মভাব উদ্দীপক বক্তৃতা দেন। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় চলিয়া যান।" (২) বিজয়-কেশব সম্মেলনের গৃহ অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। কেশবচন্দ্র শান্তিপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে (তখনও মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয় হয় নাই) অর্থাৎ মৈত্র-বাটীতে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্ম হন। (৩) "বিজয়কৃষ্ণের চিত্ত শান্ত হইয়া যথার্থ তথ্যদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কেশবচন্দ্রের শান্তিপুরে পদার্পণ এই ভাবপরিবর্তনের

(১) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(২) যোগানন্দ প্রামাণিক ভারতী—শান্তিপুর-রত্ন।

(৩) যুবক, ১৩৩৪, ভাদ্র, পৃঃ ৩৬ ; মোদক-হিতৈষিণী, '৩৯ বৈশাখ, পৃঃ ২২৯ ; এই বক্তৃতা কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্মগীতোপনিষদের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হয় ; কেশবচন্দ্রের 'বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ' নামে ক গ্রন্থ আছে।

নিমিত্তই ঘটিয়াছিল। ১৮৬৯, ৪ঠা এপ্রিল, রবিবার—শান্তিপুরে 'ধর্ম্মশাসন' বিষয়ে বক্তৃতা।" (১)

ব্রজগোপাল কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণের বাসভবনে নিম্নলিখিত গীতটি কীর্ত্তন করেন।—

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকী আছে !)
আমি কৃষ্ণচন্দ্র-হার প'রেছি গলে ॥

ইহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হন ; তৎপরে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম-সমাজে কীর্ত্তন-প্রচলনের জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ; এই হইল ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তন-প্রচলনের সূত্রপাত। (২)

ব্রজগোপাল ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে রংপুর জেলার রসুলপুর গ্রামে শিষ্য দুর্গাচরণ মণ্ডলের (সদ্গোপ) বাটীতে দেহরক্ষা করেন। তিনি তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে বলেন ; কিন্তু

(১) নববিধান—আচার্য্য কেশবচন্দ্র : মধ্য বিবরণ, ২য় অংশ, পৃঃ ২৭৭-৮ (এই গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও কথা আছে)।

(২) অমৃত বাবুর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ; ত্রৈলোক্যনাথ দেব—অতীতের ব্রাহ্মসমাজ, পৃঃ ২৭

শিষ্যগণ নিজ বুদ্ধিমত দাহসংকারের আয়োজন করে; লিখিত আছে যে তাহারা গিয়া শব দেখিতে পায় নাই। চিলমারিনিবাসী জনৈক শিষ্য জীবন্ত ব্রজগোপালকে দেখিতে আসিতেছিল; পথে তাঁহার প্রেতাত্মা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে বলে, "আমি বৃন্দাবনে চলিলাম, আমার গচ্ছিত ধনের দ্বারা মহোৎসব করিতে বলিও।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠ্যদশা

"এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না। বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। এরা সেইরূপ।"—রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ।

বালক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে প্রথমে ৺ভগবান্ সরকারের পাঠশালায় (ইহা ৺শ্যামাচাঁদনীতে বসিত) পড়িতেন। ইঁহার ছাত্রশাসন অতি কঠোর ছিল, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ইঁহার প্রিয় ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণবাটীতে কার্যোপলক্ষে নিজে নানারূপ কায়িক পরিশ্রম করিয়া দিতেন। কথিত আছে যে, ইনি পূর্ব দিন নিজ মৃত্যুর কথা বলিয়া দেন,—তদনুসারে পর দিন ছাত্রেরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, ইনি ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পদধূলি লন, এবং ইষ্টদেব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। তৎপরে বিজয়কৃষ্ণ রাধামাধব প্রামাণিকের ঠাকুরবাড়ীর উঠনে বদনচন্দ্রের

আখড়ায় পাঠ করেন। সেখানে গুরু মহাশয় ছাত্রদের বেত মারিবার সময় 'রাম, দুই, তিন...' উচ্চারণ করিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন, 'রাম, কৃষ্ণ, হরি...এইরূপ বলিলে ভাল হয়।' (১) বিজয়কৃষ্ণ (ও তাঁহার ভ্রাতা) তৎপরে শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্বাংশে 'বানক' অঞ্চলে নীলকুঠীর পরিত্যক্ত বাটীতে অবস্থিত হেজেল পাদ্রির স্কুলে সংস্কৃত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করেন। এই স্কুলে প্রায় ১২০০ ছাত্র ছিল, এবং প্রায় বিশ জন অধ্যাপক পড়াইতেন,—তন্মধ্যে ভাটপাড়ার জগদীশ ন্যায়রত্ন, প্রধান শিক্ষক তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শান্তিপুরের বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ, রামেশ্বর লাহিড়ী, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন। "শান্তিপুরে একটী ইংরেজী স্কুল আছে, ইহাতে ২০টী ছাত্র আছে, প্রত্যেকের মাহিনা ১৲ টাকা।" (২) লং সাহেব ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় দেখেন। (৩) এই দুইটী ইংরেজী বিদ্যালয় বোধ হয় অভিন্ন ছিল। "সাধু হরিমোহন প্রামাণিকের প্রথম বয়সে (জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) শান্তিপুরের মধ্যে কোন বিদ্যালয় ছিল না।" (৪) তার পরে

---

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ, পৃ. ৭৫

(২) Friend of India, ২৪।৪।১৮৪৫

(৩) The Cal. Review, vol. 6, 1846 : The Banks of the Bhagirathi

(৪) শান্তিপুর-রত্ন

১২।১২।১৮৩১ তারিখে প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের গোপীমোহন কোম্পানীর রাস্তার পূর্বদিকে একটি পাঠশালা (Academy) স্থাপন করেন ; জজ মলিন্স্ সাহেব সেখানে পড়াইতেন। (১) যাহা হউক্, বিজয়কৃষ্ণের বাল্যকালে হেজেল সাহেবের স্কুলটিই সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বমওয়েচ সাহেব উক্ত স্থানের সন্নিকটে ট্রেনিং পাঠশালা স্থাপন করেন ; সেই সময় হেজেল সাহেবের স্কুলটি উঠিয়া যায়। (২) এই স্কুল হইতে এক দিন বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ছাত্রগণ পাণ্ডুয়া পর্যন্ত নির্মিত নূতন রেলপথে ভ্রমণ করিতে চাহিলে, হেজেল সাহেব নিজ ব্যয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে ভ্রমণ করাইয়া আনেন। (৩) এখানে সাধু অঘোরনাথ রায় (গুপ্ত) বিজয়কৃষ্ণের সহপাঠী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তৎপরে গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, এবং সেখানে এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিয়া তিনি বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করেন। ফলে, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইতে তিনি কিয়ৎকাল জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়েন। তিনি মধ্যে মধ্যে টোল হইতে পলাইয়া নিকটস্থ ৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের গৃহবিগ্রহ 'বিজয় কৃষ্ণচন্দ্রের' সমীপে গিয়া তন্ময়ভাবে বসিয়া থাকিতেন ; গোবিন্দচন্দ্র বিচক্ষণ বৈয়াকরণ ও জ্যোতিষী ছিলেন, কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবু ইঁহাকে অযথা যোগিনীসিদ্ধ ও

(১) সমাচার-দর্পণ, ৪।২।১৮৩২ ; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৩৫ ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (২) যুবক, ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৩, ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ (৩) বালক বিজয়কৃষ্ণ, পৃ. ৪৪,৫৮

বিভূতিসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১) বিজয়কৃষ্ণ এখানে আবৃত্তির পূর্বে ভাগবতের কাষ্ঠের মলাটে অঙ্কিত গো-বৎস ও কৃষ্ণ-বলরামের চিত্র দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন, এবং সরস্বতী পূজার অঞ্জলি দিবার সময়ও ঐরূপ অশ্রুবিসর্জন করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের সে চতুষ্পাঠী এখন নাই। তাঁহার পুত্র ৺কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্নের সময়েও সেই চতুষ্পাঠী ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত হরিনাথ ভট্টাচার্য এখন "বঙ্গবাসী"র সম্পাদক।

বিজয়কৃষ্ণ নবম বর্ষে ষড়্দর্শনে পণ্ডিত হন। শান্তিপুরের ৺কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করেন। তৎপরে তিনি মাতার নিকট প্রথম তান্ত্রিক মন্ত্রদীক্ষা লন, তর্করত্ন মহাশয় উপগুরু থাকেন। তিনি ইঁহার চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও দর্শনাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। কৃষ্ণগোপাল বলিতেছেন, "আমার নিকট বিজয় সাঙ্খ্যদর্শন পড়িয়া বেদান্তপরিভাষা ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করে। অল্পায়াসেই সে বেদান্তের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। বিজয় ক্রমে 'হরিবোলা' হইয়া উঠে। প্রতিদিন সে পুষ্পচয়ন, প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, মন্ত্রজপ, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও ৺শ্যামসুন্দরের পূজা করিত। তাহার কণ্ঠে তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শিখা ও ললাটে তিলক শোভা পাইত।" (২)

বাং সন ১২৬৬ সালে বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথের সহিত কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি এই

(১) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২) বালক বিজয়কৃষ্ণ

অঘোরনাথের সহিত উত্তর জীবনে বহুকাল সহধর্মী হইয়া একত্র এক উদ্দেশ্যে কর্ম করেন। সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, ধর্মোন্মত্ততা, সচ্চরিত্র ও সাধুতা—এই সব বিষয়ে উভয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। তাঁহারা উভয়ে জীবনে নানারূপ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেন। বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথকে 'ধর্মবন্ধু' ও 'সাধু' বলিতেন। প্রায় চল্লিশ জন তথাকথিত সাধুর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পর প্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (ইঁহার প্রদত্ত লক্ষ মুদ্রা বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করেন) বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পান তাহাতে সাধুর সামান্য লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হয়—কখনও আত্মপ্রশংসা না করা, পরনিন্দা না করা, বুজরুকী না করা, অপরের স্থায়ী ধর্মবিশ্বাস নষ্ট না করা, এবং ধনীর আশ্রয় গ্রহণ না করা ; "যাঁহার নিকটবর্তী হইলে, হৃদয়নিহিত ধর্মভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয়, এবং পাপসকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে,—তিনিই সাধু" ; (১) "যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরগত হ'য়েছে, তিনিই সাধু ; যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু; যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাঁদের অন্তরে থাকেন ; যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন ; সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন ; ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কহেন না ; আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, তাদের সেবা করেন ; মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।" (২)

(১) আশাবতীর উপাখ্যান ; সদ্‌গুরুসঙ্গ (২) রামকৃষ্ণ-কথামৃত

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥" "সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ।" (১) এই সব লক্ষণ উভয় মহাত্মাতেই বর্তমান ছিল; অঘোরনাথের বিবাহ 'আধ্যাত্মিক' ছিল—"এবার তোমাকে যোগিনী সাজাইব এই আমার সাধ, ফকির করিব এই ইচ্ছা, প্রস্তুত হইয়া থাকিবে"; (২) এবং বিজয়কৃষ্ণের সহধর্মিণীর উপর আচরণের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গ হইতে ইঁহারা উভয়েই একত্র পৃথক্ হন; যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিতেছেন, (৩) "উভয়েই এই মহারণের (কোচবিহার-বিবাহ-আন্দোলন) পর প্রকৃত সন্ন্যাসী হন, উভয়েরই মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্যভাব উদিত হয়; দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দুই দিকে ছুটিয়া বাহির হয়—একটি প্রাচ্যে ও একটি প্রতীচ্যে"; অবশ্য অঘোরনাথ বরাবরই নববিধান সমাজভুক্ত থাকেন। অঘোরনাথের মৃত্যুর পর বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার কথাপ্রসঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করিতেন, এবং কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমার দক্ষিণ হস্ত (বিজয়কৃষ্ণ) বিকল হইয়াছে, এবং এইবার আমার বাম হস্ত বিকল হইল।" ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা লিখিতেছেন (৪) যে বরিশালে তাঁহাদের ভৌতিক চক্রে একটী বালককে মিডিয়ম করা হইত; সাধু অঘোরনাথের

(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মধর্ম
(২) চিরঞ্জীব শর্মা—সাধু অঘোরনাথ রায় (৩য় সংস্করণ)
(৩) তত্ত্বকৌমুদী (৪) আশাপ্রদীপ (২য় সংস্করণ)

মুক্তাত্মা তাহার উপর আবিভূর্ত হইলে, সে বিজয়কৃষ্ণকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং তাহার নাম সহী দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ইহা অঘোরেরই সহী বটে, ঐ ভাবে সে আমার চিঠির নিম্নে লিখিত।" (১) যাহা হউক্, সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে বিজয়কৃষ্ণ ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্রের সাঁতরা-গাছিস্থ বাটীতে থাকিতেন, এবং নানা রূপ কষ্ট সহ্য করিয়া কলেজে আসিতেন। ইতিপূর্বেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্কা পত্নীর সহিত বিবাহ হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে কাব্য শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হন; কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু চিকিৎসক অভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ায়, তিনি মনের আবেগে মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। পরে তিনি ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ নিজের জীবনের প্রবাহ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন্—"আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি, আমি ইচ্ছাপূর্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম, অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হইলাম। পরে ব্রাহ্ম সমাজে গেলাম, প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছা কিছুই নহে।" (২) বিজয়কৃষ্ণের ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে চৈতন্যদেব শচীমাতা প্রভৃতি কর্তৃক

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

(২) সদ্‌গুরুসঙ্গ

শান্তিপুরে নির্জন স্থানে থাকিয়া সাধন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সে কথা শ্রবণ করেন না বলিয়া অদ্বৈতাচার্য নাকি বলেন, "এই বংশেই আসিয়া তোমাকে পুনরায় ক্লেশভোগ করিতে হইবে ; ধর্মের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেও কেহ শুনিবে না, গায়ে ধূলি দিবে,—উপহাস, অপমান ও নির্যাতন করিবে", এবং বিজয়কৃষ্ণই চৈতন্যদেব। (১)

পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক শিশু বিজয়কৃষ্ণ ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এক দিন তিনি চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যান ; এবং চেতনা আসিলে বলেন, "চাঁদের রাজ্যে বাবাকে দেখিলাম, সেখানকার কত শোভা! বাবা বলিলেন,—সাধু হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিতে পারিবি ত ?" (২) সাধারণ লোকে এই বয়সেই তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ মান্য করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী সাজিতেন,—কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন পরিতেন ; তখন হইতেই তাঁহার নাম 'জটে গোঁসাই' হয়। তিনি শান্তিপুরে সমাগত সাধুসন্ন্যাসীদিগকে দেখিতে যাইতেন। ৪।৫ বৎসর বয়সে এক দিন তিনি ৺শ্যামচাঁদের মন্দিরে যাইয়া সমস্ত রাত্রি সাধুদিগের সহিত অতিবাহিত করেন,—সাধুগণই তাঁহাকে ভোজন করান। সাধুগণ তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিতেন। আর এক দিন বিল্ববৃক্ষমূলে

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(২) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

তাঁহাকে সমাধিস্থ দেখা যায়। তিনি এক বার এক সন্ন্যাসীর নিকট আব্দার ধরিলে, ইনি একখণ্ড প্রস্তর (শালগ্রামের পরিবর্তে) দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন; তিনি উহাকেই লইয়া পূজায় বিভোর হন; সেবাপরাধের ভয়ে স্বর্ণময়ী উহা সন্ন্যাসীকে ফেরত দিলে, তিনি দুই দিন অনাহারে থাকেন। (১) তিনি সঙ্গীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন; তাঁহারা দুই ভাই কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে গলা ধরাধরি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতেন 'কানাই বলাই দুটি ভাই, পথ ছেড়ে দে বাড়ী যাই', এবং গাহিতে গাহিতে বাটী যাইতেন। (২) তাঁহারা সকলে পাড়ায় 'হোল্‌বোল্' গাহিয়া বেড়াইতেন। ঘোড়ালের মাঠে ও নির্ঝরের ধারে দেবী রায়ের আম্রকাননে তাঁহারা বনভোজন করিতেন; বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রজগোপাল রন্ধন করিতেন; রাখাল, কৃষক ও মুচী প্রভৃতি অস্পৃশ্য বালকেরাও উহাতে যোগ দিত; এবং আহারান্তে গোষ্ঠলীলা অভিনয় হইত। বিজয়কৃষ্ণ গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে যাইয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন; শান্তিপুর সুতরাগড়ের এক ব্রাহ্মণ ভাগীরথীতে একটি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করেন, স্বপ্নাদেশ না মানায় তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা মারা যান, তৎপরে তাঁহার বিধবা কন্যা একদিন তন্ময়ভাবে পূজা করিতেছেন এমন সময় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের মূল অধিকারী গুপ্তিপাড়ার সত্যদেব সরস্বতী সেখানে উপস্থিত হন, এবং ভিক্ষা করিয়া ৺বৃন্দাবনচন্দ্রকে লইয়া

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ (২) জগদ্বন্ধু ও অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

যান—এই গল্পটী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) ৺মদন-গোপালের নাটমন্দিরে বক্তৃতাছলে বিবৃত করেন, এবং ইহা বিজয়কৃষ্ণ শুনিতে ভাল বাসিতেন। বক্তার ঘাটের নিকট উড়িষ্যাদেশবাসী এক বাবাজীর আশ্রমে বিজয়কৃষ্ণ দলবলসহ গিয়া মহোৎসব ও ধর্মবিষয়ক আলাপাদি করিতেন ; সেখানে তাঁহার মহাভাব হইত। তিনি লছমনদাস বাবাজীর নিকট গিয়াও ঐরূপ ভাবমগ্ন হইতেন। শান্তিপুরের রামলাল বাবাজী বিজয়কৃষ্ণের 'নির্মল ভক্তি'র সুখ্যাতি করিতেন। পূর্বলিখিত তারণ কথকের জন্য বিজয়কৃষ্ণ নিজে মালা গাঁথিয়া লইয়া যাইতেন, এবং কথকতা শুনিতে শুনিতে ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের খুল্ল-পিতামহ নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের মাতা (রুদ্রকান্তের স্ত্রী) শান্তিপুর বেজপল্লীতে যে শিব স্থাপনা করেন তাহাকে লোকে 'রাণীর শিব' ('রুদ্রকান্ত') বলিত ; একবার অনাবৃষ্টি হওয়ায় এক সন্ন্যাসী ঐ শিবকে মহাস্নান করাইতে বলেন ; লোকে বিজয়-কৃষ্ণকেই ঐ কার্যের যোগ্য মনে করে, এবং তাহাতে সুফল ফলে ; তদবধি উঁহার নাম 'জলেশ্বর' হয়। কোনও ব্রতপার্বণ প্রভৃতি হইলে লোকে বিজয়কৃষ্ণকেই ভোজনের বা দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র মনে করিত। (১)

একবার শান্তিপুরে ওলাউঠায় বহু লোক মারা যায়। সে সময় বিজয়কৃষ্ণের কতিপয় সহপাঠীও মারা যাইলে, দ্বাদশ বর্ষ

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ

বয়স্ক বালক মৃত্যুর রহস্য চিন্তা করিতে থাকেন, এবং জ্বরাক্রান্ত হন। সহপাঠীদের প্রেতাত্মারা নাকি তাঁহাকে বলে, "বিজয়, এই দেখ, ভাই, আমরা আছি, দুঃখ করিও না"; উহারা অবিশ্বাসী শিক্ষক ভগবান্ সরকারকেও বলে, "গুরু মহাশয়, বিজয়কে মারিবেন না, এই দেখুন সত্যই আমরা আছি।" (১) তিনি এই ঘটনার বিষয় কলিকাতায় তাঁহার মৌন অবস্থায় এইরূপে লিখিয়া দেন, "এই পাখা যদি যত্নপূর্বক রাখ, শত বর্ষ থাকিবে; কিন্তু মানুষ থাকিবে না ইহা কখনই মনে হয় না। আমার যখন বার বৎসর বয়স সেই সময় আমাদের একজন খেলিবার সঙ্গী মরিয়া যায়। আমাদের একটি মেটে দেল্‌কো ছিল, তাহাতে প্রদীপ রাখিয়া রাত্রিতে পড়িতাম ও খেলা করিতাম। ঐ সঙ্গীটি মরিলে, একদিন ঐ দেল্‌কো দেখিয়া মনে হইল যে, এই মাটীর বস্তুটি আছে, কিন্তু সে নাই! তার পর যে কাঁঠালতলায় খেলিতাম, তাহা দেখিয়াও ঐরূপ মনে হইল। সে অবশ্যই আছে। ঐ সকল ভাব মনুষ্যের স্বভাবে আছে। ইহার পরের অবস্থা যাহা তাহা প্রত্যক্ষ না হ'লে হয় না।" (২) তাঁহার পরজীবনে বহু মুক্তাত্মার সহিত কথোপকথন এবং সজীব দেহবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মাত্মার সহিত আচরণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার কোন কোন শিষ্যের উপর দীক্ষার পরই প্রেতাত্মার ভর হইত বলিয়া লিখিত আছে। তিনি নিজেও দেহমুক্ত হইতে পারিতেন। এই

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(২) সদ্‌গুরুসঙ্গ

বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক কথা গ্রন্থান্তরে (১) দৃষ্ট হয়।

বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালেই সঙ্গীদের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতেন। উত্তরকালে শত শত প্রথিতনামা ও অখ্যাত শিষ্যদের নেতৃত্ব করিবেন ইহা তাহারই সূচনা। তিনি ঘোড়ানুটী, দাণ্ডাগুলি, নক্সো প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন ; তাঁহারা সকলে কোজাগরী পূর্ণিমাতে রাত্রি জাগিয়া খেলিতেন। তাঁহারা গাজন, চড়ক (ইহার জন্য দড়ি চুরি করিয়া আনিতেন), ধূলোট (ইহাতে ভয়ানক উপদ্রব করিতেন) প্রভৃতি পর্ব মূর্তি গড়িয়া অনুষ্ঠান সহ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহারা কৃপণের বাটী প্রতিমা রাখিয়া আসিতেন। তিনি বাউল ও যাত্রার দল গঠন করিয়া অভিনয় করিতেন ; নিজেই শতরঞ্চ প্রভৃতি লইয়া যাইতেন, কাহারও বাটীতে অভিনয় করিতে গেলে নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতেন, সময়ে সময়ে জোর করিয়া লোকের বাটীতে গিয়া যাত্রা করিতেন ; সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া নিজে ছোক্‌রা সাজিতেন, স্ত্রীলোকের অভিনয়ও করিতেন ; খাতা হইতে অভিনয়াংশ বলিয়া দিয়া অভিনেতাকে সাহায্য করিতেন ; ব্রজগোপাল, রামরক্ষিত মিত্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী প্রভৃতি জুড়ী সাজিতেন, এবং অটলবিহারী গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী প্রসিদ্ধ বাদ্যকার থাকিতেন। তিনি কোথাও যাত্রা শুনিতে গিয়া জনতার অগ্রে স্থান না পাইলে হুঁকার আগুন ফেলিয়া লোক উঠাইয়া আগে

(১) প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য—মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্তী জীবন

গিয়া বসিতেন। (১) যাত্রার আসরে প্রায়ই হুঁকা লইয়া গোলমাল হইত; তাহার প্রতিবিধান মানসে তিনি কলিকায় সূতা বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং কেহ হুঁকা লইলে সূতায় টান দিতেন, তখন আগুন ছড়াইয়া যাইত, লোকে ভয়ে আর ঝগড়া করিত না। (২) যাত্রাগান শুনিয়া তাঁহার ফিরিতে গভীর রাত্রি হইয়া যাইত; কোন সময়ে আসরে অনেকক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, তার পর ফিরিতে ঐরূপ দেরী হইত। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে পুরন্দর পূজারীর ব্রহ্মদৈত্য নাকি বরাবর আসিত; সে পথে বহু প্রেতাত্মার সহিত কথা কহিত, এবং গয়ায় পিণ্ড দিলে তাহার উপকার হইবে বলে,—স্বর্ণময়ীও নাকি তাহাকে তাল গাছে উঠিতে দেখেন; বিজয়-কৃষ্ণের সহিত বিপক্ষদলের সময় সময় কলহ হইত; একবার রাত্রিকালে ঐরূপ আসিবার সময় বিপক্ষেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে, পুরন্দরের প্রেতাত্মা ধূলি উড়াইয়া তাঁহাকে পলাইবার সুযোগ করিয়া দেয়। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। পুরন্দর জীবিতকালে ৺শ্যামসুন্দরের জিনিস চুরি করিয়াছিল বলিয়া নাকি তার এই শাস্তি। (৩) সনাতনী হিন্দুদের প্রচলিত সংস্কার ও আচারনিষ্ঠায় অগাধ বিশ্বাস বিজয়-কৃষ্ণের ধর্মজীবনের একটি বিশেষত্ব। আরও দ্রষ্টব্য যে বাল্যকালের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা (পরে এ বিষয়ে আরও উল্লেখ

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ
(৩) জগদ্বন্ধু ও অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

আছে) বহু মহাপুরুষের জীবনে প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত করে।

পরজীবনেও যাত্রার প্রতি বিজয়কৃষ্ণের অনুরূপ আকর্ষণ ছিল। বাং ১২৯৮ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিপুরে কোন এক গোস্বামীর বাটীতে 'পাণ্ডববিজয়' দর্শনান্তে বিজয়কৃষ্ণ সত্যের ও ধর্মের জয় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। আর একদিন এক গোস্বামীবাটীতে প্রসিদ্ধ ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাগান হইতেছিল ; গান শুনিতে শুনিতে বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে সশিষ্যে উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করেন ; নীলকণ্ঠ প্রভৃতিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আরতি করিতে থাকেন, এবং গানের সহিত নৃত্য আরম্ভ করেন ; শিষ্যেরাও উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া উঠে ; একজন গোস্বামী চীৎকার করিয়া গোলমাল বন্ধ করিতে বলিলে, নীলকণ্ঠ বলেন, "মহাশয়, যে স্থানে ভাবের আদর নাই, সে স্থানে আমার গান করা বৃথা", এবং গান বন্ধ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের সহিত সে স্থান ত্যাগ করেন। (১) বিজয়কৃষ্ণ একবার কলিকাতায় স্টার রঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলীলা অভিনয় দেখিতে দেখিতে ঐরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলে, ৺অমৃতলাল বসু পরমানন্দে বলেন, "আমার থিয়েটার করা আজ সার্থক হইল।" এইরূপ ভাবোন্মত্ততায় নৃত্যকীর্তন ও ভাবসমাধিতে পতন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সাধন-জীবনের একটি উচ্চ বহিরঙ্গ।

একবার শান্তিপুরে কোন এক ঠাকুরবাটীর নাটমন্দিরে

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ ; অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

নীলকণ্ঠের গান হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমান বসিয়া একাগ্রমনে শুনিতেছিল, এবং তাহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছিল। সহসা একজন গোস্বামী বলিয়া উঠিলেন, "ওঠ্, ওঠ্, তুই এখানে কেন? এ কি হাটবাজার?" তৎক্ষণাৎ নীলকণ্ঠ করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, এ কি? কৃষ্ণনামে আবার জাতিবিচার! হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। যাঁহাকে আপনি এখন উঠিয়া যাইতে বলিতেছেন, দেবতারা এখন তাঁহার চরণধূলি প্রার্থনা করিতেছেন।" এই বলিয়া তিনি একটি গীত রচনা করিয়া গাহিলেন। (১) বিজয়কৃষ্ণ তখন (বেলা ৪টা) স্নানে যাইতেছিলেন, নীলকণ্ঠের নাম শুনিয়া তিনি ওখানে গমন করেন। (২) এখানে স্মর্তব্য যে শান্তিপুর-কাহিনীর ভালমন্দ অনেকাংশই গোস্বামীগণের কীর্ত্তিতে পূর্ণ; "শান্তিপুর গোস্বামীদিগের দুর্গ; হল্‌ওয়েল্ ইঁহাদিগকে 'Gentoo Bishops' বলিয়াছেন (৩); শান্তিপুর গোঁসাই, দর্জি ও তন্তুবায়ের জন্য বিখ্যাত"; (৪) 'গোঁসাই তাঁতি পচাভুর। (৫) তিন ল'য়ে শান্তিপুর॥' (৬)

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ

(৩) Interesting Historical Events

(৪) Long—The Banks of the Bhagirathi (The Calcutta Review, vol. 6, 1846) (৫) খলিফা বা দরজী বা রিপুকর

(৬) যুবক, ১৩২৩ চৈত্র; ভারতবর্ষ, ১৩২৫ কার্ত্তিক, পৃ. ৯৮৬

বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই শান্তিপুর-বাব্‌লায় অদ্বৈতাশ্রমে গমন করিতেন। তিনি বলিতেছেন, "ছেলেবেলায় প্রায়ই বাব্‌লায় যাইতাম। অলৌকিক সংকীর্ত্তন শুনিতাম—তখন একবার এদিক্, একবার ওদিক্ ছুটাছুটী করিতাম। এখানে একটু স্থির হইয়া নাম করিলে স্থানের প্রভাব বুঝা যায়।...মানুষ ভাল মন্দ যাহা কিছু বলে, করে, প্রকৃতিতে সমস্তেরই ছাপ পড়িয়া যায়, এবং কার্য্যকারণের সংযোগ হইলেই তাহা পুনরায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাব্‌লাতে সপার্ষদ মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন করিতেন তাহার ধ্বনি প্রকৃতিতে রহিয়া গিয়াছে; এবং কার্য্য-কারণের সংযোগ হইলেই তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। (১)...এই হিন্দুস্থানী বাবাজীকে (সেবায়েত, বাং ১২৯৮ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস) বহু কাল হইতেই এই অবস্থায় দেখে আসছি।" উক্ত সময়ে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের গোস্বামী-গণের সহিত চৌদ্দ মাদল সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসিদ্ধ শিষ্য ৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে লইয়া বাব্‌লায় গমন করেন; এবারেও শিষ্যদিগকে ঐরূপ অলৌকিক কীর্ত্তন শ্রবণ করান। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, তাঁহার শুভাগমনে রাজা মহিমারঞ্জন কাকিনিয়াতে ১০০ মাদল সহ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন, সেখানে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ পূর্ব্বলিখিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিকট ভাবাবেশের ক্ষমতালাভের জন্য কৃপাপ্রার্থী হন; চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় নবদ্বীপে ৬৪ মাদলে

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৮ মাঘ, পৃঃ ২৭৯-৮০

কীর্ত্তন হয়। (১) আর একবার বাং ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বাব্‌লায় যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈতাচার্যের দর্শন লাভ করেন এবং বলেন, "বিগ্রহের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নাম ক'রতে থাকলে প্রকৃত দেবদর্শন হয়।" (২) এক দিন বিজয়কৃষ্ণ সশিষ্যে বাব্‌লায় গিয়া সেবায়েত বাবাজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথে অদূরে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া তিনি সেই দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হন; কিছুকাল দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিয়া উঠেন, এবং নৃত্য করিতে থাকেন; কীর্ত্তনের দল ক্রমে এক ঠাকুরবাটী প্রবেশ করে; তিনি কিছুকাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া বলেন, 'আমি ঠাকুর দেখিব'; বাটীর কর্ত্তা লোক সরাইয়া পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকেন; তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া ঠাকুরের দিকে পা রাখিয়া মাটীতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন; এবং উঠিয়া বলেন, 'আমি ঠাকুর দেখিয়াছি।' (৩) মহাপুরুষের কার্য সাধারণ বিধিনিষেধের অতীত। চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিয়া এই বাব্‌লায় অথবা অদ্বৈতাচার্যের পূর্বাশ্রমে (বর্ত্তমান সূত্রাগড় রোডের দক্ষিণে মতি-গঞ্জের পুলের কিছু দূরে) অবতরণ করেন সে সম্বন্ধে মীমাংসা হয় নাই; এই শেষোক্ত স্থানই চৈতন্যদেবের অবতরণ-স্থান হওয়া সম্ভব। বিজয়কৃষ্ণের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে তদীয়

(১) বিজয়া, ১৩২১ শ্রাবণ, পৃঃ ১০০৪ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ; অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ভ্রাতুষ্পৌত্র পূর্বলিখিত ৺সীতানাথ গোস্বামী কিয়ৎকাল বাব্‌লা আশ্রমেয় সেবায়েত থাকিয়া সেখানে সমারোহে উৎসব করেন

বিজয়কৃষ্ণ বাং ১৩০০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করেন ; সেখানে মথুরানাথ পদরত্নের মীমংসায় উপবীতত্যাগী তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। তৎপরে তিনি গঙ্গাপথে সশিষ্যে শান্তিপুর আগমন করেন। সেবার তাঁহার সবিশেষ অভ্যর্থনা হয়। তিনি স্বহস্তে কতিপয় মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দেন। ইহার বহুদিন পূর্বে অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্নাদেশে বালেশ্বর বাসী জনৈক ভক্ত কর্তৃক সেখানে মন্দির-নির্মাণ, অদ্বৈতাচার্যা ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজার ব্যবস্থা হয় কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ৺অটলবিহারী মৈত্র ও তৎপ জগত্তারিণী দেবী অদ্বৈতাশ্রমের গৃহাদি সংস্কার করেন। (১) এবারে বিজয়কৃষ্ণ জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্র ও কালীভূষণ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বাব্‌লায় অদ্বৈতাচার্যের ভজনস্থান নির্ণয়মানসে গ করেন। একটি গৃহপালিত কুকুর সঙ্গে যায়, তাহাকে ফিরাই দিলেও সে ফিরে নাই। কুকুরটি নির্দিষ্ট স্থান পদ দ্বারা আঁচড়াইতে থাকে, এবং ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। স্থান অল্প খনন করার পরই পাদুকা ও পঞ্চপাত্রের সহি পিতলের রন্ধনপাত্র বাহির হয় ; শ্রীঅদ্বৈতের ব্যবহৃত এ

(১) বঙ্গবাণী, ৪।৯।১৩৩৯। সম্প্রতি সেবায়েত শ্রীনিকুঞ্জমোহন গোস্বা এই আশ্রম নবভাবে নির্মাণ করাইতেছেন।

দ্রব্য সেবায়েতের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। কুকুরটি বাটী আসিয়া রোগে ভুগিতে থাকে; বিজয়কৃষ্ণ বলেন,—"আর কেন? বেশী দিন থাকিলে কষ্ট হইবে, দেহ ত্যাগ কর।" তিনি পরে বলেন, "পূর্বজন্মে এটি একজন সাধক ছিল, শীঘ্রই ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে।" কয়েক দিনের মধ্যেই গঙ্গাতীরে কুকুরটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। (১) কলিকাতায় 'ভারত-আশ্রমে' অবস্থিতিকালে এক গভীর রাত্রে তন্দ্রাবস্থায় বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন; বোধ হয় তিনি যেন সেই অবস্থাতেই স্নান করিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিকট স্বপ্নে প্রায়ই আবির্ভূত হইয়া উপদেশ দিতেন। কুম্ভমেলায় জনৈক গুজরাটী দীর্ঘজীবী সাধু বিজয়কৃষ্ণকে বলেন যে তিনি অদ্বৈতাচার্যকে গুজরাটে জীবিতাবস্থায় দেখিয়াছেন এবং ইঁহার এক খণ্ড গীতা তাঁহার নিকট আছে। বৃন্দাবনে চৈতন্যদেব এবং কুম্ভমেলায় নিত্যানন্দ বিজয়কৃষ্ণকে দর্শন দেন বলিয়া লিখিত আছে। এইরূপ দিব্য দৃষ্টি ও শ্রুতি তাঁহার জীবনে কত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনুরূপ সাধক কুকুর ও বৃক্ষের কথা তাঁহার জীবনীতে আরও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়; সিদ্ধ চরণদাস বাবাজীর জীবনীতেও এইরূপ কুকুরের কথা লিখিত আছে। বাব্‌লায় অন্য সময় মৃত্তিকা-খননে সুদীর্ঘ কঙ্কাল (শ্রীঅদ্বৈতের বলিয়া জনশ্রুতি) বাহির হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের দেবসেবায়

(১) অমৃত ও নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ব্যবহৃত ও মৃত্তিকা-খননে প্রাপ্ত কতিপয় দ্রব্য চাক্‌ফেরা গোস্বামী-বাটীতে সংরক্ষিত আছে। মহকুমা-হাকিম কবিবর নবীনচন্দ্র সেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পূর্বাশ্রমের স্থাননির্ণয়ের মানস করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্থানান্তরিত হন ; প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বেও এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতের মন্দিরে এক বাবাজী ছিলেন, এবং তিনি মন্দির সহ গঙ্গাগর্ভে লয়প্রাপ্ত হন এইরূপ জনশ্রুতি।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে অবস্থিতিকালে বিজয়-কৃষ্ণ তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণীর ইচ্ছামত (নিম্নে দ্রষ্টব্য) ইঁহাকে উপদেশ দেন, "যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে নামে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন, তাই আপনারা গ্রহণ করুন। সদাসর্বদা নাম ক'রবেন।" ইনি নাম শ্রবণমাত্র দর্শনলাভ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হন, প্রাণায়াম দেখিবারও অবসর হয় না। সন্ধ্যার সময় বিজয়কৃষ্ণ ইঁহাকে প্রাণায়াম দেখাইতে উপরে লইয়া গেলে, ইনি বলেন, "শান্তিপুরে সিঁড়িতে আমি যাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলেম, 'পাকাদাড়ী লালমুখ',—আজ তাকেই তো দেখলাম।" তিনি ইঁহাকে বলেন, "তুমি ভাগ্যবতী ; এই যে 'পাকাদাড়ী লালমুখ' তিনি অদ্বৈত প্রভু ; সেই সময়েই তোমাতে শক্তি সঞ্চার ক'রেছিলেন ; আমি ত তখন ও সব বিশ্বাস ক'রতাম না—পাষণ্ড ছিলাম!" বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় মৌনাবস্থায় স্থিতিকালে এই সব লিখিয়া প্রকাশ করেন। (১) শিষ্যে এইরূপ শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ বিজয়কৃষ্ণের জীবনীতে অন্য বহু স্থলে প্রাপ্ত

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ

হওয়া যায়। ৺শ্যামসুন্দরকে তিনি একবার বলেন, "আমাকে কালাপাহাড়ও তুমি করিয়াছিলে, আবার ফিরাইয়া আনিয়াছও তুমি; ভাঙ্গিলেও তুমি, গড়িলেও তুমি।" শ্রীঅদ্বৈতের পাকা দাড়ীর উল্লেখ আরও কতিপয় স্থলে দৃষ্ট হয়।—

"অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥" (১)

'প্রবল লোম বক্ষসম।' (২) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার গ্রন্থে (৩) শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ অঙ্কিত চিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন।

তখন নীলক্ষেত্র লইয়া শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ মতিবাবু ও চট্টোপাধ্যায়দের মধ্যে দাঙ্গা হইত। একবার বালক বিজয়কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত কচুবনে এইরূপ নকল যুদ্ধের অভিনয় করেন; তাহাতে তিনি কাঁসারীদের একটি বালককে ছুরি দ্বারা আহত করেন। তিনি তখন মাতার কাছে অপরাধ স্বীকার করিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকেন, এবং প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া গিয়া আরোগ্য পর্যন্ত উক্ত বালকটির তত্ত্বাবধান করেন। বালক বিজয়কৃষ্ণ খাদ্য চুরি করিয়া খাইতেন; এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

---

(১) জয়গোপাল গোস্বামী—গোবিন্দ দাসের করচা (২য় সংস্করণ); এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে; সংহতি, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ—মাঘ।

(২) গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৪১ (১ম সংস্করণ); (৩) বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৫৭; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩২৫ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

খাদ্যের ভাগ বলপূর্বক বা ছলনা দ্বারা কাড়িয়া লইতেন। তিনি প্রতিবেশীর কুকুর, বিড়াল, পাখী, বৃক্ষের ফল প্রভৃতি আত্মসাৎ করিতেন। পথে গর্ত করিয়া উহা লতাপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন, এবং দুই ধারে রজ্জু ধরিয়া তিনি সঙ্গীদের সহিত বসিয়া থাকিতেন; ছানাওয়ালীরা যাইবার সময় অন্ধকারে আপনাআপনি কিম্বা উঁহারা রজ্জু ধরিয়া টানিলে গর্তের ভিতর পড়িয়া যাইত, কিন্তু সঙ্গীরা ছানা কুড়াইয়া খাইলেও তিনি উহা খাইতেন না, এবং ছানাওয়ালীরা কাঁদিলে মার কাছ থেকে পয়সা লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দিতেন। (১) তিনি দলবল লইয়া ক্ষেতে গিয়া মটরশুঁটি খাইতেন।

মধ্যাহ্নে ভোগরন্ধন হইতেছে এমন সময় এক দিন বালক বিজয়কৃষ্ণ 'কালনা হইতে বিড়াল আনিয়া দিতে হইবে' বলিয়া আব্দার ধরেন। তিনি রাগিলে কূপে গোকঙ্কাল নিক্ষেপ করিতেন। তিনি শেষ রাত্রে আব্দার ধরিতেন যে প্রতি হাতে ডবল পয়সার মাপের বড় সন্দেশ দিতে হইবে। কম্বল মুড়ি দিয়া ভয় দেখাইলে তিনি দুগ্ধপান করিতেন। বৃক্ষ হইতে লোকের (২) গায়ে থুথু ফেলিতেন বা প্রস্রাব করিয়া দিতেন। গঙ্গাস্নানকালে ডুব দিয়া লোকের (সমবয়স্কা বালিকাদের পর্যন্ত) পা ধরিয়া টানিতেন, এবং তাহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন; মহিলাগণ গঙ্গাপূজোপলক্ষে নৈবেদ্যাদি লইয়া গেলে, তিনি

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ; অমৃত ও নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ
(২) 'দুষ্ট লোকের'—অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

সহচরগণ সহ উহা লইয়া পলাইতেন। মুখরা স্ত্রীলোকগণের অনুকরণ করিয়া কলহ ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি করিতেন, এজন্য তাহারা তাঁহার সম্মুখে পুনরায় কলহ করিতে সাহস পাইত না। কলহ হইলে তিনি বিপরীত পক্ষীয় বালকদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেন। প্রতিবেশী তাঁতীকে 'তাঁতী তাঁত বুন্‌তে মন, দুটো কেষ্টো কথা শোন্' বলিয়া খেপাইতেন। (১)

তিনি বাল্যকাল হইতেই শান্তিপুরে সদলে বিভিন্ন স্থানে দেববিগ্রহদর্শনে বাহির হইতেন, এবং উৎসবাদিতেও যোগ দিতেন। একবার তিনি কালনায় ঝুলন দেখিবার জন্য দলবল সহ গমন করেন; তাঁহারা শান্তিপুর হইতে নৌকা অপহরণ করিয়া লইয়া যান; ঝড়বৃষ্টির দরুণ নিজেরা অপারগ হওয়ায়, বিজয়কৃষ্ণ কালনার মাঝিকে তুষ্ট করিয়া তাহার নৌকায় শান্তিপুর আসেন; এবং অনুতপ্ত হইয়া শান্তিপুরের মাঝিদিগকে পয়সা দিয়া অপরাধ স্বীকার করেন; পরে নৌকাখানির সন্ধান পাওয়া যায়। (২)

প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তদানীন্তন শান্তিপুর মহকুমার কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার অশ্বশালায় কতিপয় অশ্ব থাকিত। এক দিন বালক বিজয়কৃষ্ণ কতিপয় সঙ্গীর সহিত সেখান হইতে ঘোটক অপহরণ করিয়া ভ্রমণে বাহির হন। ধরা পড়ায় সকলে পলায়ন করে, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ; জগদ্বন্ধু ও অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ
(২) বালক বিজয়কৃষ্ণ; নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

নির্ভীকচিত্তে ডেপুটীবাবুর নিকট সত্য কথা স্বীকার করেন। তজ্জন্য ঈশ্বরবাবু সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহার অনুমতি লইয়া অশ্বারোহণ করিতে বলেন, এবং বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় যাইলে তাঁহাকে নিজে অশ্বারোহণ করাইয়া দিতেন। অনুরূপ ঘটনা মালিপোতার জমিদার অম্বিকাবাবুর সহিতও ঘটে, এবং তিনি বালকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি অশ্ব দান করেন। সঙ্গীরা অন্যের ঘোড়া ধরিয়া তাহাকে খাইতে না দিয়া কয়েক দিন 'কুচুই বনে' (বা গোঁসাই বাগানে) রাখিয়া দিত; আর তিনি গিয়া ঘোড়াকে খাবার দিয়া আসিতেন; পেসা ধোপা এই অপহরণ কার্যের সর্দার ছিল। (১)

এক দিন বালক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের পূর্বোক্ত প্রথিতনামা জমিদারের গৃহে কোন কারণে গমন করেন। তখন একটি দরিদ্র প্রজার বুকে বাঁশ দিয়া দলন করা হইতেছিল, আর তার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন হইতেছিল। (২) এমন সময় বিজয়কৃষ্ণ বলিয়া উঠেন, "তুমি ডাকাত! লোকটি যে কষ্টে ম'রে গেল! তোমার প্রাণে লাগছে না? ভাল চাও, এখনই একে ছেড়ে দাও।" এই বলিয়াই তিনি মূর্ছিত হন। লোকটিকে তখনই মুক্তি দেওয়া হয়। পরে বালকের মূর্ছা অপনোদিত হইলে ভূস্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার এত সাহস! আমার

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ; নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(২) অমৃতবাবু তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে এই কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ ওখানে যান।

সামনে ওরূপভাবে বলিতে ভয় পাইলে না?" বালক উত্তর করেন, "ভয় কি? আমি ত ঠিকই বলিয়াছি! জান না আমি গোঁসাইদের ছেলে?" আর এক দিন উক্ত ভূস্বামী এক বিধবার উপর নানা উৎপীড়ন করেন,—তাঁহার সর্বস্ব লুঠ করিয়া অন্নব্যঞ্জন সমেত রন্ধনের হাঁড়ি পর্যন্ত লাথি মারিয়া নষ্ট করিয়া দেন। বিধবার শাপে এবং নানা পুঞ্জীভূত কারণে উক্ত ভূস্বামীর সর্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়, তাঁর বিধবারও অনুরূপ দুর্দশা হয়, এবং তিনি নিজেও কারাগারে রোগাক্রান্ত হন, এবং মুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (১) বিজয়কৃষ্ণ নিজে আর একটি অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—শান্তিপুরের শিবচন্দ্র ও কালীচন্দ্র দুই ভাই অতি দুর্দান্ত ছিল; তাহাদের উপদ্রবে লোক অস্থির হইয়া পড়ে; ধনীর ধন অপহরণ, স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচার তাহাদের নিত্যকর্ম ছিল; শেষে সর্বস্ব নিলাম হইয়া যায়, এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাপনের পর অতি কষ্টে তাহাদের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হয়। (২)

বালক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে দুর্নীতিনিবারক সমিতির প্রবর্তক ও নেতা ছিলেন। তখন প্রকাশ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচার চলিত। এই সমিতি হইতে প্রথমে উপদেশ, পরে প্রয়োজনমত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হইত। এক দিন একটি বন্ধু বিজয়কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য মুখে মদ্য মাখিয়া

(১) সোমপ্রকাশ, ১৬, ২৩।৩।১২৭০; যুবক, ১৩৪০ ।, পৃঃ ৩৮
(২) সদ্গুরুসঙ্গ; নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

আসেন ; বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার ও চপেটাঘাত করেন, এবং তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন ; অতঃপর সেই বন্ধুটি শান্তিপুর হইতে নিরুদ্দিষ্ট হন ; তিনি ১২।১৩ (১) বৎসর পরে সন্ন্যাসীবেশে শান্তিপুর আসিয়া বিজয়কৃষ্ণের সহিত দেখা করেন,—তখন তিনি পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব ; তিনি কিছু দিন পরে আবার চলিয়া যান। (২) বালক বিজয়কৃষ্ণের এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সহধর্মিণী থাকিতেও বাটীতে উপপত্নী আনিয়া রাখে ; অনুরোধে কার্য না হওয়ায় এক দিন তিনি দলবল সহ 'মার্, মার্' শব্দ করিতে করিতে যাইয়া উহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। একবার তিনি একটি অসৎ বালককে গঙ্গাগর্ভে লইয়া গিয়া জলমজ্জনের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার চরিত্র সংশোধন করেন। তিনি রাসোপলক্ষে সদলে নারী-রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন। তিনি টোল হইতে আসিয়া মাতাকে না দেখিলে বাটী প্রবেশ করিতেন না, কারণ সে সময়ে একটি দুশ্চরিত্রা পরিচারিকা তাঁহাদের বাটীতে থাকিত। উত্তরকালে একবার রাস দর্শন করিয়া প্রিয় শিষ্য শান্তিপুরবাসী ৺লালবিহারী বসুকে বলেন, "এত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন নারীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না।" তিনি লিখিয়াছেন, "স্ত্রীলোক আমার গর্ভধারিণীর বংশ, স্ত্রীলোক আমার ভক্তির পাত্র। একটি

(১) অমৃতবাবু তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে '২৫' লিখিয়াছেন।

(২) বঙ্কবিহারী কর—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

স্ত্রীলোক দেখিলে আমার জননীকে মনে হয়। তথাপি আমার এই অপবিত্র দুষ্ট চক্ষু একটি স্ত্রীলোকের মুখের শোভা দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়াছিল। সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—যতদিন চক্ষু ভদ্র না হইবে, আমি জননীগণের পাদপদ্ম দর্শন করিব।" (১) পঞ্জাবে এই ঘটনা ঘটে; সে সময় তিনি আত্ম-হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। দীক্ষাদানে অনুমতিপ্রাপ্ত একজন শিষ্য নিজের প্রতিকৃতি-পূজায় মৌন সম্মতি দেওয়ায় এবং স্ত্রীলোক শিষ্যা দ্বারা পাদসম্বাহনাদি করায়, বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে বর্জন করেন। স্ত্রীশিষ্যা সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর বিধি ছিল। একবার তিনি ভ্রাতৃবধূকে পর্যন্ত চিনিতে পারেন না, কারণ তিনি পূর্বে তাঁহার মুখ দেখেন নাই। ইন্দ্রিয়সংযম, বীর্য্যরক্ষা, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসাপালন প্রভৃতি তাঁহার উপদেশের সারমর্ম, এবং তিনি বলেন যে 'শ্বাসপ্রশ্বাসে নামগ্রহণ' দ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয়-সংযমের সহায়তা হয়। তিনি স্ত্রীকে ধর্মপত্নীরূপেই দেখিতেন, এমন কি, বৃন্দাবনে ইঁহার গুরুতর অসুখের সময়ও তিনি ব্যস্ত হইয়া সাধনের নিত্যকর্ম ত্যাগ করেন নাই; কন্যা প্রেমসখীর মৃত্যু-সময়েও তাঁহার এইরূপ মায়াধীশতা ও নির্লিপ্ততার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। (২) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশের পর তাঁহার এই ভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (৩) এই প্রসঙ্গে

(১) আশাবতীর উপাখ্যান (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৪ কার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭৪-৬
(৩) মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—রামকৃষ্ণ-কথামৃত. ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১১১-২ (২য় সংস্করণ)

৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আত্মবিবরণ (১) উল্লেখযোগ্য ; তিনি কতিপয় স্থলে নিজসম্বন্ধীয় অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয় ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনীতেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্তমূলক স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়।

বাং ১২৭২ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে শান্তিপুরে একটি স্ত্রীলোক সম্পর্কীয় ঘটনা ঘটে। বিজয়কৃষ্ণ এসময়ে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। এখানে স্মর্তব্য যে দক্ষিণতলবাহিনী ভাগীরথীর সহিত শান্তিপুরের অনেক কাহিনী জড়িত আছে তখন স্ত্রীলোকেরা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া স্নানে যাইত এবং উহাদের পৃথক্ ঘাট ছিল না। এজন্য তিনি সভা আহ্বান করিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা লইয় পাবনার মোটা কাপড় আনাইয়া সকলের বাটীতে বণ্টন করিয় দেন। ইহাতে মেয়েরা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। একদিন গঙ্গা পথে একজন স্থূলাঙ্গ গোস্বামীকে (২) ভ্রমবশত 'বিজয়কৃষ্ণ মনে করিয়া কতিপয় স্ত্রীলোক 'হারে ডেক্‌রা, তোর এই কাজ বলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হয়। (৩) বিজয়কৃষ্ণ সভ আহ্বান করিয়া অনুসন্ধানানন্তর দোষী নির্ধারিত করিয়া তাহাদে

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ

(২) 'ব্রজগোপাল'—বঙ্কবিহারী ও অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(৩) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; কোন গ্রন্থে 'প্রহার করে' লিখি আছে—ইহা অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়।

বাটীর পুরুষদের অর্থদণ্ড করাইয়া ঐ অর্থ সভার ভাণ্ডারে জমা দেওয়ান। অতঃপর স্ত্রীলোকদের ঘাট পৃথক্ হয়। কোন কোন বার তিনি সঙ্গীগণ সহ কোদাল লইয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটের রাস্তা মেরামত এবং পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের ঘাট পৃথক্ করিয়া দিতেন। পাছে স্ত্রীপুরুষে এক ঘাটে স্নান করে, এজন্য তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া তদারক করিতেন ; ইহাতে কতিপয় দুষ্ট লোক ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে মারিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় না। (১)

বিজয়কৃষ্ণ ১০।১২ বৎসর বয়সে দুই জন সঙ্গী সহ এক সদ্গোপ শিষ্যের বাটী গমন করেন। ইতিপূর্বে কর্তাগোঁসাইদের প্রার্থিত ৩০০৲ টাকা না দেওয়ায়, শিষ্যটির ধোপানাপিত বন্ধ করা হয়। তজ্জন্য এবার ইঁহাদিগকে দেখিয়া সে প্রথমে লুকাইয়া থাকে। পরে বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে আনাইয়া প্রবোধ দেন, এবং ধোপানাপিত ডাকাইয়া উহার ভদ্রবেশের ব্যবস্থা করেন। তখন সে ৫০০৲ টাকা দিতে চায়, এবং তিনি উহা না লওয়ায় সে গোপনে উহা সঙ্গী অধিকারীর হস্তে দান করে। এই টাকা পাওয়ায় কর্তাগোঁসাইদের ক্রোধ প্রশমিত হয়। (২)

নয় বৎসর বয়সের সময় এক ভজনানন্দী বৈষ্ণব কোন কর্মোপলক্ষে তাঁহাদের বাটীতে প্রসাদ পাইতে আসে। সকলে তাহাকে ক্রমাগত অপেক্ষা করিতে বলায় এবং বেলা অধিক

---

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ

(২) বিজয়া, ১৩২১ শ্রাবণ, পৃ ১০০৪ ; নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

হইয়া যাওয়ায়, সে ক্ষুণ্নমনে চলিয়া যায়। তৎপরে বালক বিজয়কৃষ্ণ দেড় মাইল পথ রৌদ্রে নগ্নপদে হাঁটিয়া তাহার বাটীতে প্রসাদ দিয়া আসেন। তিনি তার পরও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপে তাহাকে প্রসাদ দিয়া আসিতেন।

শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী গোলককিশোর গোস্বামী, অধ্যাপক বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ (আনন্দকিশোর ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন) ও রামরক্ষিত মিত্র বালক বিজয়কৃষ্ণের এইরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তির অনেক কথা বলিয়াছেন। (১) এখানে উল্লেখযোগ্য যে শান্তিপুরের ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বিজয়কৃষ্ণের পরম বন্ধু ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের পথে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে জলসত্রোপলক্ষে নিজে পথিককে পানীয়াদি দিতেন। একবার গঙ্গাস্নানের যোগের সময় শান্তিপুরে বিসূচিকার আক্রমণ হয়; গঙ্গাতীরে একটি স্ত্রীলোক বিসূচিকাগ্রস্ত পুত্রকে লইয়া অসহায় অবস্থায় পতিত হয়; বিজয়কৃষ্ণ শিবিকা করিয়া উহাদিগকে ৺শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে আনয়ন করেন, এবং কয়েক দিনের সেবা শুশ্রূষায় বালককে নীরোগ করিয়া বিদায় দেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন যে দরিদ্রের অভাবমোচন, সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার,—এই সব বিজয়কৃষ্ণের কার্য ছিল। একবার তাঁতীপাড়ায় আগুন লাগিলে তিনি ও তাঁহার দল উহা নির্বাপণ করেন। আর একবার বাঁওড়ের (ভাগীরথীর

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ

পুরাতন খাত) বাঁধ কাটার সময় তিনি একটি জলমগ্ন বালককে উদ্ধার করেন। তিনি একবার বাঁটুলবিদ্ধ মৃত ঘুঘু পক্ষীর প্রতি করুণা দেখাইয়া শিকারী পান্তু ঘাসীর শিকার বন্ধ করেন ; জয়গোপাল গোস্বামী যখন রাম, বিজয়কৃষ্ণ ও গ্রহপতি ধর্মাচার্যের সহিত ৺মদনগোপালের নাটমন্দিরে যাইতেছিলেন, তখন এই ঘটনা ঘটে ; প্রসিদ্ধ ৺পীতাম্বর তর্কবাগীশ জজ্ ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের কাতর আর্তনাদ ও পক্ষীটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিয়া আর্দ্রনেত্র হন। তিনি কুকুর, বিড়াল, পায়রা প্রভৃতি পশুপক্ষীকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন, এবং ছাদে পক্ষীদের জন্য ধামায় করিয়া প্রচুর ধান্য রাখিয়া দিতেন। তিনি পরিচারিকার মুখে শুনিয়া পল্লীর দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগকে খাদ্যপথ্য দিয়া আসিতেন। তিনি দুঃস্থকে বস্ত্র, পিরাণ, দোলাই, চাউল প্রভৃতি নানা দ্রব্য দিয়া সাহায্য করিতেন।

তাঁহার বাল্যকালে শান্তিপুরে শ্যামা ক্ষেপা নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইনি অকস্মাৎ গৃহস্থের বাটী আবির্ভূত হইয়া ভোজন করিতে চাহিতেন। রন্ধনের নিয়মে কোন দোষ থাকিলে ইনি বলিয়া দিতেন, এবং ঠাকুরের ভোগে সে অন্ন লাগে নাই বলিয়া নিজেও না খাইয়া চলিয়া যাইতেন ; এমন কি, স্ত্রীলোক অশুচি অবস্থায় রন্ধন করিলে ইনি তাহা বলিয়া দিতেন। একই সময়ে ইঁহাকে পুরীতে ও শান্তিপুরে দেখা যাইত। বিজয়কৃষ্ণকে দেখিলে ইনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে

ধরিয়া ফেলিতেন, এবং ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বলিতেন, "কাল কুচকুচে, লাল টুকটুকে, সাদা ধপধপে, আর এই হ'লদে কি রে ভাই ?"; বলিয়াই দৌড়িয়া পলাইতেন। (১) "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবতের (২) এই শ্লোক এই সূত্রে দ্রষ্টব্য।

---

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ (২) ১০।৮।৯



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মজীবন

নগরেতে চ'লে যেতে,
 পাড়ার লোকে কতই না কয়।
আমি, পরের মন্দ—পুষ্পচন্দন,
 অলঙ্কার প'রেছি গায়॥

—বাউল সঙ্গীত

বিজয়কৃষ্ণ প্রথম বয়সে বগুড়া অঞ্চলে শিষ্যবাটী যাইতেন। সেখানে কতিপয় ব্রাহ্মের সহিত আলোচনায় তাঁহার সনাতন বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৮।১৯ বৎসর। একদিন আমলাগাছির জমিদার-কর্ত্রী জয়তারা চৌধুরাণী শান্তিপুরে তাঁহাদের 'যুগল' পদ পূজা করিতেছিলেন, হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণের মনে হইল যে তিনি নিজে উপযুক্ত না হইলে কি করিয়া অন্যের গুরু হইতে পারেন। আর একদিন বরিশালের গোপীনাথ-পুরে জমিদারী পরিদর্শনকালে পথিমধ্যে দৈববাণী হয়, 'বিজয়, পরলোক চিন্তা কর।' তিনি এই সময় কলিকাতায় আদি-ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। তাহার পর শান্তিপুরে আসিয়া জাতিভেদ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে, তিনি জাতিভেদ মানেন না

এই কথা বলায় একটি একাদশবর্ষীয় বালক তাঁহাকে বলে, "তবে আপনার উপবীত রহিয়াছে কেন ?" এই কথায় তিনি তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করেন ; কিন্তু মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে উহা পুনরায় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহাদের কুলপুরোহিত নসিরাম শিরোমণির পুত্রদ্বয়—রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায়, হিন্দুধর্মের দৃঢ়তায় তাঁহার বিশ্বাস শিথিলতর হয়। কিছুকাল পরে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হিতসঞ্চারিণী সভার সভ্য ছিলেন ; যে দিন এই সভার আলাচনায় সাব্যস্ত হয় যে সত্য বোধ অনুযায়ী আচরণ না করা কপটতা, বিজয়কৃষ্ণ সেই দিন পুনরায় উপবীত ত্যাগ করেন ; এই ঘটনা হয় বাং ১২৬৮ সালে, তখন তাঁহার বয়স একবিংশতি বৎসর। এই উপবীত-ত্যাগের অব্যবহিত কারণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"বাগাঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।...প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি কহিলেন, 'উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ।' কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য করেন কেন ?'...কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত তিনি যোগ

দিবেন না।" (১) প্রাণনাথবাবুর বাটীর মেয়েরাই প্রথম প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করেন; ইঁহারাই বঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার অগ্রদূত। প্রাণনাথবাবু শান্তিপুরে ১২৬৪ হইতে ১২৮৮ পর্যন্ত ওভারসিয়ারের কার্য করেন; ইঁহার কন্যা শান্তিপুরবাসিনী সুলেখিকা রাজলক্ষ্মী দেবী ও ইঁহার দৌহিত্র বহু গ্রন্থপ্রণেতা সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী; পূর্বলিখিত কিশোরীলাল মৈত্র রাজলক্ষ্মী দেবীর নামকরণ করেন; বিজয়কৃষ্ণ রাজলক্ষ্মী দেবীকে গৃহে অধ্যয়ন করাইতেন, এবং তিনি শান্তিপুরে প্রাণনাথের শ্রাদ্ধের সময় আচার্য হইয়াছিলেন। (২) "যশোহর জেলার অন্তর্গত বাঘঁাচড়া নামক একটি পল্লীগ্রামে হালদার ও মল্লিক উপাধিধারী কয়েক ঘর পিরালী ব্রাহ্মণকে সাধারণের ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হইয়া বাস করিতে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়, নিজের স্বাভাবিক প্রেম ও ভক্তিপ্রবণতা গুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা ও সঙ্কীর্তন দ্বারা অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগকে ধর্মের মধুরতা পানে সক্ষম করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের পুত্রকন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তিময় চরিত্রপ্রভাবে বাঘঁাচড়াবাসী

(১) বিপিনচন্দ্র পাল,—প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ (গ্রন্থ); প্রবর্তক, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ১১০, ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৬

(২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

লোকসকল ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক পতিত ও অস্পৃশ্য অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।" (১) বিজয়কৃষ্ণ এই গ্রামে স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া এক বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার করেন। যাহা হউক্, এ সময় বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের 'সঙ্গত-সভা'য় যোগদান করেন। উপবীতত্যাগের পর তিনি শান্তিপুর আসিলে তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণী তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। সে সময় বাটীতে লক্ষ্মীপূজা হইতেছিল। মাতা উপবীত আনয়ন করিয়া দেবীর সম্মুখে পুত্রকে উপবীত গ্রহণের জন্য উপরোধ করেন। পুত্র বলেন, "যদি আমাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি কর, তবে আমি প্রাণ বিসর্জন করিব," এবং এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। অতঃপর মাতা ক্ষান্ত হন। কিন্তু বাটীর বাহিরে তাঁহার উপর নানারূপ নির্যাতন হইতে থাকে। তিনি পথে বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে গালা-গালি দেয়, এবং তাঁহার গাত্রে ধূলি ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে। তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া গায়ে 'রাব্ গুড়' (ঝোলা গুড়) মাখাইয়া বোলতা লাগাইয়া দেয়। (২) সকলে তাঁহার উপর প্রহারোদ্যম করে; গায়ে গোবরগোলা ঢালিয়া দিয়া ছেঁড়া জুতার মালা গলায়

(১) ত্রৈলোক্যনাথ দেব—অতীতের ব্রাহ্মসমাজ। মল্লিকেরা পিরালী ছিলেন না, কারণ শুনিয়াছি তাঁহারা ঐ সংস্রবের ভয়েই পূর্বাবাস ত্যাগ করিয়া বাঁচড়ায় আসেন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) বঙ্কবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

পরাইয়া দেয় ; কিন্তু তিনি পাছে মায়ের মনে কষ্ট হয় ভাবিয়া অবিকৃতচিত্তে পয়ঃপ্রণালীতে গাত্র ও বস্ত্র ধৌত করিয়া বাটী যান। (১) তিনি এক দিন কোন গোস্বামীবাটীতে কীর্তন শুনিতেছেন, এমন সময় ছাদের উপর হইতে তাঁহার গলা লক্ষ্য করিয়া কেহ জুতার মালা নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহা অন্য এক জন গোস্বামীসন্তানের গলায় পড়ে ; অপর এক দিন তিনি কীর্তন-শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া হাস্যক্রন্দনাদি করিতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া চিম্‌টা পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তখন ও সব কিছুই অনুভব করেন না। (২) মনে হয়, এই সব বর্ণনায় অতিরঞ্জন আছে। শান্তিপুরস্থ ব্রাহ্মেরাও সে সময় তাঁহাকে উন্মাদ মনে করে। (৩) ব্রজগোপালের ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। গোস্বামীনেতারা তাঁহাকে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন, এবং তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাঁহাকে হত্যার সঙ্কল্প পর্যন্ত করা হয় ; পূর্বলিখিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী বাধা দেওয়ায় উহা কার্যে পরিণত হয় না। (৪) কেবল পূর্বলিখিত ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, এবং তজ্জন্য ইনি অপদস্থ হইয়া তাঁহাকে লইয়া সাঁতরাগাছি গমন করেন। ইহার কিছু আগে তিনি যখন পত্নীকে সামিজসায়াগাউন ও মোজাজুতা পরাইয়া শান্তিপুরে আনেন, তখনও বালিকার উপর লাঞ্ছনা-

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ
(৩) জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪) হরিদাস বসু—সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব

গঞ্জনা হয় (১) উল্লিখিতরূপ নির্যাতন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের সময়ও তাঁহার উপর হয় ; এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ তাঁহাকে সুনজরে দেখেন না। একবার কালীকচ্ছ গ্রামের রামদুলাল নন্দীর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে তিনি সনাতনীদের হাতে কানমলা খান। (২) বহু মহাপুরুষের জীবনীতে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশভোগ দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ কিছু দিন শান্তিপুরে থাকিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে); তদানীন্তন ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নাজির গোবিন্দচন্দ্র বসু, আদালতের কর্মচারী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল অঘোরনাথ ঘোষ ও মতিলাল মৈত্র প্রভৃতির চেষ্টায় উক্ত সমাজ স্থাপিত হয়। ক্ষেত্র বাবু এই সমাজ হইতে 'রঙ্গভূমি' (১২৭২, এক বৎসর চলে) নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন (৩), এবং উক্ত সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন ; ইঁহার চেষ্টায় উহা দিন দিন উন্নতির পথে যাইতেছিল, কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তিনি স্থানান্তরিত হন। মতিলাল মৈত্র অবশ্য সনাতনপন্থীই ছিলেন। উক্ত সমাজ মতিগঞ্জে জমিদার মতি বাবুর কুঠীবাটীতে বসিত। প্রথম প্রথম শ্রোতার অভাবে দুই পয়সার লোভ দেখাইয়া চণ্ডুখোরদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; ভারতবর্ষ, ১৩২৪ কার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭২

(২) ভারতবর্ষ, ১৩২৪ কার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭৩ (৩) যুবক, ১৩৩৫ ভাদ্র, পৃঃ ৩৯ ; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

করা হইত। (১) শান্তিপুরে তখন আফিং, গাঁজা, চণ্ডু, গুলি, মদ্য প্রভৃতির ব্যবহার দূষণীয় ছিল না; বেশ্যা রাখা গৌরবের বিষয় ছিল; এবং লোকে ভগবান্ বা ধর্মের প্রসঙ্গ গ্রাহ্য করিত না; ব্রাহ্মেরা নেশাখোরদিগকে ১।২।৩ আনা দিয়া উপাসনালয়ে আনিবার ব্যবস্থা করেন; প্রথম কয়েক দিন উপাসনাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইতে থাকে; তাহার পর এক দিন সেখানে উপস্থিত এক বৃদ্ধ নেশাখোর হাই তুলিতে তুলিতে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠে, 'আঃ, কি অপূর্ব জ্ঞান লাভ ক'রলাম'; আর এক জন আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে বলে, 'যা বল্লি, ভাই, আমারও ঐ কথা'; মিট মিট করিয়া চাহিয়া আর এক জন বলে, 'উপাসনা তো হ'য়ে গেল, আর কেন? চল্ না, এখন আনন্দ করি গিয়ে'; এইবার সকলে বাহির হইয়া পড়ে। কিছু কাল গত হইলে পয়সা দেওয়া বন্ধ হয়; পরে মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে বহু চেষ্টায় পূর্বলিখিত দুর্নীতিমূলক কার্যগুলি অনেকটা নিবারিত হয়। (২) শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের অপর দিক্‌ও আছে। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজেরও মন্দ দিক্ ছিল। (৩)

আচার্যের জাতিভেদ রহিতকরণ প্রভৃতি নানা কারণে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সহিত মতান্তর হওয়ায়, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় (নববিধান) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; বিজয়কৃষ্ণও তাঁহার দলে যোগ দেন। কেশবচন্দ্রের 'ভারত-আশ্রমে' বিজয়কৃষ্ণ ও

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ
(৩) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৯৬০

অঘোরনাথ শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং উহাতে বিজয়কৃষ্ণের পরিবার-বর্গ কিছু দিন থাকেন; তৎপরে তাঁহার শাশুড়ী মুক্তকেশী ভাদুড়ী ও স্ত্রী বেলঘরিয়াস্থ কেশব-কাননে যাইতে চাহিলে বিজয়-কৃষ্ণ নিষেধ করেন, কারণ তিনি নরপূজার বিরোধী ছিলেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য),—কিন্তু ইঁহারা তখন বিজয়কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত, কেশবচন্দ্রের এতই প্রভাব; এই ব্যাপারে যোগমায়া দেবীর মৌন সম্মতি ব্যতীত অন্য কিছু লিখিত নাই। তৎপরে, কোচবিহার-বিবাহ উপলক্ষে বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নববিধান ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সেখানে বিজয়কৃষ্ণের শাশুড়ী সেবাব্রত, অঘোরনাথ জ্ঞানযোগ এবং বিজয়কৃষ্ণ নিজে ভক্তিযোগ অভ্যাস করেন। রামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। (১) বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরূপে কার্য করিয়াছেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। "ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ নিজে প্রেমে ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে অপূর্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়াছিলেন।...ইঁহারা নিজ নিজ চাকরী, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ পূর্বক দৈন্য ও কষ্টকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ...অতীত কালের ধর্মপ্রচারকগণ কেবল-

(১) রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৪ (৫ম সংস্করণ)

মাত্র ধর্ম প্রচার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না ; তাঁহারা নরনারীর সেবার জন্যও জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র বেহালায় মহামারী-জ্বরের সময় বিজয়কৃষ্ণ, কান্তিবাবু ও ডাঃ দুকড়ি ঘোষকে সেবা ও চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ...এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া হৃদ্‌রোগ প্রকাশ পাইল। ডাঃ অন্নদাচরণ কাস্তগীর মহাশয় তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগেও যখন আশু ফল দেখিতে পাইলেন না, তখন মরফিয়া ঔষধ ভিতরে প্রবেশ ও সেবন করাইয়া পীড়ার কিছু উপশম করিলেন। ...এই পীড়া আমৃত্যু তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল।...প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতাস্থ রাধানাথ মল্লিকের লেনের বাসায় আসিয়া কেবলমাত্র ডুমুটী ফুল ভাজা ও তেঁতুলগোলা জল দিয়া অন্নাহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ...বিজয়কৃষ্ণ কোন সময়ে আসামাঞ্চলে প্রচারের জন্য বহির্গত হইয়া রাস্তায় কোন স্থানে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া একটি পুষ্করিণী হইতে একটু কর্দম তুলিয়া উদর পূর্ণ এবং পরে জল পান করিয়া পথশ্রান্তি নিবারণ করিয়াছিলেন। ...তিনি প্রথমেই আদিব্রাহ্মসমাজে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া লেবুতলার ৺কালীনাথ দের বাটীতে, এবং রামকৃষ্ণপুর, সাঁতরাগাছি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ও শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা চতুর্দিকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

(১) বঙ্কবিহারী বাবু এই প্রচারকার্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।
(২) কতিপয় অরসিক অহম্মূর্খ বিজয়কৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি লিখিতরূপ মরফিয়া সেবনের জন্য হইত এইরূপ বলে। অনাহার, অনিদ্রা, ভিক্ষা, অপমান প্রভৃতি নানারূপ ক্লেশ এই প্রচার-কার্যের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ নিজের ধর্মজীবনের গতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি।...অনেক বিপদ্ আপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্যলাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যানধারণাদি করিতে শিখিলাম ;—এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না ; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না।... দেখি যে, জীবনে প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে জানিতে না পারিলে, সকল প্রকার পাপই আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ···ব্রহ্মলাভ ও দিন-যামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত ইহার আর কোনও উপায়ই নাই।··· তখন নানাস্থানে ঐ ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক জন শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধুর সহবাসে

(১) অতীতের ব্রাহ্মসমাজ (পৃঃ ৫, ১৬, ৩৭-৮, ৪২-৩)
(২) মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত

প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম। তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাতেও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। ···অঘোরপন্থীদের কাছে গেলাম ; তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিক-দিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী-সকলের নিকট গেলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্বতে, এক জন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।" (১)

উল্লিখিত মহাত্মার নাম পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ ; তিনি মুক্তিনাথের সাধুসঙ্ঘের নায়ক ছিলেন, মানসসরোবরতীরে বাস করিতেন এবং সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতে পারিতেন। বাং ১২৮৯। ৯০ সালে তাঁহার নিকট এইরূপ দীক্ষা গ্রহণানন্তর বিজয়কৃষ্ণ (=স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী) এক বৎসর নির্জন সাধনা

(১) যোগসাধন

করেন। বিজয়কৃষ্ণ যখন একান্তমনে গুরু অন্বেষণ করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে মুঙ্গেরের এক সাধু তাঁহাকে লইয়া গয়ায় রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে লইয়া যান, সেখানে উক্ত দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন হয়। তিনি দীক্ষার পর প্রায় ১৪।১৫ দিন একরূপ বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় থাকেন; এই সময়ে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তিনি গুরুর আদেশে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়া উক্তরূপ নির্জন সাধনা করেন; সেখানে যন্ত্রণাদায়ক নামাগ্নিতে (পঞ্চ-তপা) কষ্ট পান, এবং গুরুর উপদেশে জ্বালামুখীতে সাধন করিয়া ঐ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পান। তিনি ইহার পরে আকাশগঙ্গায় আসিয়া সাধন করিতে থাকেন, সেখানে তাঁহার গুরুদেব উপ-স্থিত থাকেন; একদিন ইনি তাঁহাকে যোগের বিভূতি দেখান, এবং তাঁহাকে বরাবর পাহাড়ে লইয়া গিয়া তান্ত্রিকদের অদ্ভুত ক্রিয়া ও তাহার সাফল্য দেখিবার সুযোগ করিয়া দেন। তৎপরে তিনি গুরুদেবের আদেশে কাশীর পরমহংস হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গমন করেন। তিনি তথায় ইঁহার ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন; পরে যজ্ঞকুণ্ডে শিখাসূত্র আহুতি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত গৈরিক কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করেন। তিনি এই বেশে আসিয়া শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপিপাসু ব্যক্তি-গণকে উপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, কলি-কাতা ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি হেতু সিটি কলেজে প্রকাশ্য সভায় ৪।২।১২৯৩ তারিখে প্রচারকের পদত্যাগপত্র দাখিল করেন,

এবং সশিষ্যে শান্তিপুর যান। তখন পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন; কিন্তু ঢাকায় পরে অনুরূপ আপত্তি হওয়ায়, তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য), এবং ১২৯৫ সালে জন্মাষ্টমীর দিবস ঢাকার পূর্বাংশে গেণ্ডারিয়ায় স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশে স্বর্গীয়া যোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ইহাতে শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে কমিটীর সভ্য হইবার জন্য যে চিঠি লিখেন তিনি তাহার উত্তর পূর্বলিখিত জগদ্বন্ধু মৈত্রকে দিয়া এইরূপভাবে দেন—"গোস্বামী মহাশয় নিজে কোন চিঠি দেখেন না বা লিখেন না। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য জানিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং যাগযজ্ঞ, তিলকমালা, জটাজুটভস্ম, ব্রতউপবাস কিছুতেই অবজ্ঞা করেন না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্য বস্তু জানিবার জন্য কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্ম জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকট প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন ইহা বিশ্বাস করেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য তিনি বলেন তফাৎ থাকাই ভাল।"

বিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডারিয়া আশ্রমের বাহিরে 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ', এবং ভিতরের দেওয়ালে কতকগুলি উপদেশবাক্য লিখিয়া রাখেন, যথা—

"ওঁ হরিঃ"

য়্যাসা দিন নেহি রহেগা ;
স্বকর্মফলভুক্ পুমান্ ;
আত্মপ্রশংসা করিও না ;
পরনিন্দা করিও না ;
অহিংসা পরমো ধর্মঃ ;
সর্বজীবে দয়া কর ;
শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর ;
শাস্ত্র ও মহাজনদিগের আচারের সঙ্গে যাহা
মিলে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে ;
নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ ।

এই নামব্রহ্ম-পূজায় কীর্তন, পূজা, আরতি, হরির লুট প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন হইত। এখানে তাঁহার অনেক বিভূতিপ্রকাশ দেখা যাইত। তাঁহার যোগশীতল দেহে বিষধর সর্প (পূর্ব-জন্মের সাধক বলিয়া বর্ণিত) প্রায়ই উঠিত এইরূপ লিখিত আছে। বৃন্দাবনেও তাঁহার গাত্রে অগণ্য মশক বসিত, কিন্তু তিনি অহিংসাসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতেন না। এই আশ্রমে পরদিনের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিবার নিয়ম ছিল না ; কিন্তু বেলা ১২।১ টার সময় গরুর গাড়ীবোঝাই আটা, ময়দা,

ঘৃত, চিনি, তরিতরকারী, কলার পাতা, গ্ল্যাস ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইত। (১) অজস্র ব্যয়ে ভাণ্ডার অফুরন্ত এরূপ অন্যান্য স্থলেও দৃষ্ট হইত।

বিজয়কৃষ্ণ এই নামব্রহ্মের উৎসের সন্ধান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন তাহা লিপিবদ্ধ হইল। নিত্যানন্দ প্রভুই প্রথম এই সহজ-সাধ্য পূজার ব্যবস্থা করেন ; এই পূজায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপকরণ, এবং ইহাতে জাতি বা বর্ণবিচার নাই। কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর বাং ১২৭৩ সালে তিনি একবার শান্তিপুর গমন করেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান, কৌমুদীপ্লাবিত সন্ধ্যায় ইষ্টধ্যান ও সৎসঙ্গে তাঁহার কর্মক্লিষ্ট প্রাণ আবার সরস হইয়া উঠে। এ সময় পরম বৈষ্ণব ও কবি ৺হরিমোহন প্রামাণিক (পূর্বে দ্রষ্টব্য) জীবিত ছিলেন। তিনি সাত্ত্বিক আচারে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন ; প্রায়ই নগ্নপদে থাকিতেন, কেবল মিউনিসিপ্যাল কমিসনার হইয়া কার্যালয়ে গমনকালে চটিজুতা পায়ে দিতেন। তিনি ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম করিতেন ; বলিতেন, 'ইনি গোস্বামীর সন্তান, ইহাতে যথার্থ ব্রাহ্মণের গুণ আছে।' বিজয়কৃষ্ণ দুই চারি দিন অন্তর হরিমোহন বাবুর নিকট যাইতেন ; যাইবার সময় বৈষ্ণবীয় ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি লইয়া যাইতেন। তাঁহারই উপদেশে বিজয়কৃষ্ণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করেন। পরজীবনে বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন, তাঁরই কৃপায় চৈতন্যদেবকে পাইয়াছি ; তিনিই আমার বৈষ্ণব-

(১) রজনীকান্ত মৈত্র—জীবন-স্মৃতি (পৃ ১৪০)

ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রথম গুরু।' (১) এবার এক দিন তাঁহারা দুই জনে কালনায় সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজীকে দেখিতে যান। সেখানেই বিজয়কৃষ্ণ 'নামব্রহ্মের' পূজা দেখেন। ভগবান্‌দাস বাবাজী বলেন, 'আরে, আমার অদ্বৈতেরও তো পৈতা ছিল না!' (২) অতঃপর এ যাত্রায় এক দিন বিজয়কৃষ্ণ পূর্বলিখিত নীলকমল দেবের সহিত নবদ্বীপে যাইয়া চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করেন ; ইনি অনেক ভক্তির উপদেশ দেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে যে মালাতিলক ধারণ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন। তৎপরে তিনি শান্তিপুর হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

এই নামব্রহ্মের উপাসনা কিরূপ তাহা তাঁহার কথায় লিখিত হইল। তিনি লিখিতেছেন, "প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ দুইবার শ্বাস-প্রশ্বাসে একবার নাম সাধন করিতে হয়।...শ্বাসে-প্রশ্বাসে এই নামসাধনই যথার্থ সাধন। ইহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে, বিশ্বাস পাইবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে নানা প্রকার দর্শন হইয়া থাকে। ভগবান্ যে আমাদের অনেক দূরে আছেন, তাহা নহে,—তিনি সর্বদাই আমাদের কাছে বর্ত্তমান। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে পাপরাশি জ্বলিয়া গেলে, তাঁহার

(১) শান্তিপুর-রত্ন

(২) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; সদ্‌গুরুসঙ্গ। কোন্ সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের পৈতা ছিল না তাহা বলা যায় না।

দর্শনলাভ হয়। এইভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে একখানি আরশীর মত প্রকাশিত হয়। গ্রহ-উপগ্রহাদি সমস্তই স্পষ্টভাবে দৃষ্টীভূত হয়, ক্রমে অন্তরের ময়লানাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। তখন মনুষ্য-জন্ম সফল হয়। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক্ না, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। কেহ যদি সমুদ্রগর্ভে সমুদ্র পরিমাণ করিবার জন্য অহঙ্কার করিয়া ডুব দেয় এবং যদি তাহার পৃথক্‌ভাব জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা, মনুষ্য চিদানন্দসাগরে ডুবিলেও তাহার সেই প্রকার অবস্থা হয়। অন্য লোকে মনে ভাবে যে, সে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তখনও তাহার পার্থক্যবোধ থাকে, তখন সে ভগবানের রাসলীলা সর্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তখন সে কখনও মধুর সাগরে, কখনও বা চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে।—ইহা কেবল কল্পনা মাত্র, কেন না সেই আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন, কেন এই আনন্দে থাকিলাম।......

"অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, ব্রহ্মসত্ত্বাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটি জল-কণা প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডুবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন ?...

"নাম করিয়া যাহারা পাপ করে শাস্ত্রকার মুনিঋষিরা তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলিয়াছেন। নামাপরাধ—এমন পাপ আর নাই। তৃণের মত নীচ হ'য়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে, মান্য ব্যক্তিকে মান্য ক'রে, নিজের অভিমান ত্যাগ ক'রে নাম ক'রলে নামের ফল তখনই পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল অবস্থা সৎসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরু-আজ্ঞাপালন, পিতামাতাগুরুজনদিগের এবং ভগবদ্ভক্তদিগের সেবা দ্বারা লাভ হয়।...প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্তব্য। নামে অরুচি হইলে, তাহার ঔষধ নামই। ভাল লাগুক্ আর নাই লাগুক্, আদেশমত নাম করিতেই হইবে। নাম দ্বারা ক্রুস্‌বিদ্ধ হইতেই হইবে। এই ক্রুস্‌বিদ্ধ হইলেই পরে পুনরুত্থান হয়।...

"তোমরা এক বৎসর বীর্যরক্ষা কর, এবং মিথ্যা কথা বলিও না,—মিথ্যা কল্পনাও করিও না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের বাক্‌সিদ্ধি হইবে।...যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন—তাঁহাদের পিছে পিছে শক্তিসকল আসিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিও করেন না। যে দিন ২৪ ঘণ্টায় একটি শ্বাসপ্রশ্বাস বৃথা না হইয়া নাম চলিবে, সেই দিনই সিদ্ধিলাভ হইবে। আমি সাধন পাওয়ার পর তিন বৎসর পর্যন্ত এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম ঠিক্ হয় নাই, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক্ হইয়া গেল।...

"এই জগতের একজন কর্তা আছেন এই বিশ্বাস যাহার আছে তাহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়, অন্য উপদেশের

প্রয়োজন হয় না। সকলেই মুখে বলে, 'এক জন কর্তা আছেন', —ইহা বিশ্বাস নহে; কারণ একটু বিপদাপদ্ হইলেই আর কর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারা যায় না। শিশু যেমন মাতার প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর হইলে, যুক্তিতর্ক অন্তর্হিত হয়। যে আর কিছু জানে না, কেবল শিশুর ন্যায় রোদন করে,—সেই শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই,—এক নামেই নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।...

"তোমরা সারা দিন রাত নাম নাই ক'রলে; কেবলমাত্র রাত্রি ১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত যদি নাম ক'রতে পার, তা হ'লেও বুঝতে পার এই সাধনের ভিতর কি আছে।...দিবাতেও শুভক্ষণ আছেঃ এক দণ্ড সূর্যোদয়ের পূর্ব সময়, এক প্রহর বেলার পর এক দণ্ড কাল, আড়াই প্রহরের পর এক দণ্ড, এবং সূর্যাস্তের সময় এক দণ্ড।...নাম ক'রতে ক'রতে এক একটি চক্রভেদ হয়।...সকল চক্রের দ্বারেই এইরূপ প্রলোভন আছে। চক্র ৭২,০০০। ইহার মধ্যে দশটি প্রধান। এই দশটি ভেদ ক'রে যেতে পারলে একরূপ জীবনের কাজ হ'য়ে যায়।...

"অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই তিনটিই এখন আমাদের প্রধান সাধন। কেহ যদি ঈশ্বর না মানেন, নামসাধন না করেন, কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন ক'রে চলেন, তাঁকে আমি ধার্মিক মনে করি। এ সব গুণ থাক্‌লে প্রেমভক্তিও তাঁর লাভ হবেই।" (১)

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ

বিজয়কৃষ্ণ একবার সঙ্গীতজ্ঞ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন, "ওঁকার সাধন করিলেই হইবে,—অ অর্থাৎ সৃষ্টি (কিছু ছিল না), উ অর্থাৎ স্থিতি (যাহা আছে), ম অর্থাৎ প্রলয় (যাহা থাকিবে না); এইরূপে অভাববোধ হইলেই মন্ত্রগ্রহণ ও অন্তরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় হইবে।" (১) তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের সাধন নামসাধন নহে। নাম বাহিরের জিনিস, আমাদের সাধন প্রাণের বস্তু ; ইহাকে এক কথায় জীবন্ত প্রার্থনা বা ব্রহ্মসাধন বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত যে নামের যোগ তাহা প্রাণায়ামের ন্যায় বাহিরের অবলম্বন মাত্র। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট নাম যে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও নহে।...মূলবস্তু যে কি তাহা অর্থাৎ সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ; উহা বাহিরের ভাষায় বা অন্য কোনও উপায়ে ব্যক্ত করা যায় না। যদি ব্রহ্মকৃপায় উপযুক্ত সময়ে কাহারও ভাগ্যে সেই অবস্থা প্রস্ফুটিত হয়, তবে তিনিই বুঝিতে পারেন, এই সাধন কি, নতুবা কেবল প্রাণায়াম বা নামসাধনই সার। তবে ঐ নামটির উপকারিতা এইটুকু যে উহাতে একটু বিশেষ ভাবযোগ থাকায় উহা স্মরণ করিতে করিতে পূর্বের লব্ধ অবস্থা আবার প্রাণে উদিত হয়।... ঈশ্বরের কোন নাম নাই, আবার সকলই তাঁহার নাম ; তুমি হরি, কৃষ্ণ, কালী,......হুঁকো, ক'লকে, ঢেঁকি বলিয়া ডাকিলেও সময়ে উত্তর পাইবে এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।" (২)

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৩ ভাদ্র, পৃ ৩৭৫ (২) যোগসাধন

মনুসংহিতা, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই নামজপকে 'জপযজ্ঞ' বলা হইয়াছে। চৈতন্যদেব 'হরেনা'মৈব কেবলং' মন্ত্র প্রচার করেন। ব্রহ্ম হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন ; অতি দ্রুত জপ করিলেও এক লক্ষ নাম জপের জন্য অন্তত ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। বাবা গম্ভীরনাথ, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহোদয়গণের নামনিষ্ঠা বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণ দেবও নারদীয় ভক্তি ও নামকীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেন। "তুমি প্রার্থনা করিবার অনন্তকাল পূর্ব হইতেই যখন জগদীশ্বর প্রার্থিত বিষয়ের সকল কথা জ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তুমি তাঁহার কাছে আবার নূতন একটা প্রার্থনা করিবে কি ? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। কিন্তু ভক্তি, বিজ্ঞানের অনধিগম্য উর্ধ্ব জগতে আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, মনুষ্যকে ভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে, এবং যাঁহারা বিজ্ঞানকে ভক্তির আলোকে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা বুঝাইয়াছেন যে, ঐ প্রার্থনাতেই, রুদ্ধ গৃহের দ্বারমোচনের ন্যায়, জীবাত্মার পাপমোচন।...ইহাই প্রেমময়ের অনন্তবিস্তারিত প্রেমের বিধি, সুতরাং ইহাতেই প্রার্থনার প্রত্যক্ষ সাফল্য। কিন্তু প্রার্থনাও যে কথা,জপও প্রকারান্তরে সেই কথা। জীব প্রার্থনার দ্বারা কামনা জানায়, জপের দ্বারা জগদীশ্বরকে সতত স্মরণ করে।" (১) এই সূত্রে কতিপয় মহতী বাণী উদ্ধৃত হইল—

(১) কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ভক্তির জয়

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ (১)

এখানে অজপাসাধন সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। "প্রত্যেক জীবই প্রতিদিন যে শ্বাস টানিয়া লয় তাহাতে 'হং', আর যে শ্বাস ফেলে তাহাতে 'সঃ' এই দুই অক্ষরেরই সৃষ্টিপুষ্টি। ঐ অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণে 'হংসঃ' এই মন্ত্রেরই উচ্চারণ হয়। সুতরাং 'হংসঃ' মন্ত্রের জপ সর্বদাই জীবের হইতেছে। এ জপে অন্য মন্ত্রজপের ন্যায় প্রযত্ন কিছুই নাই। ইহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতেই হইতেছে। এই জন্য এরূপ জপের নাম হইয়াছে অজপা।...ইহা 'সোঽহং' ইত্যাকারের হংসঃ।...ইঁহার ধ্যান 'তন্ত্রসারে' দ্রষ্টব্য।...এই অজপা জপ যতক্ষণ, ততক্ষণই জীবের আয়ুঃ। 'দক্ষিণামূর্তি-সংহিতা'য় লিখিত আছে, শ্রীগুরুর কৃপায় জীব যদি এই মন্ত্ররহস্য জানিয়া অজপা জপ করে, তবেই তাহার ভববন্ধন মোচন হয়। প্রাণ হৃদয়ের অগ্রে হংস নামে আত্মাকারে অবস্থিত।...রাত্রি দিনের মধ্যে মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা ২১,৬০০ বার। ...আধুনিক মতে, সুস্থ যুবা ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গড়ে

(১) ভগবদ্গীতা, ১০।১০, ১১।৫৪, ১৮।৫৫।

প্রতি মিনিটে ২০ বার ধরিলে সমস্ত দিবারাত্রে ২৮,৮০০ বার হয়।...'হং' অর্থাৎ নিঃশ্বাস তুলিয়া লইতে অধিক সময় লাগে না; 'সঃ' অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পুরুষের পক্ষে এই দুই ক্রিয়ার অনুপাত ১০ঃ১২; শিশু এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১০ঃ ১৪।" (১) বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদিগকে এই মন্ত্রও দান করিতেন—"ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" (২)

বিজয়কৃষ্ণ মানুষের চরম কাম্য বা সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন। তিনি লিখিতেছেন, "যোগপথের চারিটি অবস্থা—প্রবর্তক, সাধক, যুঞ্জনসিদ্ধ ও যুক্তসিদ্ধ। প্রবর্তক অবস্থার মধ্যে ধর্মের প্রাথমিক কয়েকটি ভাবমাত্র উন্মেষিত হয়, যথা—দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম ও পবিত্রতা। তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্প অল্প থাকে, এবং এই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার পর যুঞ্জনযোগীদিগের অবস্থা; তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর-সহবাসে থাকেন এবং বিবিধ সত্যলাভে জীবন কৃতার্থ করেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়,—সেই সময় ইঁহারা অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন; ইঁহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতি-

(১) বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, ১ম ভাগ, পৃ ৪০০
(২) ভাগবতম্, ১০।৭৩.১৬

নিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে ; এই অবস্থাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা।" (১) তিনি আরও লিখিতেছেন, "যিনি যুক্তযোগী অর্থাৎ সর্বদাই পরব্রহ্মে সংযুক্ত থাকেন তিনি নির্ভয় ; যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা ব্রহ্মের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাতে সর্বদা সংযুক্ত, তিনিই যুক্তযোগী, তিনিই জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার দাস হয় ; তিনিই মুক্ত, তিনিই স্বাধীন।" (২) ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীগুরুদেব ধর্মের পাঁচটি স্তরের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই পাঁচটির নাম—নীতি, ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ এবং লীলা। তিনি আপনার জীবনে এই পঞ্চ স্তরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।" (৩) "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥" (৪) তাঁহার জীবনে এই সব লক্ষণও দৃষ্ট হইত।

বিজয়কৃষ্ণ বাং ১৩০০ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যাইয়া সেখানে বাঙ্গালী সাধুর প্রতিপত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নিজেকে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি সেখানে গৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রায় এক মাস আরতি, কীর্তন ও ভোগরাগের দ্বারা তাঁহাদের সেবা করেন। বঙ্কবিহারী কর লিখিয়াছেন যে এই বিগ্রহের নিয়মিত

---

(১) যোগসাধন (২) আশাবতীর উপাখ্যান (৩) বালক বিজয়কৃষ্ণ (৪) মনুসংহিতা ; নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ৩।২৪ ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মধর্ম

পূজা হইত না—একথা সত্য নহে। ভাণ্ডারা-প্রদান, বিভূতি-সম্পন্ন ও সুদীর্ঘজীবী কত শত সিদ্ধ পুরুষের সহিত আলাপ-আচরণ, কঠোর সাধনা প্রভৃতি সেখানকার স্মরণীয় ঘটনা। তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ শান্তিপুর-সন্তান পূর্ণানন্দ স্বামী এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে স্মর্তব্য যে আরও দুই তিন জন পূর্ণানন্দ স্বামী ও একজন পূর্ণানন্দ পরমহংসের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক্, ইনি বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, "তেরা ললাটমে ত মেরা মহাদেব ঝারা ফেরতা;" বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দেন, "মেরা ত বহুৎ ভাগ হ্যায় কি মহাদেবজী হামারা ললাটমে টাট্টি ফেরতা।" (১) ইনি প্রায় কাশীতেই থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ কাশীতে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, প্রথম তিন দিন লোকে "ও বেটা মাতাল ও বদমায়েস" এই কথা বলে; কিন্তু তিনি বাধা না মানিয়া যখন একান্তই গমন করিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করেন, তখন ইনি বলেন, "কি, মাতাল বেটার কাছে এসেছিস্, বস্।" একটি স্ত্রীলোক সে সময় শিষ্যা হইবার জন্য আসে; সে আরও কয়েক দিবস আসিয়াছিল। স্বামীজী তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া বলেন, "তোকে শিষ্যা ক'রে কি হবে? তোর কি বয়স আছে?" ইনি তথাপি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বলেন, "আমার কথামত চ'লতে পারবি? 'কারণ' ক'রে নেই, দাঁড়া! বড় রাস্তায় নিয়ে বেইজ্জৎ ক'রবো; তার পর দীক্ষা দিব।" অতঃপর ভৈরবীকে বলেন, "কারণ নিয়ে

(১) বঙ্কবিহারী বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

আয়, দেখিস্ হারামজাদি যেন না পালায়, বাইরের দরজায় খিল দে।" তখন স্ত্রীলোকটি পলাইয়া যায়। স্বামীজী হাসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, "মাতালের কাছে এসেছিস্! আমার বাটীও শান্তিপুরে ছিল। বাল্যকালে যাত্রার দলে মেথরাণী সাজতাম। কি ক'রে নেচে নেচে গান ক'রতাম শুন্‌বি?" এই বলিয়া ইনি নৃত্য ও গীত আরম্ভ করেন, "নিশিতে দেখেছি স্বপন, কাল এক পুরুষরতন।" গান করিতে করিতে ইঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়—মহাদেবের রূপ দেখা দেয়, কাল রং সাদা হইয়া যায়, এবং কপালে জ্যোতির্ময় অর্ধচন্দ্র প্রকাশ পায়। সংজ্ঞালাভের পর বলেন, "মদের বোতল নিয়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকি, মাতলামি করি, অশ্লীল গালাগালি দেই, খাঁড়া নিয়ে কাট্‌তে যাই—তবু লোকে বিরক্ত করে, কি ক'রব বল্ দেখি?" ইনি সেই সময়েই কাশীতে যোগজীবনের উপনয়ন সংস্কার করেন। (১) এই ঘটনা কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবেও বর্ণিত হইয়াছে। (২) এই সব লোকোত্তর ব্যক্তির চিত্ত ও কার্যকলাপ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য; 'বঞ্চক বৈষ্ণবের' কথাও শ্রুত হওয়া যায়; ইঁহারা 'প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা'র ন্যায় জ্ঞান করেন। যাহা হউক্, কুম্ভমেলায় গমনের কাল হইতে বিজয়কৃষ্ণ রাত্রিতে আর শয়ন করিতেন না,—দিনরাত্রি আসনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, কেবল আহারাদি নিত্য কার্যগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যিনি ব্রহ্মসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করেন, প্রায়ই

---

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ (২) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায় না।" (১)

"সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ॥
বিন্মূত্রয়ো রথাল্পত্বং ভবেন্নিদ্রাজয়স্তথা
জপধ্যানরতো মৌনী ন খেদমধিগচ্ছতি॥" (২)

বিজয়কৃষ্ণ ১৩০৪ সালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির আদেশে অনুষ্ঠিত বানরবধের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন; এই কার্যে শিষ্য স্বামী দেবপ্রসাদ, পান্নালাল ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহায়ক হন; ফলে ঐ আদেশ রহিত হয়। তিনি মন্দিরসংলগ্ন পায়খানা স্থানান্তরিত এবং ৺জগন্নাথদেবের সেবার সুব্যবস্থা করেন; তিনি রামানন্দ বসুর বংশীয় পূর্বোক্ত হরিদাস বাবুর দ্বারা বিগ্রহত্রয়কে 'পট্টডুরি' প্রদানের প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত করেন। নিঃসম্বল অবস্থায় ভগবান্ যোগক্ষেমবহনকারী এই বিশ্বাস লইয়া তিনি বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া পুরীতে অভূতপূর্ব দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। নানা কারণে তাঁহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া হিংস্রক লোক তাঁহাকে বিষের লাড়ু প্রদান করে, তিনি স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে তাহা ভক্ষণ করেন, এবং প্রায় এক মাস পরে ২২।২।১৩০৬ তারিখে ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন (মতান্তরে, চা পান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়); বলা বাহুল্য যে তাঁহার দেহ হৃদ্‌রোগ, বাত, সাধনকৃচ্ছ্রতা-

(১) আশাবতীর উপাখ্যান (২) হরিভক্তিবিলাসধৃত নারদপঞ্চরাত্রের শ্লোক, ১৭ শ বিলাস

জনিত রোগ প্রভৃতি নানা কারণে পূর্ব হইতেই জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার দেহভস্মের উপর পুরীতে বাঙ্গালীর কীর্তিস্বরূপ মনোহর সুদৃশ্য 'জটিয়া বাবা'র সমাধি-মন্দির (মঠ) স্থাপিত হইয়াছে (বর্তমান সেবায়েৎ শ্রীমতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়); ৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম (ঠাকুরবাটী) তৎসন্নিকটেই। সম্প্রতি কাশীতে অনুরূপ একটি মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (১) পুরীধাম হইতে বিজয়কৃষ্ণ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে ঈশ্বরপুরীর ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করার জন্য সুখ্যাতি করেন, এবং বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখেন, "আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম না দাঁড়ালে সর্বসাধারণের কখনও মঙ্গল হইবে না। শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁহার সত্যধর্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।" তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ধর্ম ও সমাজ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে একে অন্যের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি খাইলে ধর্মের কোন হানি হয় না; তবে সামাজিক ব্যাপারে ঐরূপ না করাই ভাল।" (২) পুরীধামে স্বাধীন ত্রিপুরা-নরপতির দ্বারা পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বাচস্পতি এক দিন বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি অদ্বৈত-সন্তান হইয়া মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ধর্মের উৎকর্ষ

(১) আনন্দবাজার, ২৭।৪।১৩৪৩ (২) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

সম্বন্ধে ত কিছুই করিতেছেন না!" তিনি উত্তর দেন, "সে কি! আপনারা এখন পর্যন্ত আমাকে বুঝিতে পারিতেছেন না? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্মই ত আমার প্রাণ। আমি তাঁহারই ধর্মের উদ্ধার সাধনের জন্য ও তারকব্রহ্ম হরিনাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আচ্ছা, কিছু দিন অপেক্ষা করুন, পরে বুঝিতে পারিবেন।" এ সম্বন্ধে পূর্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তিনি ঢাকা অঞ্চলে থাকাকালে প্রাতে উঠিয়া "ভজ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেহ আমার প্রাণ রে॥" এই গানটি গাহিতেন; তিনি গৌরাঙ্গ-প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। (১)

বিজয়কৃষ্ণ হিন্দুদের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী গয়া, কাশী, বৃন্দাবন (এখানে প্রায় এক বৎসর থাকেন) প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তীর্থগুরুর শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রীয় কার্য সমাধা করেন; প্রত্যেক তীর্থে দেবদেবী দর্শন ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন; পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের ক্ষুদ্র বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ চন্দন-তুলসীপুষ্প দ্বারা পূজা করেন, এই বিগ্রহ এবং স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণের দৈবাদেশে শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম পূর্বলিখিত সমাধিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছেন। তিনি গয়ায় পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদান করেন; মাতৃশ্রাদ্ধ হিন্দুমতে সম্পাদন করেন, এবং যোগমায়া দেবীর শ্রাদ্ধ পুত্র যোগজীবন কর্তৃক হিন্দুমতে সম্পাদন করান। তিনি এলাহাবাদে কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন করেন,—ইহা মেয়ের

(১) রজনীকান্ত মৈত্র—জীবন-স্মৃতি (পৃঃ ১৩৭, ১৩৯)

ব্যক্ত অভিপ্রায়ে হইয়াছিল বঙ্কবিহারী বাবুর এ মত সত্য নহে।

বিজয়কৃষ্ণের প্রণীত গ্রন্থ—যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর (১ম সংস্করণ, ১২৯৩, ৩য় সংস্করণ, ১৩৪০ ; প্রকাশক জিতেন্দ্রনাথ রায়) ; আশাবতীর উপাখ্যান (নিজেই 'আশাবতী' ; ১৩২৭ ; পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৬ ; 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত) ; আত্মচরিত ; ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর (১৯২১ খৃঃ) ; ধর্মশিক্ষা ; ব্রহ্মপূজা ; ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে পরীক্ষিত বিষয় (১৯২১ খৃ, ৩য় সংস্করণ) ; ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন ; করুণা-কণা (প্রকাশক জগদ্বন্ধু মৈত্র ; ১৯১৪ খৃঃ) ; ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্য-বিবরণ ; শোকোপহার (কবিতা) ; সাধনা ও উপদেশ ; বক্তৃতা ও উপদেশ [২ খণ্ড ; প্রকাশক পুত্র যোগজীবন ; নূতন সংস্করণের নাম 'উপদেশ-সংগ্রহ', ১৩০৫, প্রকাশক যোগজীবন ; 'বক্তৃতা ও উপদেশ', ৮০-২ পৃষ্ঠায় দুই স্থলে দৃষ্ট হয় যে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা পূর্ববাংলা ব্রহ্মমন্দিরে ২৪।৮।১২৯৩ তারিখে 'মানবজীবনের লক্ষ্য কি ?' নামক বক্তৃতা প্রদানকালে উপমাসূত্রে জলপথে 'শান্তিপুর'-গমনের উল্লেখ করিয়াছেন]। (নিম্নে 'পঞ্জী' দ্রষ্টব্য) ইঁহার প্রবন্ধ 'ধর্মতত্ত্ব', 'তত্ত্বকৌমুদী,' 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত। ইঁহার রচিত সঙ্গীত ও লিখিত পত্রাদি উচ্চধর্মভাবদ্যোতক। ইনি সুগায়ক ছিলেন ; ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকে ইঁহার ১০টি গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এইরূপ—

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুলনা রে মন,

ব্রহ্ম নামটি বল্ রে রসনা, কথা শোন্ রে মন।
এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায় ;
ঐ দেখ, শিয়রে বসিয়া শমন,
ক'রছে বন্ধনেরি আয়োজন ॥
ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন, দয়াল নাম সাধন হ'লে
শমন-ভয় আর রবে না।
ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটি কর সার,
যদি ভবে হবে পার ;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে,
কুপথগামী হইও না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন, কেহ কার' নয় ;
মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না॥ (১)

এখানে 'যোগসাধন' ও 'আশাবতীর উপাখ্যান' হইতে বিজয়কৃষ্ণের আরও কতিপয় অমৃতময় উপদেশ ও বাণী লিখিত হইল।—

১। সাধনের নিয়ম দুই জাতীয়—বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ নিয়ম—(অ) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। (আ) ইহাতে মানুষ বা অন্য কিছুই অবলম্বন নহে। ঈশ্বর স্বয়ংই

(১) এ সম্বন্ধে বঙ্কবিহারী বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

ইহার একমাত্র গুরু, এবং সমস্ত পদার্থ ও মনুষ্য সাধারণভাবে গুরু বা উপদেষ্টা। (ই) দেহ ও মন সর্বতোভাবে পবিত্র রাখা কর্তব্য। (ঈ) দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। সাধারণ নিয়ম—(অ) মাংসভক্ষণ সাধারণত নিষেধ। যাঁহারা জীবহিংসা অবৈধ মনে করেন তাঁহারা মৎস্যমাংস দুইই ত্যাগ করিতে পারেন। (আ) অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ; তবে পিতামাতা, গুরুজনের কিংবা অপর কোন বন্ধু আদর করিয়া কিছু দিলে তাহা এবং ধর্মাত্মা সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজনে শ্রদ্ধা হইলে তাহার গ্রহণে কোন অনিষ্ট নাই, বরং উপকার হয়। (ই) যাঁহাদের শরীর শুদ্ধ নহে তাঁহাদিগের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম প্রথম কিছু দিন প্রত্যহ দুইবার প্রাণায়াম অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি করা আবশ্যক। (ঈ) স্ত্রীলোক ও পুরুষের সাধারণত স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক।

২। যে কেহ সরলভাবে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিবে ও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই মুক্তি লাভ করিবে। তাহার ধর্ম-লাভের জন্য যে উপায় শ্রেয়ঃ তাহা তিনিই তাহার সম্মুখে আনিয়া দিবেন। পৃথিবীর পাপী তাপী যাবতীয় নরনারীই মুক্তির অধিকারী। প্রত্যেক মানবাত্মা পূর্ণতার দিকে চলিবেই চলিবে।

৩। যোগ বলিলে আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ মিলন বুঝি। এই মিলন একীভূত হইয়া যাওয়া নহে, ইহাতে

মানবের আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া নিরস্তিত্ব হয় না। আত্মা সম্পূর্ণ দ্বিতীয় বস্তু থাকে ও সম্ভবত চিরকালই থাকিবে। তবে জীবাত্মার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পরমাত্মার পূর্ণ ও অনন্ত প্রকৃতির ঐ তিন অঙ্গের সহিত একজাতীয়তা বা সমধর্মিতা লাভ করিবে।

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।" এই যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। ইহা ভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি যোগাঙ্গ সাধিত হয়, তাহাকে হঠযোগ কহে।

৪। যোগের লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করা ; অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন করা এবং তদ্রূপ জ্ঞানকর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, জ্ঞানরসনায় তাঁহাকে আস্বাদন করা, জ্ঞাননাসিকায় তাঁহার ঘ্রাণ লওয়া, জ্ঞানত্বক্ দ্বারা তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্পর্শ করা—এইরূপে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করাই ঈশ্বরলাভ।

৫। সাধন কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা মাত্র ; যেন তাঁহার আবির্ভাব হইলে চিনিয়া লইতে পারি। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশ না হইলে কোন উপায়ে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

৬। আমার সাধনপ্রণালীতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোনরূপ প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত-শক্তিশালী জীবন্ত প্রার্থনা। অনেকে ইহাকে অজপাসাধন বলিয়া থাকেন, কারণ ইহাতে অবিশ্রাম সাধন করিতে হয়।

৭। যোগশক্তি প্রত্যেক মনুষ্যেরই মধ্যে বর্তমান আছে; কিন্তু ঐ শক্তি জাগ্রত না হইলে জাগ্রত প্রার্থনা জন্মিতে পারে না; এবং ঐ নিদ্রিত বা অস্ফুট শক্তির জাগরণ বা বিকাশ করিতে হইলে অপর কোন জাগ্রত বা বিকাশপ্রাপ্ত শক্তির অর্থাৎ ঐরূপ শক্তিশালী মানবাত্মার সাহায্য আবশ্যক।

৮। কোন সৃষ্ট বস্তু, জীব বা মনুষ্যকে বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরজ্ঞানে পূজা করার নাম অবতারবাদ। উহা সত্যের বিরোধী। বিশেষ প্রয়োজনে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। (পৃঃ ৬১)

৯। আমি ছোট বড় সকলেরই চরণে প্রণত হই এবং কেহ সেই ভাবে আমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণপূর্বক উপকৃত হইবে বুঝিতে পারিলে তাহাকে বাধা দিই না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রণাম বিশ্বগুরুর প্রাপ্য বলিয়া প্রতিপ্রণাম করি ও 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' উচ্চারণ করি।

১০। রাধা উপাসক, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। এই ভাবে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে, এজন্য আমি স্বয়ং এই ভাবে সাধনা করিয়া থাকি এবং যাঁহারা এই ভাব চিন্তনে ও সাধনে উপকার পান, তাঁহাদের সহিত একত্রে রাধাকৃষ্ণের, অর্থাৎ সাধকসাধ্যের প্রেমযোগ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত করিয়া থাকি। রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নহে; ঈশ্বর পুরুষ এবং প্রকৃতি; এই পুরুষ প্রকৃতি পূজাই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা।...রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণ কালী দুর্গা নামে পরব্রহ্মকেই সাধন করিয়াছেন।

১১। যত দিন ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ না হয়, তত দিন হৃদয়

গ্রন্থি ছিন্ন ও সংশয় নষ্ট হয় না; বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা স্বীয় হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না।

১২। মঙ্গলাকর পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য আপনার ইচ্ছামতে পুণ্য বা পাপের অনুগামী হইয়া থাকে।...জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা সমস্ত জীবাত্মারই স্বভাব। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতা নহে; ঈশ্বরের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

১৩। চেতন দর্শনের জন্য আত্মার চক্ষু আছে; যোগবলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়।

১৪। তীব্র বৈরাগ্য, উজ্জ্বল বিবেক, চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা এই সকল ভাব মনুষ্যের আত্মায় উপস্থিত হইলে যোগতত্ত্ব শ্রবণে ও সাধনে অধিকার হয়।

১৫। ঈশ্বরের জন্য প্রবল ক্ষুধা অর্থাৎ অনুরাগ হইলেই অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে সেই ধর্মক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে, এজন্য যোগসাধনের প্রয়োজন।

১৬। সংসারের কার্যে যত প্রকার সম্বন্ধ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর বর্তমান। ইহার মধ্যে যতগুলি পার, ব্রতরূপে সাধন করিলে অতি সহজেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়। এ সাধনে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। অন্য সাধনে সাহায্য ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না।

১৭। টাকা না থাকিলেও পরোপকারব্রত সাধন করা যায়।

পরসেবাব্রত প্রভৃতি পালন না করিলে হাজার সাধন-ভজন কর, কিছুতেই পরব্রহ্মের চরণলাভে সমর্থ হইবে না।

১৮। সংসার অসার অনিত্য সর্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। সাধকমাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়।

১৯। মানুষের যেমন বাহিরের চক্ষুকর্ণ, সেইরূপ অন্তরে আত্মার চক্ষুকর্ণ আছে। চিত্তশুদ্ধিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি সেই চক্ষু ও কর্ণে প্রবেশ করে। তখন এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা যায়।

২০। পূর্বে লোকে যথার্থ ধর্মের জন্য সংসার ছাড়িতেন; নগরে প্রবেশ করিতেন না, বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। বিষয়ী এবং স্ত্রীবশীভূত লোকের সহিত আলাপ করিতেও তাঁহাদের ভয় হইত। কোন উদাসীন একাকী নির্জনে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ কি উপবেশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন।

২১। মনুষ্যমাত্রেরই দোষগুণ আছে; এজন্য দোষ ত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণে যত্ন করিবে।

২২। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ হয়।

২৩। এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই

সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত। বনে আসিয়াও আহার, কুটীর, কৌপীন, আসন, অগ্নিকুণ্ড, কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত।

২৪। যথার্থ ক্ষুধাতৃষ্ণা হইলেই সদুপায় লাভ করা যায়। এজন্য যাঁহারা যথার্থ সদ্‌গুরু, তাঁহার শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করেন না।

২৫। ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করিলে যোগ অধিকার হয় না। চরিত্র ভাল রাখিতে হইলে কুসঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে।

২৬। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত। তিনি সর্বব্যাপী নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরূপ থাকা কখনই সম্ভব নয়।··· জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যত দিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, তত দিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা।

২৭। যিনি অনন্যমনে ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রেম করেন, তিনিই বৈষ্ণব। তিলকমালা প্রভৃতি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

২৮। যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ

করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্ত্তেই সিদ্ধ-পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে, সন্দেহ নাই।

২৯। যোগসাধন করিতে হইলে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম এই তিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

৩০। ধর্ম আর কিছুই নহে। স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম। যে হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন, সেই হৃদয়েই ধর্ম বিকশিত হয়। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, সত্য, দয়া, ন্যায় এসমস্ত ধর্মতরুর ফল। পরমেশ্বর যদি হৃদয়ে প্রকাশ না হন, এ সকল প্রকাশ পায় না।...ধর্ম এক, গম্যস্থানও এক। গম্যস্থানে উপনীত হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না।...পরমেশ্বরই অনন্ত, আর সকলই অল্প। সেই অনন্তকে না পাইলে আশার বিরাম হইবে কেন?

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্তসার এইরূপ দিয়াছেন।—সদ্‌গুরুলাভ; সত্য ও শুক্ররক্ষা; সরলতা ও ভালবাসা সাধন; পরনিন্দা, পরচর্চা ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ; ভণ্ডামী বর্জন; ঈশ্বরের রূপ সাকারে ও নিরাকারে প্রকাশ সম্ভব; স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্রস্থানে সাধন; অতিথি ও সাধুসেবা, কিন্তু অপিরিচিত সাধুকে পরিবারের মধ্যে স্থান না দেওয়া; কাম নিবৃত্ত হইলে দেহ অমৃতময় হয়, এবং পাপসকল পলাইয়া যায়; প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম চলিলে অভয়সিদ্ধি হয়; নামে অরুচির নামই ঔষধ; স্ত্রীকে

স্বামী ভগবতী এবং স্বামীকে স্ত্রী মহাদেব জ্ঞান করিয়া সাধন করিবে। (১)

ব্রাহ্মসমাজের জন্য রচিত বিজয়কৃষ্ণের প্রথম কীর্তনটি এইরূপ—

পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে!
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব ক'রো না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে। (২)

(১) প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা (৪র্থ সংস্করণ) ; সদ্গুরুসঙ্গ
(২) কীর্তনের সুর—লোফা ; অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ ঘটনা

অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে নু লোকে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২৫।৩৭।

(অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য আসে নিজ হ'তে,
বিভূতি সপ্তলোকের পায় ভক্তগণ ।
চায় না তারা এবে এই সবের লেশ,
মম কৃপায় মম শ্রী লভ্য পরলোকে ॥)

হিন্দুধর্মের এক সঙ্কটকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও শশধর তর্কচূড়ামণির ন্যায় ত্রাতাগণের সহিত যুগাবতার বিজয়কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে নিমজ্জনের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তিনি জ্ঞানভক্তিকর্মের সমন্বয়ে দেখাইয়া দেন যে হিন্দু-ধর্মের মধ্যেই সর্বজনীন বিশ্বধর্মের বীজ লুপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার মত নিষ্কাম কর্মযোগীর নিকট আমরা এই শিক্ষা পাই যে মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য ঐহিকসর্বস্বতা নহে পরন্তু ব্রাহ্মী স্থিতি ও পরিণামে মুক্তি, এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়বলেই ইহা লভ্য হয়।

তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব, পরে যোগী হইয়া আত্মতত্ত্ব এবং শেষে ভক্ত হইয়া প্রেমতত্ত্বসাধন শিক্ষা দেন। যশোহর কালিয়ানিবাসী আনন্দনাথ দাশগুপ্ত কবিশেখর এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্ম সন্ ব্রহ্মতত্ত্বং কথিতুমনিষৎ সঙ্ঘৈর্জ্জ্ঞনিগম্যং
যোগী সন্ আত্মতত্ত্বং যতিগণবিদিতং যোগগম্যঞ্চ শেষে।
ভক্তঃ সন্ প্রেমতত্ত্বং পরমিহ ভগবত্তত্ত্বমেতৎ ত্রিতত্ত্বং
ত্রিস্রত্ত্যবস্থাগতঃ সন্ স্ফুটমিহ বিজয়ো দর্শয়ামাস সদ্যঃ॥ (১)

বিজয়কৃষ্ণ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন।—

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥
লীনধীরপি জাগর্ত্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিতঃ।
বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিত্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥
বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্তিনি।
অহন্তামমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥
অতীতানুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥
গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥
ব্রহ্মানন্দরসস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহং ভাববর্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥
বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদং ভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্কাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥
ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণা ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥
সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড়ামানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা
নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়া
মুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্বিমুক্তঃ ॥ (১)

মহাপুরুষোচিত সাধারণ গুণ—অহিংসা, সত্য, দম, দয়া, ঋজুতা প্রভৃতি—তাঁহাতে বর্তমান ছিল ; এবং বিশেষ লক্ষণেরও অনেকগুলি ছিল—

---

(১) বিবেকচূড়ামণিঃ. ৪৩০-৪৩ শ্লোক

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ (২)

(পঞ্চদীর্ঘ—নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র, জানু; পঞ্চসূক্ষ্ম—ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব, দন্ত, রোম; সপ্তরক্ত—নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, জিহ্বা, নখ; ষড়ুন্নত—বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি, মুখ; ত্রিহ্রস্ব—গ্রীবা. জঙ্ঘা, লিঙ্গ; ত্রিপৃথু—কটি, ললাট, বক্ষ; ত্রিগম্ভীর—নাভি, স্বর, বুদ্ধি বা সত্ত্ব) তিনি শাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ও সদ্গুরু ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণে বৈষ্ণব ও ভক্তের লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান ছিল।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব'-প্রধান॥

* * *

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

* * *

---

(২) সামুদ্রক, ৩য় শ্লোক; 'বৃহৎসংহিতা'য় (৬৯তম অধ্যায়) পঞ্চ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ণিত আছে; 'নারায়ণ'কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—বিশ্বকোষ, শব্দকল্পদ্রুমঃ।

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য-ভগবান্, সর্বমন্ত্র-বিচারণ ॥
মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, উর্ধ্বপুণ্ড্র চক্রাদি-ধারণ ॥
গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন।
পঞ্চকাল পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন শয়ন ॥
শ্রীমূর্তিলক্ষণ, আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা কৃষ্ণমূর্তি দরশন ॥
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবাপরাধ খণ্ডন ॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন ॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জন।
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥

একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দশী ॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥

* * *

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥ (৩)
"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

* * *

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

* * *

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥" (৪)

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

---

(৩) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬।৭৪, ২২।৭৫-৭, ২৪।৩২৫-৩৭, ২২।৬৫। (৪) শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২।৪৫, ৩।২৫।২০, ৫।৫।২

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ (৫)

বিজয়কৃষ্ণের জীবনের অবশিষ্ট ঘটনার কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল। ১৮৮৪ খৃঃ ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথম রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। তৎক্ষণাৎ উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পর হইতে বিজয়কৃষ্ণ প্রায়ই পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বিজয়কৃষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজত্যাগ ও নব ধর্মজীবনগ্রহণ এই সাক্ষাতেরই পরোক্ষ ফল বলিতে পারা যায়। রামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণকে মুক্তি, বৈরাগ্য, ধর্মপথ, কামিনীকাঞ্চন-

(৫) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২।১৩-২০।

ত্যাগ, গৃহীদের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন এবং আলোচনা করেন। বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর, পাণিহাটী, কলিকাতা ঝামাপুকুর প্রভৃতি স্থানে পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ-শ্রবণ, নর্তনকীর্তন ও পাঠাদি করেন; উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় তাঁহার কোমরের কাপড় খসিয়া পড়িত। একবার কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে তাঁহাদের উভয়ের অভূতপূর্ব উদ্দণ্ড নৃত্য (কাহারও পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই বলিয়া লিখিত আছে) দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। অন্য সময় বাঁশবেড়িয়ায় বিজয়কৃষ্ণের এবং বোলপুরে ও পুরীতে তদীয় শিষ্য শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের এইরূপ শূন্যে নৃত্য হয়। (১) রামকৃষ্ণদেব একবার বলেন, "বিজয় ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিতেছে।" তিনি আর এক দিন বলেন, "বিজয়, অঘোর, শিবনাথ—এরা এক একটা লোক।" (২) বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় পরমহংসদেবকে সূক্ষ্মশরীরে দেখিয়াছেন এবং সদাসর্বদা দেখিতে পান এই কথা বলেন, এবং একবার প্রণত বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণদেবের পদযুগল বক্ষে ধারণ করিলে ইনি সমাধিপ্রাপ্ত হন। এক দিন কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া তাঁহাকে পূজা করেন এবং ফুলচন্দন অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করেন, এবং তাঁহাকে একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তিনি 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাক্‌তে নয়' এই নিয়মানুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) অতীতের ব্রাহ্মসমাজ (পৃঃ৭১)

আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়াই উক্ত ঘটনার বিষয় বলিয়া দেন। কোচবিহার-বিবাহের পর রামকৃষ্ণদেব বলেন, "বাপ-মা সুপাত্রেই কন্যা অর্পণ করিতে চায়; ইহাতে কেশবচন্দ্রের ধর্ম নষ্ট হয় নাই।" তিনি বিজয়কৃষ্ণকে গয়া হইতে আসিবার পর বলেন, "কি বিজয়! এবার বাসা পাক্‌ড়েছ?···দেখ, বিজয়ের এত দিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এই বার খুলে গেছে।" তিনি বিজয়কৃষ্ণের গেরুয়া রঙের জামা, কাপড় ও জুতা দেখিয়া ত্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "এখানেই ষোল আনা। আমরা বৃথাই পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া মরি।" একবার অসুস্থ রামকৃষ্ণদেব একজন ব্রাহ্মকে তাহার বক্রোক্তির জন্য বলেন, "তোদের সঙ্গে কথা ব'লে ভুল্‌বো? তোদের বিজয়কে আন্। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।" এক দিন বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে যাইলে, পরমহংসদেব বলেন, "তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও ধর্মের এতদূর উচ্চাবস্থা লাভ ক'রেছ? তুমি তাহা হইলে জনক ঋষির ধর্ম যজন করিতেছ, বল!···তুমি ইঁহাকে (যোগমায়া দেবী) কতদিন হইল দীক্ষা দিয়াছ? ইঁহার মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য শক্তি দেখিতেছি! সাক্ষাৎ মহাশক্তি নিকটে আগমন করিলে আমার যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাকে দর্শন করিয়াও আমার যে সেই প্রকার ভাব উপস্থিত হইতেছে!...তুমি (বিজয়কৃষ্ণের শাশুড়ীকে সম্বোধন করিয়া) নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হ'য়ে এই ন্যাংটো পুরুষের নিকটে কি জন্য আগমন করিয়াছ? ব্রাহ্মসমাজের

শুক্‌নো বাঁশের মুড়ো আর কত দিন চিবাইবে ? এখন ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার জামাতা ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁহার নিকট হইতে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হও।” পরমহংসদেব নবকুমার বাগ্‌চী, শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতিকে বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা লইতে বলেন।

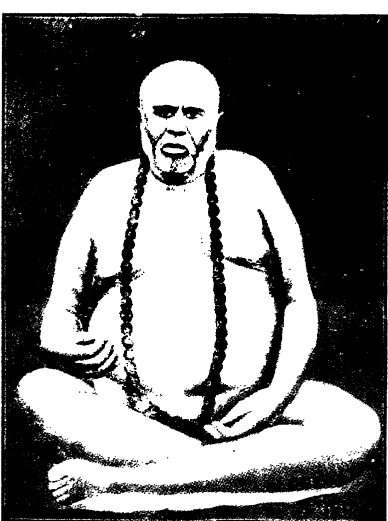
পরমহংসদেব বিজয়কৃষ্ণকে বা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন—“কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব ক’রতে হয়। তোমার মনের মত কাজ ক’রতে পার না।... তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।··· ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্মত্যাগ আপনি হ’য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক্। তোমার এখন সময় হ’য়েছে ; সব ছেড়ে তুমি বল, ‘মন, তুই ছাখ্ আর আমি দেখি। আর যেন কেউ নাহি দেখে।’···ভগবানের শরণাগত হ’য়ে এখন লজ্জা, ভয়,—এ সব ত্যাগ কর। ‘আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি ব’লবে’—এ সব ভাব ত্যাগ কর। ···অভিমান গেলেই হ’লো। ‘আমি লেকচার দিচ্ছি, তোমরা শুন’—এ অভিমান না থাক্‌লেই হ’লো। আচার্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশ জন মান্‌চে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, ‘আমি ব’লছি, আর তোমরা শুন।’ এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্যন্ত ! ঐ একটু মান ; লোকে হদ্দ ব’লবে, ‘আহা, বিজয় বাবু বেশ ব’ল্লেন,

লোকটা খুব জ্ঞানী।' 'আমি ব'লছি' এ জ্ঞান ক'রো না আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।'...দেখ, বিজয়ের বি অবস্থা হ'য়েছে! লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি, ব'লতে পারি পরমহংস কি না।...মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। বেদে তাঁহাকে সগুণ নির্গুণ দুই বলা হ'য়েচে। তোমরা নিরাকার ব'লছো—একঘেয়ে। তা হোক্, একটা ঠিক্ জানলে, অন্যটাও জানা যায়; তিনিই জানিয়ে দেন।...তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে, তোমার না কি বড় নিন্দা হ'য়েছে? তুমি যদি আন্তরিক ভগবান্‌কে চাও, সব সহ্য ক'রবে।...তোমরা আচার্য অন্যের ছুটী হয়, কিন্তু আচার্যের ছুটী নাই। নায়েব একধার শাসিত ক'ল্লে পর, জমিদার আর একধার শাসন কর্তে তাকে পাঠান।...সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি আমি মনে ত্যাগ ক'র্তে বলি, সংসার ত্যাগ ক'র্তে বলি না।... আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কর্তুম। তারপর ভাবলুম, এমন ক'রলে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন ক'রলে (চক্ষু খুল্‌লে) কি ঈশ্বর নাই? চক্ষু খু'লেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে র'য়েছেন।... কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না ক'রলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখ না, কেশব সেন ঐটি পারলে না ব'লে, কি হ'লো শেষটা। তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ ক'রলেন। তা হ'লে জীব উদ্ধার হয় না।...তোমাদের দুইই আছে। যোগও

আছে, ভোগও আছে। জনকরাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি, রাজা ঋষি দুইই। নারদ দেবর্ষি। শুকদেব ব্রহ্মর্ষি। শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মূর্তি; জ্ঞান এমনি হ'য়েছে, সাধ্যসাধনা ক'রে নয়।…তোমার ঠিক্ দেখা হ'য়েছে। [বিজয়কৃষ্ণের এই কথার উত্তরে—"আমি ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, তাঁরা কত কি বল্লেন। আমি বল্লুম,—তাঁর কাছে যাবো, তবে বুঝবো।" পরে বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "তিনি অনন্তশক্তি,—আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না?"]…'সন্ন্যাসী নারী হেরবে না' এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হ'য়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই।…ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা ক'রতে ক'রতে ভক্তি লাভ হয়।… অনন্ত পথ অনন্ত মত। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল। ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙমনসোঽগোচর বেদে ব'লেছে; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। বৈষ্ণবচরণ ব'লত, তিনি শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ ক'রলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়।…আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ ব'ল্লে কেন? একশো বার 'আমি পাপী, আমি পাপী' ব'ল্লে, তাই হ'য়ে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই, যে তাঁর নাম ক'রেছি,—

আমার আবার পাপ কি? তিনি আমাদের বাপ মা, তাঁকে বলো যে পাপ ক'রেছি, আর কখনও ক'রব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ মন পবিত্র কর—জিহ্বাকে পবিত্র কর।...বাপ ওরূপ না হ'লে ছেলে ভক্ত হয় না, দেখ না বিজয়ের বাপ ভাগবত প'ড়তে প'ড়তে অজ্ঞান হ'য়ে যেত।... আজকাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন ক'র্‌ছে সব ঠিক্ ঠিক্। সাকার নিরাকারের কথা বিজয় ব'ল্‌লে যেমন বহুরূপীর রং, কাল, লাল, নীল, সবুজও হ'চ্ছে, আবার কোন রং নাই। কখন সগুণ, কখন নির্গুণ।...বিজয় বেশ সরল, খুব উদার, সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ্‌লো, তা যেন আপনার বাড়ী, সবাই যেন আপনার। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।...মাটি পাট করা না হ'লে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না, ভিতরে বালি ঢিল থাক্‌লে হাঁড়ি ফেটে যায়; তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে। আরশীতে ময়লা প'ড়ে থাক্‌লে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে স্ব-স্বরূপ দর্শন হয় না। দ্যাখ না, যেখানে অবতার সেইখানেই সরল; নন্দঘোষ, দশরথ, বসুদেব এঁরা সব সরল। বেদান্তে বলে শুদ্ধ-বুদ্ধি না হ'লে ঈশ্বরকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না।" (১) রামকৃষ্ণদেব ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে সাধারণের অনধিগম্য অনেক গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা হইত। দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় পরমহংস

(১) রামকৃষ্ণ-কথামৃত; রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ; অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ; বসুমতী ১৩৪৩ কার্ত্তিক, পৃ ৫৭-৬১



ত্রৈলঙ্গ স্বামী



লোকনাথ ব্রহ্মচারী

দেবের আদেশ পাইয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং বলেন যে ভবিষ্যতে অনুরক্ত ভক্তদিগকে পরমহংসদেব তাঁহার (বিজয়কৃষ্ণের) আনুগত্য দেখাইতে বলিয়াছেন ; এ কথা স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন। (১)

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বিজয়কৃষ্ণ নির্জনতা হইতে আকর্ষণ করিয়া লোকসমাজে প্রকাশিত করেন ; ব্রহ্মচারীও বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাঁহার মত পরিবর্তনে সহায়তা করেন। ব্রহ্মচারী শ্যামাচরণ বক্সী, বিপিনচন্দ্র রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিকে বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য প্রেরণ করেন। (২) বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যেরা ব্রহ্মচারীর নিকট যাইলে, ইনি মধ্যে মধ্যে আপাতকঠোর পথভ্রংশক কিন্তু গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, যথা— 'তোর ভগবানের মুখে মুতি' (অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন), 'ভগবান্ ব'লে কোন জানোয়ার দেখি নাই' (লোকে বিরক্ত করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হইত), 'যথেচ্ছ প্রবৃত্তিমার্গী হইয়া প্রাক্তন ক্ষয় কর' ["সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।" (৩)], ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া সে সময় বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদিগকে উঁহার নিকট যাইতে বারণ করেন। ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণকে 'সচল

---

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী (১ম সংস্করণ) ; অমৃত বাবুর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ (২) অমৃতবাবুর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ (৩) ভগবদ্গীতা, ৩।৩৩

গৌরাঙ্গ' বলিতেন। মহাত্মা অর্জুনদাসও (ক্ষেপাচাঁদ) তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পুনঃসংস্করণ ভাবিতেন। ব্রহ্মচারী ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একত্র তপস্যা করিবার সময় একবার দাবানলে আক্রান্ত হন; তখন ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে করিয়া 'বম্ বম্' শব্দ করত দুই শত হস্ত নিম্নে অক্ষতদেহে ঝম্প প্রদান করেন। একদা বিজয়কৃষ্ণ কর্তৃক সাধারণে প্রেমভক্তি বিতরণ লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলেন, "গোঁসাই, তুমি এ কি করিতেছ? ঋষিমুনিদের কলিজার ধন তুমি যাকে তাকে দিতেছ!" বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "যাঁর শক্তি তাঁরই আদেশে দিতেছি, আমি নিমিত্ত মাত্র।" একবার বৃন্দাবনের গৌরকিশোর দাস (গৌরদাস শিরোমণি) মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, "প্রভু! এ জিনিস (প্রেমভক্তি) কোথায় পাইলে? এ যে বড় দুষ্প্রাপ্য! কখনও কেহ ইহার সামান্য অংশ মাত্র পান, তাহাও আবার দিতে চাহেন না! আমাকে ইহা দান কর।" ইহারই আশায় কৈলাস-বাসী সিদ্ধ ময়ূর-মুকুট বাবাজী বিজয়কৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে আসেন; এবং কুম্ভমেলায় অর্জুনদাস ইঁহার নিকট এই বস্তু যাচ্ঞা করেন। একবার উত্তরাঞ্চলে বিজয়কৃষ্ণের সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সময়, তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যের অনুরোধে ব্রহ্মচারী সূক্ষ্মদেহে যাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন (কোনও মতে, তাঁহার দেহত্যাগী আত্মাকে দেহাভ্যন্তরে পুনঃপ্রবেশ করাইয়া দেন)। লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বিজয়কৃষ্ণের খুল্লপ্রপিতামহ ব্রজনাথ গোস্বামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। ইনি অল্প বয়সেই শান্তিপুরের গৃহত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিবারবর্গ ব্রহ্মচারীর সহিত বারদী আশ্রমে দেখা করিলে, ইনি আত্মপরিচয় যেরূপভাবে দেন তাহাতে ইঁহাকে উল্লিখিত ব্রজনাথ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ইনি 'বিজয়কৃষ্ণ'কে 'জীবনকৃষ্ণ' বলিতেন, এবং ব্রজনাথকে শান্তিপুরে 'জ'টে গোঁসাই' বলিত। ব্রহ্মচারী বলেন, "এখন জ'টের জটা কাটা গিয়াছে। আমি জীবনকৃষ্ণের পিতামহকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম; আমার গৃহ-ত্যাগের সময় জীবনের পিতার জন্ম হয় নাই। গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া এখন আবার কেন মোহে ফেলিতে আসিস্? এখনও আমার দেহে রক্ত চলিতেছে।" ইনি কখনও কখনও শান্তিপুরের নানা কথা বলিতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং উপদেশচ্ছলে বলিতেন, "দেখিও, বংশে যেন কালী দিও না, অদ্বৈতাচার্যের নামে কলঙ্ক আনিও না।" (১) ব্রহ্মানন্দ ভারতী (পূর্ব পরিচয় তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় উকীল) লিখিতেছেন (২) যে বিজয়কৃষ্ণ তখন জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রথম সংস্করণে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদি বাসস্থান প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয় নাই; ব্রহ্মচারী কথাবার্তায় 'আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কুলের ধর্ম' এইরূপ বলায় বিজয়কৃষ্ণ ইঁহাকে খুল্লপ্রপিতামহ ধরিয়া লন; ব্রহ্মচারী 'সতের মনঃকষ্ট হইবে' বলিয়া তাঁহাকে (শিষ্য-গ্রন্থকার) প্রকৃত সত্য বলিতে নিষেধ করেন; এবং তিনি (গ্রন্থকার)

---

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ; বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড। (২) সিদ্ধজীবনী (২য় সংস্করণ)

নিজে বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে গমন করেন, এবং পরে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারীকে বলায় ইনি ঐ গ্রামেই ইঁহার জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণে কোন অপ্রিয় মন্তব্য লিখায় গণ্ডগোলে জড়িত হন, এবং দ্বিতীয় সংস্করণেও অনুরূপ কতিপয় আক্রমণাত্মক মন্তব্য আছে ; সুতরাং 'সতের মনঃকষ্টের' ভয় তাঁহার নাই ; বরঞ্চ প্রথম সংস্করণে উপর্যুক্ত সত্য কথা প্রকাশ করিলে জীবন্ত প্রতিবাদের ভয় ছিল। সিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ অত বড় একটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত করেন এবং সিদ্ধ ব্রহ্মচারী তাঁহাকে স্তোকবাক্য দেন ইহা উপরিলিখিত সুদীর্ঘ কথাবার্তা হইতে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মচারী নাকি একবার বলেন যে গ্রন্থকার পূর্বজন্মে তাঁহার গুরু ভগবান্‌চন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন, এবং গ্রন্থকার তখন ঘটকের বংশতালিকা হইতে একজন ভগবান্ গাঙ্গুলীর সুতরাং ব্রহ্মচারীর আদি নিবাস কচুয়ায় ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করেন ! এই গবেষণার ফলে সম্মতি না দিয়া সাধারণত পূর্বাশ্রম-গোপনকারী এবং বিজয়কৃষ্ণের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মচারীর উপায় কি ? অসম্মতি দ্বারা 'সতের মনঃকষ্ট' দিয়াই বা লাভ কি ? ব্রহ্মচারীর সহিত বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতর ছিল ; সুতরাং কলহ বর্জনমানসে স্তোকবাক্য প্রয়োগ কাহার উপর সম্ভব ? যাহা হউক্, গ্রন্থান্তরে (১) দৃষ্ট হয় যে ব্রহ্মচারীর আদি নিবাস বারাসতের অধীন চৌরাশী চাক্‌লা

(১) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ ; সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান, ৬ষ্ঠ সংস্করণ



রামদাস কাঠিয়া বাবা (বড়)

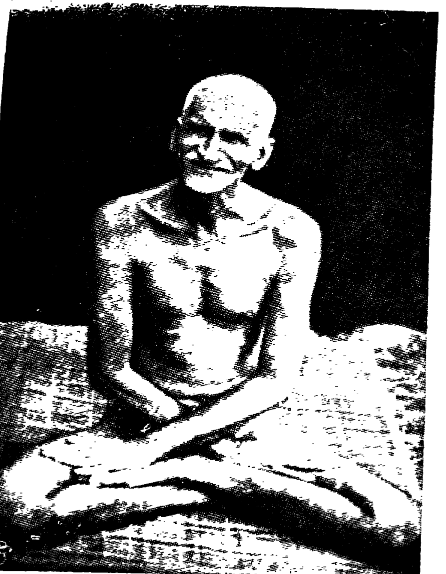
গ্রামে, তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল ও মাতার নাম যমুনা দেবী (ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতে পিতা রামকানাই ও মাতা কমলা), এবং সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে ব্রহ্মচারী সর্বকনিষ্ঠ।

বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকা কালে প্রায়ই বড় রামদাস কাঠিয়া বাবার নিকট গমন করিতেন ; তিনি সেখানে গিয়া মধ্যে মধ্যে কোন কথা না কহিয়াই কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর চলিয়া আসিতেন ; শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া থাকি ; তিনি ভিতরে ভিতরে আমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রেরণা করেন।" কাঠিয়া বাবা তাঁহাকে 'বিজয়কিশোর' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং বলিতেন, "বাবা প্রেমী হ্যায়, উন্‌কা বহুৎ প্রেম হ্যায়।" বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে সস্ত্রীক থাকার সময়, কেহ কেহ বক্র ইঙ্গিত করিলে, কাঠিয়া বাবা দুঃখিত হইয়া উত্তর করেন, "কেয়া ব'লতা হ্যায়, দেখতা নেহি উন্‌কা ললাটমে আগ জ্বলতা হ্যায় ! তোম লোগ ঐছা এক আসন পর হরদম বৈঠ রহো তো শরীর খান্ খান্ হো যায়েগা।" কুম্ভমেলায় বিজয়কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তাঁহার উপর কাঠিয়া বাবার সহানুভূতি। কাঠিয়া বাবা ও বিজয়কৃষ্ণের সূক্ষ্মদেহ এবং দেহান্তের পর তাঁহাদের মুক্তাত্মা সন্তদাস ব্রজবিদেহী মহাশয়কে দর্শন দিয়া নানা উপদেশ দিতেন। (১) মহাত্মা সন্তদাস বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি উচ্চ

(১) সন্তদাস ব্রজবিদেহী—রামদাস কাঠিয়া বাবা (৩য় সংস্করণ) ; প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য—মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্তী জীবন ; অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ধারণা পোষণ করিতেন ; তিনি তাঁহার গুরুদেব রামদাস কাঠিয়া বাবা ও বিজয়কৃষ্ণের প্রতিকৃতি পাশাপাশি রাখিয়া পূজা করিতেন।

কাশীধামে তৈলঙ্গ স্বামী তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে বলপূর্বক স্নান করাইয়া ত্রিবিধ মন্ত্র দান করিয়া দীক্ষা দেন ও বলেন, "বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।...তোকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোর গুরু আমি নহি, অন্য একজন, সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবি।" কাশীর দুর্গা-বাটীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত বিজয়কৃষ্ণ দেখা করিতে গেলে, তিনি ধ্যানস্থ থাকায় ইঁহাকে তাঁহার নিকট যাইতে বারণ করা হয় ; তখন ইনি বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া বসেন ; কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী 'আনন্দ হ্যায়', 'আনন্দ হ্যায়' বলিতে বলিতে ইঁহার নিকট আসেন, এবং ইনি প্রণাম করিবার পূর্বেই ইঁহাকে জড়াইয়া ধরেন, এবং উভয়ে অনেকক্ষণ ঐভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া থাকেন : এবং তৎপরে কিছুক্ষণ ধর্মালাপ হয়। কাশীতে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর ধর্মসভায় বিজয়কৃষ্ণের উদ্দণ্ড নৃত্য ও ভাবসমাধি দেখিয়া নিন্দুকেরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায় ; এবং ৺বিশ্বেশ্বরের আরতির সময় তাঁহার অনুরূপ নৃত্য-সমাধি ও সবেগ অশ্রু-নির্গমন সকলকে স্তম্ভিত করে। কুম্ভমেলায় মহাত্মা গম্ভীরনাথ, দয়ালদাস, অর্জুনদাস, ছোট কাঠিয়া বাবা, পাহাড়ী বাবা, অমরেশ্বরানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধুসন্তগণ বিজয়কৃষ্ণের অশেষ প্রশংসা করিতেন। ভোলানন্দ গিরি তাঁহাকে 'মেরা আশুতোষ'



ভাস্কর [illegible]



ভোলানন্দ গিরি মহারাজ

বলিতেন, এবং একবার তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, "ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনো মিলায় কর্‌কে এক ব্যাটা হ্যায়"; গিরি মহারাজ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে 'জটাশঙ্কর' বলিতেন। কুম্ভস্নানের সময় বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তদিগকে ধনজনস্বর্গাদি কামনার অপ্রার্থনা ও শুদ্ধা ভক্তির প্রার্থনাসূচক মন্ত্র পাঠ করাইবার জন্য তীর্থগুরুকে অনুরোধ করেন। (১)

বিজয়কৃষ্ণ হিমালয়ে একবার বরফাচ্ছন্ন হইয়া মৃতপ্রায় হন; সে সময়ে এক জন সাধু তাঁহাকে রক্ষা করেন। একবার সেখানে দুই দিন দুই রাত্রি অনাহার ও অনিদ্রায় পথ চলিতে চলিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন; তখন এক জন নগ্ন সাধু আসিয়া তাঁহাকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেন, উহার ১।২টি খাইয়াই তিনি সুস্থ হন। বিজয়কৃষ্ণ যে সাধুকে দেখিবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন, তিনি হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশে গভীর অরণ্যমধ্যে একটি গোফার নিকট অহোরাত্র সমাধিস্থ থাকিতেন। সময় সময় প্রয়োজনমত তাঁহার শিষ্যেরা গোফা হইতে আসিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন। রাত্রিতে বরফে তাঁহার সর্বাঙ্গ আবৃত হইয়া যাইত; বরফ গলিত হইলে শিষ্যেরা অগ্নির উত্তাপ দিত, এবং তথাকার নিয়মে প্রস্তুত গরম গরম চা তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিত; গাভীরা দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া যাইলে তাহা শৈত্যে কঠিন হইয়া যাইত, সেই দুগ্ধ গরম করিয়া উক্ত চা প্রস্তুত হইত। বেলা প্রায় ১১টার সময় তাঁহার

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

বাহ্যজ্ঞান হইত। তাঁহার উপদেশের সার—"বীর্যধারণ ও সত্য-রক্ষা করিয়া চলিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।" তিনি বিজয়কৃষ্ণকে চারিটি প্রশ্ন করেন—শান্তিপুরের বুড়ো শিবের অবস্থা কিরূপ? শান্তিপুরের গঙ্গা কোন্ দিকে প্রবাহিনী? শান্তিপুরের জমিদার কে? আতাবুনে গোস্বামীগণের অবস্থা কিরূপ? (১) তাঁহার আদি নিবাস শান্তিপুরে ছিল, এবং তিনি সাধু গুরুচরণ তরফ-দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার জীবনে শান্তিপুরে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়—নির্জন বা ভীতিপ্রদ জঙ্গলে দিবারাত্রি সাধনা, আকাশগামী সাধুগণকে অবতারণ ও তাঁহাদের বিভূতি দর্শন, দিবারাত্র একাসনে সূর্য ও নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিস্থাপন ও পরে বিশ্বগ্রাসী ভোজন-বিভূতি প্রদর্শন, ইত্যাদি; তাঁহাদের শান্তিপুরস্থ আশ্রমে বহু ভক্ত ও সিদ্ধ মহাত্মাগণের (বিজয়-কৃষ্ণেরও) শুভাগমন হইত। (২) বিজয়কৃষ্ণ একবার রাত্রি-কালে বিন্ধ্যাচলে দস্যুহস্তে পতিত হন, এবং অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পান। আর একবার এক জঙ্গলে রাত্রে কোন অজ্ঞাত মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তাঁহার কৈলাসযাত্রার অভিজ্ঞতা আরও চমকপ্রদ। তিনি কুণ্ড হইতে নির্দিষ্ট দিবস হরপার্বতীর রথের উত্থান ও পূজান্তে তিরোভাব দেখেন বলিয়া লিখিয়াছেন; পথে বরফে প্রস্তরীভূত নরদেহ এবং প্রস্তরে খোদিত (যুধিষ্ঠির কর্তৃক বলিয়া প্রবাদ) 'অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি'

(১) সদ্গুরুসঙ্গ; মোদকহিতৈষিণী, ১৩৩৮ চৈত্র, পৃঃ ২০৩
(২) বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড

এই কয়টি বড় বড় অক্ষর দেখেন ; তপোবন, নরমাংসভোজী অসভ্য জাতি, দ্বিভুজ সূর্যাকৃতি মুখযুক্ত প্রাণী, সূক্ষ্মদেহে বিচরণ-কারী সাধু, অসংখ্য তপস্বী, স্বর্ণময় হরগৌরীধাম এবং তন্মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হরগৌরী ও তাঁহাদের আশীর্বাদ-প্রাপ্তি ইত্যাদি কত অভিনব ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং ভগবৎকৃপায় নিজে সূক্ষ্মদেহে অনতিক্রম্য স্থানে অবস্থিত উক্ত মন্দিরে গমন করেন বলিয়াও লিখিত আছে। বিজয়কৃষ্ণের জীবনীতে অতিপ্রাকৃতের বিস্তর ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং কতটা ভক্তের অতিরঞ্জন তাহা বলিতে পারা যায় না ; মনে হয় তিনি যেন একবার কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে তাঁহার দৈনিক লিপি হইতে অনেক কথা বর্জন করিতে বলেন—এই কথা লিপিবদ্ধ আছে।

বৃন্দাবনের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—প্রেতসিদ্ধ নারায়ণ স্বামীর ইষ্টমূর্তি প্রদর্শনের অপকৌশল প্রকাশকরণ, সিদ্ধ কঙ্কালরূপী মহাপুরুষের সহিত কথোপকথন, পর্বতে গো-মনুষ্যাদির পদচিহ্ন এবং বৃক্ষে নূপুর ও দোনার দৃশ্যসন্দর্শন, এবং ময়ূরের অনুগমন ও নৃত্যপ্রদর্শন, ইত্যাদি। সেখানে বিজয়কৃষ্ণ, শান্তিপুর-সন্তান পরমভাগবত রাধিকানাথ গোস্বামী, গৌরকিশোর দাস, রাজর্ষি বনমালী রায়, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী (শেষোক্ত দুইজন রাধিকা প্রভুর শিষ্য) প্রভৃতি নগর ভ্রমণ ও কীর্তন করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ রামগয়া পাহাড়ে গিয়া পূর্বজন্মের স্মৃতি লাভ করেন ; সেই পুষ্করিণী, সেই নৃসিংহ-

মন্দির, সেই স্থানে দুইটি সন্ন্যাসীর আসন ছিল, সেই বৃক্ষে তিনি 'ওঁ রামঃ' লিখিয়াছিলেন—এ সব মনে পড়িয়া যায়, এবং ঘটনা ও স্থান ঠিক্ মিলিয়া যায়। শান্তিপুরনিবাসী ডাক্তার ৺বিপিন-বিহারী মৈত্র, এম্-বি, নিজে এই বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। (১) তিনি গয়ায় একজন অবিশ্বাসী বিলাতফেরতের পিতার প্রেতাত্মা কর্তৃক পিণ্ডগ্রহণের কথা বিবৃত করিয়াছেন।

কানপুরে বিজয়কৃষ্ণ সশিষ্যে কয়দিন শান্তিপুর-সন্তান কবি, ভক্ত ও সুগায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় থাকেন। ইনি প্রাতে ও রাত্রে স্বীয় রচিত গীত দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিতেন। যদিও ইঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তথাপি কয়দিন বেশ আনন্দে অতিবাহিত হয়। ইনি রেলের কর্মোপলক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন। ইনি আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন গায়ক ছিলেন, এবং উক্ত সমাজের গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহারই নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইঁহার বালিকা কন্যার গানে তুষ্ট হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন। (২) ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ—সঙ্গীতহার (১ম ভাগ, ১২৮৮ ; ২য় ভাগ, ১৩০০)। 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকে ইঁহার পাঁচটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি জামালপুর ও কানপুর নাট্যসমাজ কর্তৃক অভিনীত 'রাবণবধ'

---

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(২) সদ্‌গুরুসঙ্গ ; ত্রৈলোক্যনাথ দেব—অতীতের ব্রাহ্মসমাজ (পৃঃ ২৭) ; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ চৈত্র, পৃঃ ৯৩৪

ও 'রামাভিষেক' নাটকের কতকগুলি গীত রচনা করিয়া দেন। ইঁহার একটি গীত 'যুবকে' (১) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার 'সঙ্গীতহার, ১ম ভাগ' দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "আমি যতদূর সাধ্য ছন্দে ও স্বরে তোমার গান পড়িলাম, কিন্তু তাহাতে গীত তো সজীব হইল না; ইহার জীবন তোমার কাছে, তুমি গাও, তবে ইহার প্রকৃত ও জীবন্ত ভাব আমি বুঝিতে পারিব।" ইনি ইঁহার পিতা এবং প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (তাঁহার 'সঙ্গীতসার' ও 'কণ্ঠকৌমুদী' নামক পুস্তকের নিকট ইনি ঋণী) ও মহারাজ স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তাঁহার 'Eight Principal Rasas of the Hindus' নামক গ্রন্থের নিকটও ইনি ঋণী) প্রভৃতির নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন, এবং অন্য বহু প্রতিষ্ঠাশালী সঙ্গীতবেত্তার সংস্রবে আসেন।

বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যোগৈশ্বর্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সেই লালবিহারী বসুর ('লাল' বা 'লালজী') কথা এখানে লিখিত হইল। সমগ্র বিজয়-সাহিত্যে ইঁহার স্থান উচ্চ। ইঁহার পিতা শান্তিপুর হাটখোলাপল্লীবাসী রামগোপাল বসু একজন সদাচারী বৈষ্ণব, এবং মাতা ভক্তিমতী কঠোর তপস্বিনী ছিলেন। লাল বিদ্যালয়ে অতি সামান্য লেখাপড়া শিখেন—ইংরাজী যৎকিঞ্চিৎ ও বাংলা মাত্র শিশুশিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) পর্যন্ত। (২) ইনি ছোটবেলা হইতে আউল, বাউল, দরবেশ

(১) ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৬ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ, ১ম খণ্ড

ও সহজিয়া সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইনি জাতিস্মর ছিলেন, এবং ইঁহাতে পূর্বজন্মার্জিত যোগৈশ্বর্য অল্প বয়সেই প্রস্ফুটিত হয়। শান্তিপুরের ৺বেচারাম লাহিড়ী, বি-এল্, লিখিতেছেন (১) যে, ইনি গভীর রাত্রে তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া বিভীষিকা দেখান, এবং ইনিই পরে তাঁহাকে তাঁহার গুরু পূর্বলিখিত গুরুচরণ তরফদারের নিকট লইয়া যান। ইনি অষ্টম বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন, এবং বহু তীর্থ পর্যটন ও সাধুসঙ্গ করেন। ইনি সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি প্রায় ছয় জনের নিকট দীক্ষা লন, এবং কঠোর যোগসাধনে যোগৈশ্বর্য বৃদ্ধি করেন। ইনি পরে বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষিত হন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি যোগে দেহত্যাগ করিয়া যাইতে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারিতেন; একদিন ঐরূপ প্রবেশ করিয়া নির্গমনের পথ না জানায়, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া কোন তীর্থে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। (২) কেহ বলেন যে বাং ১২৯৭ সালের ফাল্গুন মাসে লাল স্বেচ্ছাক্রমে গেণ্ডারিয়ায় তনুত্যাগ করেন। (৩) অন্যমতে, বিজয়কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে, লালজী গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে কয়েকবার আফিং সেবন করেন, সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া ইঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা হয়; পরে ইনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বিজয়কৃষ্ণ নাকি পরে বলেন, "দেহপাতের পূর্বেই তাঁহাকে দেহ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়, সুতরাং অপঘাত-মৃত্যু

(১) সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড

(২) সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড (৩) সদ্গুরুসঙ্গ, ২য় খণ্ড

হয় নাই।" (১) লাল নাকি বলেন, "গোঁসাই এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন ; কতক শিষ্যের ভার শ্যামাকান্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বিহারী নামে পশ্চিমা সন্ন্যাসী গুরুভাইএর উপর এবং বাকী আমার উপরেই আছে।" বিজয়কৃষ্ণ নাকি বৃন্দাবনে এই কথা শুনিয়া বলেন, "বটে, এতটা হ'য়েছে ? বড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ ক'রেছে। মহাপুরুষদের কৃপায় সামান্য একটু সর্ষপ-বিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রছে। খুব শীঘ্রই ঐ কণাটুকু তুলে নিলে, সে যে নিজে কি তখন বেশ বুঝবে। থাম, ব্যস্ততা নাই।" তখন তিনি নাকি আসনে বসিয়াই একটু দক্ষিণে ও একটু বামে নড়েন, লালের সর্বনাশ হয়। ইহার বহুদিন পরে লাল নাকি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে একদিন বলেন, "সেই সময়ে নিয়ত যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ আমার নিকট প্রকাশিত ছিল, তখন থেকে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হ'ল। শক্তির কথা, ঐশ্বর্যের কথা ছেড়ে দাও, এখন ও সব কিছুই নাই ; এখন আত্মরক্ষাও অসম্ভব হ'য়েছে। দিনরাত অনুতাপে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। গুরুজী বলিয়াছিলেন, 'লাল ! সম্পূর্ণ উত্তাপশূন্য হ'লে বহু বিলম্বে মৃত্তিকায় ঘাস জন্মে, তাতে চন্দ্র-কিরণ প'ড়ে এক কণা শিশিরবিন্দু জন্মে ; কিন্তু অভিমান-সূর্যের প্রকাশমাত্রে মুহূর্তমধ্যে তাহা একেবারে শুকিয়ে যায় ; খুব সাবধানে থেকো।' তাঁর বস্তু তিনি দিয়াছিলেন, এখন কেড়ে নিলেন।' (২) কেহ বলেন যে, বিজয়কৃষ্ণ শক্তির অপব্যবহারের জন্য

(১) নবকুমার বাগচী—বিজয়কথামৃত, ২য় ভাগ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ, ২য় খণ্ড

লালকে ভৎর্সনা করিয়া আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গী করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া যান না। তার পর লাল প্রায়ই উন্মাদের মত বেড়ান, ২।৩ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, অবশেষে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১) লাল যে ঐরূপ দম্ভ করেন, বিজয়কৃষ্ণ যে ঐরূপ প্রতিহিংসা লন, এবং তৎপরে লাল যে ঐরূপ অনুতাপ করিয়া আত্মহত্যা করেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। লালের প্রকৃতি ওরূপ হইতে পারে না, এখনও তাঁহাদের বাটীতে প্রাপ্ত তাঁহার লিখিত কতিপয় চিঠি তাঁহার মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। বিজয়কৃষ্ণকেও ওরূপ নিকৃষ্ট স্তরে অবতরণ করান সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বাল্যকালে লাল একবার বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুরে স্থিতিকালে ১।২ দিন বাহ্যজ্ঞানশূন্য (ডাক্তারী মতে মৃত) অবস্থায় থাকেন, পরে চেতনা পান ; তাঁহার মৃত্যুর সময়ও বোধ হয় তিনি ঐরূপ সমাধিমগ্ন থাকেন, এবং উপযুক্ত সময় অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার শব দাহ করা হয় ;—এই কথা লইয়া সে সময় শান্তিপুরে তাঁহার আত্মীয়মহলে বেশ আন্দোলন হয়। উক্তরূপ বর্ণনা লালের বিরুদ্ধ পক্ষের ঈর্ষাপ্রণোদিত বলিয়াই মনে হয়। লালের দেহরক্ষার পরও তাঁহার মুক্তাত্মা ও বিজয়-কৃষ্ণের সংস্রবের কথা লিখিত আছে। বাং ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে যোগমায়া দেবীর, লালের ও গৌরদাস শিরোমণির মুক্তাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

করিয়া ধরিলে, বাস্তবিকই তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাঁহার গুরুর আদেশে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসে। (১)

লাল অনেকের অতীত জীবনের গোপনীয় বিষয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন। যোগজীবন গেণ্ডারিয়ায় ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছেন, লাল জঙ্গল হইতে এক প্রকার শব্দ করিলেন, অমনি যোগজীবন ছুটিয়া লালের কাছে গেলেন,—এইরূপ ঘটনা প্রায় হইত। (২) লাল এক একটি মন্ত্র এক এক দিনে সাধন করিতেন ; সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক পায়ের উপর একভাবে শয়ন করিয়া মন্ত্র জপিতেন। তাঁহাকে অনেকে গুরুর মত দেখিত। নবকুমার বাবু লিখিতেছেন (৩) যে তিনি ওরূপ মনে করিতেন না ; একদিন নাকি লাল তাঁহার ভিতর সূক্ষ্মশরীরে প্রবেশ করেন, এবং কাণ দিয়া বাহির হইয়া যান, উদ্দেশ্য তাঁহাকে আয়ত্ত করা। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বাং ১২৯৬ সালের মাঘ মাসে ঢাকায় দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন (৪) যে লালের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিপত্তিতে কাহারও কাহারও গুরুনিষ্ঠায় খর্বতা ও শোচনীয় পরিণামের সূত্রপাত হয়। তিনি বাং ১২৯৪ সালের মাঘ মাসের দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন যে বিজয়কৃষ্ণ এক দিন শিষ্যসহ ঢাকার ইছাপুর গ্রামে হরিচরণ চক্রবর্তীর বাটীতে কীর্তনের সময় তালে তালে তুড়ি দিয়া হাত নাড়িতেছিলেন ; হঠাৎ সলম্ফে

---

(১) জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) সদ্‌গুরুসঙ্গ, ১ম খণ্ড
(৩) বিজয়কথামৃত, ২য় ভাগ (৪) সদ্‌গুরুসঙ্গ, ১ম খণ্ড।

বাম হস্তে লালকে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করেন, উভয়ে মল্লবেশে বাহ্বাস্ফোটন করিয়া পরস্পরকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন, এবং বহুক্ষণ পরে লাল গোঁসাইজীর চরণতলে পড়িয়া লুটাইতে থাকেন ; ইনিও উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্বক কয়েকবার হরিধ্বনি করেন, এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান।

লাল বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে যাইতেন। বাং ১২৯৬ সালের ফাল্গুন মাসের দৈনিক লিপিতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগলপুরে লালের ঐশ্বর্যপ্রকাশের একটি বিশদ বিবরণ লিখিয়াছেন (১); এখানে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল। ব্রহ্মচারী, হরিমোহন চৌধুরী (বা স্বামী) প্রভৃতি বিজয়কৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যেরা তখন ভাগলপুরে ছিলেন। স্বামীজী কঠোর সন্ন্যাস ব্রত হইতে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন, লালের পুনঃপুনঃ অনুরোধেও কোন ফল হয় নাই। সেই কারণে এবং সকলকে দেখিবার ইচ্ছায় লাল হঠাৎ বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে কম্বল ও লেংটী সম্বল করিয়া ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন ; পথে কানপুরে দুই দিন ছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে গাড়ীতে তুলিয়া দিলে উঠিতেন। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ধর্মস্রোতের প্রচণ্ড তুফান তোলেন। তাঁহার মহাভাব, আসনে সমাধি ও অন্যান্য অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখা যাইতে থাকে। তিনি ধর্মালোচনায় পাণ্ডিত্য দেখাইয়া ধর্মসম্বন্ধীয় কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে থাকেন, এবং

(১) সদ্গুরুসঙ্গ, ১ম খণ্ড

'অহং ব্রহ্ম' মত স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, আরবী ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র হইতে সমর্থক শ্লোকসমূহ অনর্গল আবৃত্তি করেন, এবং প্রাচীন বৌদ্ধ মত ও সনাতন ধর্মশাস্ত্রের মত যে অভিন্ন তাহা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, "দেবব্রতী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভগবদুপাসক মহাত্মাগণ একমাত্র গুরুকৃপাতেই পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন। সদ্‌গুরুর এক পলকের দৃষ্টিসঞ্চারে, একটি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বা এক মুহূর্তের ইচ্ছাশক্তিতে অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়। তিনি নাম প্রচার করিতে ও পাতঞ্জলের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশচন্দ্র সিংহের বাসায় মনোবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি অন্য সময়ে একদিন ব্রহ্মচারীর মৃতা ভগ্নীকে পরলোক হইতে আনাইয়া ইঁহার স্বামীকে দেখান, এবং বলেন, "কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের আভিচারিক ক্রিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা অনিষ্ট হইবে।" তিনি আরও এমন কতকগুলি গুহ্য বিষয় বলেন যাহা কেবল ব্রহ্মচারীর ভগ্নীপতিই জানিতেন; এবং প্রেতের উপদ্রব নিবারণ জন্য বাসায় প্রত্যহ হরিনামকীর্তন, তুলসীসেবা, সাধুসজ্জনের দ্বারা সাধনভজনের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে বলেন।

লাল বরিশাল গাভানিবাসী বাণীকণ্ঠ ঘোষকে 'প্রদর্শনী শেষ কবিতা' (রাহুলকে প্রদত্ত বুদ্ধদেবের উপদেশ) নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। (১) ইহার সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল।

(১) বিজয়কথামৃত, ২য় ভাগ

"উচ্চ সত্যজ্ঞান, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তির উপায়, ব্রহ্মচক্রে প্রবেশ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞান, শেষে নির্বাণ। তিনটি রত্নঃ সঙ্ঘ, ধর্ম, বুদ্ধ—ইহা দ্বারা তিনটি বিষয়, তিনটি অবস্থা ও তিনটি জ্ঞান লাভ হয়। তার পর কয়েকটি নীতি। চারিটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চারিটি নীতি অনুসরণ করিলে চারিটি রোগ যাইবে।" প্রবন্ধটির ভাষা ও ভাবের নমুনা—"বৎস রাহুল, বহু পদার্থকে জ্ঞাত হওয়া যায়, নক্ষত্রের গতি জানা যাইতে পারে, সুশৃঙ্খলা-জ্ঞান লাভ হইতে পারে, অনেক বিষয়ে সুদক্ষ ও নীতি-পরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু গোপনীয় পদার্থকে কে জানিতে পারে বা জানিতে চায়? সুচিকিৎসক বনের মধ্য হইতে অতিশয় গোপনীয় ঔষধের বৃক্ষ আবিষ্কার করিতে পারেন, জ্যোতির্বিদ্গণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলমধ্যস্থ অনেক গুপ্তরত্ন আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু নিত্যগুপ্ত পদার্থকে কে জানিতে চায়? যেখানে সমুদয় পদার্থের সুমিলন হইলেও এক পদার্থের স্থিতি, যেখানে সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, নির্দেশ নাই, অসত্য নাই, ভাবাভাব নাই, সেই একমাত্র নিত্যগুপ্ত পদার্থ। বাহ্য জগৎ ও প্রকাশিত পদার্থের জ্ঞান সকলেই লাভ করিতে চায়, কিন্তু যে নিত্য পদার্থের জ্ঞান-লাভ দ্বারা সমুদয় জ্ঞানলাভ হয়, সেই জ্ঞানলাভের প্রয়াসী অল্প লোকেই।" বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "ঘটনা সত্য, লালের উহা জানিবার ক্ষমতা ছিল।" লালজীর লেখা উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।—

"অর্ধেক হইল, আর সব রইল।

আর তো পারি না, কিছুই জানি না।
মনোযোগ দিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া।
হরিনাম সার, কর একবার।
দুঃখ নাহি রবে, তাহাতে বাঁচিবে।
খুস্ খুস্ গলা, বোল হরিবোলা।
দিনু উপহার, সযতনে ধর।
সফল জীবন, করহ এখন।
শুন মম বাণী, ওহে ঠাকুরাণী।
পাগলামি ক'রে দিনু মুই সেরে।"

গোস্বামীজীর মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব লালই সর্বপ্রথম অপরাপর শিষ্যমণ্ডলীর গোচরে আনেন। বিজয়কৃষ্ণ লালকে ক্রমান্বয়ে তিন দিন শান্তিপুরের সমস্ত দেবতা ও অবতারগণকে নিজ শরীর হইতে আবির্ভূত ও সেখানেই তিরোভূত করিয়া দেখান; এবং তাঁহাকে তাঁহার দেহ হইতে বাহির করিয়া সত্যতপোলোক প্রভৃতি দেখাইয়া আনেন বলিয়া লিখিত আছে। (১) এরূপ বর্ণনায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাত্রা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

লালবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কণ্ট্র্যাক্টর ৺নুটবিহারীর পুত্র রায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাহাদুর, বি-ই, সরকারী পূর্ত বিভাগের একজিকিউটীভ এঞ্জিনীয়ার (বর্ত্তমানে বিহারে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলে কার্য করেন); তিনি বালিগঞ্জে বাটী নির্মাণ করিয়াছেন, এবং সেখানে দুইটি বৃহৎ দোকানের মালিক; তাঁহার স্কুল-জীবন

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

অত্যুজ্জ্বল ছিল—তিনি বি-ই পরীক্ষায় প্রথম হন, এবং এফ-এতে প্রতিযোগী-বৃত্তি পান; তিনি অভিনয় ও ক্রীড়াদিতেও সুপটু ছিলেন। লালের মধ্যম ভ্রাতা ৺বিপিনবিহারী, বি-এ, নানা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং তৎপুত্র ৺সুধীরকুমার, এল্-এম্ এস্, ও শ্রীপুলিনচন্দ্র, এম্-এস্‌সি—ইনি দিল্লীতে কণ্ট্রোলার অব্ অ্যাকাউণ্ট্‌স্ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

স্বামী দেবপ্রসাদ বিজয়কৃষ্ণের আর এক জন বিশেষ প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য। তাঁহার বাটী চন্দননগরে ছিল; পূর্ব নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি-এ, বিজয়কৃষ্ণই তাঁহার নূতন নামকরণ করেন। কলেজে পাঠকালে তাঁহার চাল-চলন সাহেবী ধরণের হইয়াছিল; তিনি পরে পিতার অমতে অধ্যাপক হন। পিতার সহিত মনান্তর ও স্ত্রীপুত্রবিয়োগ তাঁহার সংসারত্যাগের অন্যতম কারণ। তিনি প্রথমে কানপুরে এক ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা লন, এবং ইঁহার সহিত ভারতের নানা তীর্থে পর্যটন করেন। তিনি প্রকৃত সাধক ও শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণের সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট গমন করেন, এবং বোধ হয় স্বামীজীর পরামর্শেই সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তিনি অ্যানি বেসাণ্টের প্রিয় পাত্র ছিলেন। একদিন কানপুরে তাঁহার পিতা তাঁহার মস্তকে পাদুকা আঘাত করেন; কলিকাতায় সেবক মোহিনীমোহন রায় সেই সময় বিজয়কৃষ্ণের জটা বাছিতেছিলেন, হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণ কাতরতাসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার মস্তকে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল। স্বামী

দেবপ্রসাদ পুরীতে বানরবধ-নিবারণ আন্দোলনে শাস্ত্রপ্রমাণাদি সংগ্রহ ও অন্য কার্যের দ্বারা বিজয়কৃষ্ণকে যথেষ্ট সাহায্য করেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য); এবং সপক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ মজুমদার, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অন্যূন ৫০।৬০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরসম্বলিত ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। পুরীতে এক দিন বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদিগকে বলেন, "আমি দেখিতেছি যে তোমাদের মধ্যে ২।১ জনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।" স্বামী দেবপ্রসাদও সেই সময় বলেন যে তিনি যখন সমুদ্রতীরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন শূন্যে সুমিষ্ট সঙ্গীত হইতেছে। তার পর স্বামীজী অন্তর্হিত হন। বিজয়কৃষ্ণ এই সংবাদ শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন, এবং বলেন, "শাস্ত্রে আছে যে মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্সরাবিদ্যাধরীগণ নৃত্যগীত করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। দেবপ্রসাদ পরম পদ লাভ করিয়াছেন।" মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৪ বৎসর হইয়াছিল। (১)

বিজয়কৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠার আরও কতিপয় উদাহরণ লিখিত হইল। বাং ১২৭১ সালের ১৬ই আশ্বিনের প্রলয়ঙ্কর বাত্যা ও বৃষ্টিতে কলিকাতার সমূহ ক্ষতি হয়, রাজপথে কোমর পর্যন্ত জল জমে এবং যানবাহনাদির অভাব হয়; সে দিন সন্ধ্যার সময়

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৩১ মাঘ, পৃঃ ২৩০; অমৃত ও জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ একরূপ সাঁতরাইয়া ঐ দুর্যোগে সেখানে গিয়া উঠেন, এবং আর কেহ না থাকায়, একাই উপাসনা করিয়া চলিয়া আসেন; তিনি পথে দেখেন যে কেশবচন্দ্র পাল্কী করিয়া যাইতেছেন; তিনি পুনরায় সেখানে যাইয়া দুই জনে উপাসনা করেন। ইহার পর দিন তিনি শান্তিপুর গমন করেন। পরে কলিকাতায় মৌনাবস্থায় তিনি এ সময়কার বিবরণ এইরূপ লিখিয়া দেন—"পথে দেখিলাম যে অসংখ্য নৌকা ডুবিয়াছে; বহু মৃতদেহ ভাসিতেছে; এক স্থানে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা একটি স্ত্রীলোক, এবং অন্য স্থানে কোটপ্যাণ্টপরিহিত একটি বাবু (সঙ্গে ঘড়ীর চেন ও নোট) পড়িয়া আছে; গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, শেয়াল জলে ভাসিতেছে বা রাস্তায় পড়িয়া আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।" এই সময়েই কলিকাতা টাকশালের অধ্যক্ষ পিডিংটন সাহেব cyclone কথাটির সৃষ্টি করেন। (১) একবার শান্তিপুরের সুচিকিৎসক ৺অভয়াচরণ বাগচী 'মুদ্গর'-সম্পাদক ৺শ্যামাচরণ সান্যালের নামে আদালতে মানহানির অভিযোগ করিলে বিরুদ্ধ পক্ষ বিজয়কৃষ্ণকে সাক্ষী মান্য করে; ইনি শপথ লইবার সময়, 'ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া' এই বাক্য বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, এবং 'ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া' এইরূপ বলিতে স্বীকৃত হওয়ায়, ইহাকে সেইরূপই বলিতে অনুমতি দেওয়া হয়। (২) এ ঘটনা অবশ্য

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮ মাঘ, পৃঃ ১৩১

(২) বঙ্কবিহারী বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পৃঃ ১৮৫, ২য় সংস্করণ)

ইঁহার সাধন-জীবনের প্রথমাবস্থায় ঘটে। একবার সেরেস্তাদার চন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বাসায় গিয়া তিনি চা খাইতে আসিয়াছেন এই সত্য কথা বলেন ; ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। (১)

বিজয়কৃষ্ণের দয়াদাক্ষিণ্যের আরও কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইল। বাং ১২৭৫।৬ সালে কেশবচন্দ্রকে পূজাকরণের প্রতিবাদে শান্তিপুর গমন করিয়া (পূর্বে দ্রষ্টব্য) বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান ও গঙ্গাতীরে আরাধনা ও ধ্যানাদি করিতেন, এবং বৈকালে সেখানে যাইয়া অধিক রাত্রে বাটী প্রত্যাগমন করিতেন। তিনি নিম্নলিখিত পদটি প্রায়ই সুর করিয়া গাহিতেন।—

পরিপূর্ণমানন্দম্ ।
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনসং বাচো বাচং
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্॥

কে যেন পিছন হইতে প্রায়ই 'আবার গাও' বলিত ; কিন্তু তিনি গান করিয়া ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। (২) তিনি বলিতেন, "খুব ভক্তির সহিত পূজা ক'রলে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা প'ড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'ল। জল একটু খেয়ে দেখলাম, মিষ্টি-মধুর গন্ধ।" প্রমাণ—"মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" (৩) আর একবার বাং ১২৯৫

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৩ ভাদ্র, পৃঃ ৩৭৩
(২) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩) সদ্‌গুরুসঙ্গ

সালে তিনি যখন কয়েক মাস শান্তিপুরে থাকেন, তখন তাঁহার দৈনন্দিন কার্যতালিকা এইরূপ ছিল—ব্রাহ্মমূহূর্তে সশিষ্যে গঙ্গা-তীরে প্রাণায়াম সাধন ও স্নান, গৃহে আসিয়া চা পান ও শাস্ত্র-পাঠ, মধ্যাহ্নে আহারের পর ভজন, ঔষধসেবন, বৈকালে গঙ্গা-তীরে ভ্রমণ, এবং রজনীর আহার ও শয়ন। যাহা হউক্, প্রথমোক্ত বারে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তিনি দরিদ্রদিগকে বিনা পয়সায় দেখিতেন, কম মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেন, এবং বহু রোগীর সেবাশুশ্রূষা নিজে করিতেন। কঠিন দুশ্চিকিৎস্য রোগী বা তাহার আত্মীয় অন্য চিকিৎসক থাকিলেও তাঁহার নিকটই ছুটিয়া আসিত। কথিত আছে যে তিনি অনেক ঔষধের ব্যবস্থা স্বপ্নে ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মুক্তাত্মার নিকট হইতে পাইতেন; তিনি এজন্য কাগজ, পেন্সিল ও দেশলাই কাছে রাখিয়া শয়ন করিতেন। একবার শান্তিপুরে বিসূচিকা হয়, তিনি উক্তরূপে স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ (স্যাণ্টোনাইন ও সোডা—কারণ সেবার রোগ কৃমি হইতেই উৎপন্ন হয়) দিয়া বহু লোককে বাঁচান। (১) একবার গুপ্তিপাড়ার একটি মুমূর্ষু রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকা কালে, রোগীর আত্মীয়ের সকালে আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবার কথা থাকে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেহ আসে না; তখন তিনি নিজেই ঔষধ লইয়া সেই দুর্যোগে বাহির হন, বহু কষ্টে নদীতীরে গিয়া দেখেন যে খেয়ার নৌকা নাই, কাজেই

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

শিশি বস্ত্রে জড়াইয়া ও বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া নদী সন্তরণ করিয়া পার হন, এবং রোগীর বাটী ঔষধ দিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে শান্তিপুরের কতকগুলি লোকে সভা করিয়া তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হইবে না বলিয়া নির্ধারণ করে। যাহারা তাঁহাকে ডাকিত উহারা তাহাদের কটু বাক্য বলে ও ভয় প্রদর্শন করে। তথাপি মেয়েরা প্রাণের দায়ে তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে। এই সব দুষ্কৃতকারীরা পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। (১) যাহা হউক্, প্রচারকার্যে ব্যাঘাত হওয়ায়, বিজয়কৃষ্ণ চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

একবার কলিকাতায় কোন ধনী লোক তুচ্ছ কারণে তাহার ভৃত্যকে গুরুতর প্রহার করে, বেত্রাঘাতে বেচারীর শরীর ফুলিয়া উঠে ও স্থানে স্থানে রক্তপাত হয়; বিজয়কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। এক সময় উমাপদ রায় নামীয় এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ভৃত্যের পীড়ার সময় চিকিৎসক আনাইয়া এবং সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে নিরাময় করেন; ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার প্রশংসা করেন, এবং নিজে গিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। এক দিন কলিকাতায় এক ভদ্রলোক মুটেকে তাহার প্রার্থিত পারিশ্রমিক না দিয়া প্রহার করে; বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে উক্ত পারিশ্রমিক দিয়া সান্ত্বনা করেন। একবার ঢাকায় কোন ধনী কন্যাদায়গ্রস্ত প্রার্থী এক ব্রাহ্মণকে প্রথমতঃ জুতা মারিয়া তাড়াইয়া দেয়, পরে

(১) নবকুমার বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

লোকের কথায় তাহাকে ডাকাইয়া ৩০০৲ টাকা দেয় ; বিজয়কৃষ্ণ শুনিয়া বলেন, "এইরূপ দানের কোন মূল্য নাই ; ইহারই নাম গরু মারিয়া জুতা দান," এবং গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের প্রাচীরে নিজে লিখিয়া রাখেন, "য্যাসা দিন নেহি রহেগা," "স্বকর্মফল-ভুক্ পুমান্"। (পূর্বে দ্রষ্টব্য) বিজয়কৃষ্ণ যখন রেলে, স্টিমারে বা অশ্বযানে যাইতেন, তখন মুটে, মাঝি ও গাড়োয়ানদিগকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিতেন ; একবার এক শিষ্য এ সম্বন্ধে বলিলে তিনি উত্তর দেন, "ইহাই অর্থের সদ্ব্যবহার, ইহাদিগকে কিছু দিতে পারিলেই ভাল।···আমরা যাহা করিতে পারি না ইহাদের দ্বারা তাহাই করাইয়া থাকি। আমাকে ঐরূপ একটি মোট কি তোরঙ্গ মাথায় করিয়া আনিতে হইলে কি ক্লেশই না পাইতে হয়! ইহা লোকে ভাবে না ও বুঝে না। চাকরের অসুখ হইলে অনেকে তাহাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। তাহারা যখন খাটিতে পারে তখনই আদর, অসুখের বেলায় নয়, ইহা অত্যন্ত স্বার্থপরতা। সেই অবস্থায় উহাদের সেবা করিয়া রোগের ঔষধ ও পথ্য দিলে তবে ধর্মরক্ষা হয়।" (১) তিনি একবার বরিশালে উপহৃত মূল্যবান্ শীত বস্ত্র পথে শীতক্লিষ্ট এক ব্যক্তিকে দান করেন। একবার বাহিরে সাঁকোর তলে এক জন শীতে কষ্ট পাইতেছে তিনি ঘরের ভিতর হইতে তাহা অনুভব করিয়া শীতে কাঁপিতে থাকেন, এবং অনুসন্ধানের পর উহার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া শান্ত হন।

(১) বিজয়া, ১৩২১ শ্রাবণ, পৃঃ ১০০৬-৭

তিনি দীন, দুঃখী, আতুর, অভুক্ত ও দায়গ্রস্ত লোককে কখনও নিরাশ করিতেন না। তিনি অসহায় রুগ্ন ব্যক্তির জন্য নানারূপ সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপদেশ—"গৃহস্থদিগের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। ইহা ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। পঞ্চযজ্ঞ—দেবযজ্ঞ (উপাসনাদি), ঋষিযজ্ঞ (সৎগ্রন্থাদি পাঠ), পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধতর্পণাদি), প্রাণীযজ্ঞ (পশুপক্ষীবৃক্ষদের উপযোগী আহার্য দান), ও আত্ম- বা মনুষ্যযজ্ঞ (দান)।" ভারত-আশ্রমে থাকিবার সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মের প্রতি কর্তৃপক্ষ দুর্ব্যবহার করায়, তিনি ইহার প্রতিবাদে আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাঘাঁচড়ায় গিয়া কিছু দিন থাকেন; সেখানে তিনি প্রত্যাদেশ পান, "তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না; গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।" তাঁহার ধর্মোপদেশ, দীক্ষাদান ও জ্বলন্ত আদর্শে বহু ক্লিষ্ট ব্যক্তির সান্ত্বনা মিলিয়াছে। তিনি একবার মেথরকে প্রণাম করিয়া বলেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই'; তিনি মেথরাণীকে 'মা' বলিতেন; শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী-কুমার দত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে। এই সূত্রে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—তিনি অনেক সময় শান্তিপুরস্থ এয়ার মহম্মদের মসজিদে গিয়া ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। (১) এই সাম্যবোধই তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য ও মানবপ্রীতির মূল। অনেক সিদ্ধ ফকির এইজনা তাঁহার ধর্মবন্ধু ছিলেন। একবার এক সিদ্ধ ফকির ট্রেণের যে কামরায় বিজয়কৃষ্ণ বসেন সেখান

(১) যুবক, ১৩২৩ শ্রাবণ

হইতে তাঁহাকে সরাইয়া অন্য কামরায় বসাইয়া দেন ; পরে গাড়ীর উক্ত কামরা অন্য কতিপয় কামরা সমেত সংঘর্ষের ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি আতিবাহিক দেহধারী মহাপুরুষদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিজে মধ্যে মধ্যে প্রচুর ভোজন করিতেন। (১) সাধারণত নিদ্রাজয়ের ন্যায় তিনি আহারের পরিমাণও কমাইয়া দিয়াছিলেন। শিষ্য দূরদেশ হইতে অনাহারে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছে ইহা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া তিনি একবার রাত্রি ১১টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধার্তের ন্যায় আহার করেন, ইহাতে পথিমধ্যে উক্ত শিষ্যের কষ্ট নিবারিত হয়। বাং ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে শান্তিপুরে এক দিন তিনি ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন ; শিষ্য নবকুমার বাগচী জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন (২), 'কথা শুনিতেছি না, স্বর ভাল লাগে তাই শুনিতেছি'; তৎপরে ইনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন, এবং গ্রীষ্মে ঘর্মাক্তকলেবর হন ; ইনি পরে চক্ষু মেলিলে দেখিতে পান যে গুরুদেব ভাগবত চাপা দিয়া ইঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছেন, এবং পুনরায় চক্ষু মুদিত করিয়া কিছুক্ষণ এই গুরুকৃপা ভোগ করেন। গ্রন্থান্তরে (৩) এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম রহিয়াছে, নবকুমার বাবুর নাম নাই। এইবার শান্তিপুরে শিষ্য সত্যচরণ গুহ সেবাসত্ত্বেও উদরাময় রোগে মারা যান। বিজয়কৃষ্ণ শিষ্য-দিগকে বলিতেন, "নিজেকে যেমন পাপী ভাব, আমাকেও

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) বিজয়কথামৃত (৩) সদ্‌গুরুসঙ্গ ; অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

তেমনি মনে করিবে।...গুরু শিষ্য একত্র হইয়া ক্রন্দন করিলে ভগবান্ প্রকাশিত হন।...আমরা সব (তিনি ও শিষ্যগণ) একই,—আমরা সকলে ধর্মার্থী হইয়া একত্র বাস করিতেছি।... ভগবান্ই একমাত্র গুরু। তিনিই এক জনের মধ্য দিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।" (১)

বিজয়কৃষ্ণের তেজস্বিতা, ভগবদ্বিশ্বাস ও নিরপেক্ষশীলতার অতিরিক্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইল। ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মতান্তর হওয়ায়, বিজয়কৃষ্ণ উক্ত সমাজ কর্তৃক নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া শান্তিপুর গমন করেন। সে সময় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং তিনি আর্থিক অসচ্ছলতাও ভোগ করেন। তথাপি তিনি কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন না; এমন কি, ঢাকা হইতে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ব্রজ-সুন্দর মিত্র সাহায্য করিতে চাহিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্বাস্থ্যলাভের পর কলিকাতায় আগমন করেন। ঐ সময়ে শান্তিপুরে পূর্বলিখিত (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ঘটনা ব্যতীত আর একটি ঘটনা ঘটে। বিজয়কৃষ্ণ এক দিন নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পান যে ধাঙ্গড়েরা তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ আবর্জনা পরিষ্কার করিতেছে; তখন তিনি উহাদিগকে প্রথমত অন্য স্থলের অধিক ময়লা পরিষ্কার করিয়া আসিতে বলেন। বঙ্ক বিহারী বাবু ও নবকুমার বাবু (২) তাঁহাকে যথাক্রমে সেই সময়কার কমিসনার ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান বলিয়া লিখিয়া ভ্রম

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২) পূর্বোক্ত গ্রন্থে

করিয়াছেন। তিনি ১২৭৯ সালে আর একবার কুচবিহার হইতে হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যলাভার্থ শান্তিপুরে আসেন।

শান্তিপুর সম্বন্ধীয় আরও কতিপয় ঘটনার বিবরণ লিখিত হইল। ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতায় মৌনাবস্থায় জিজ্ঞাসিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়া দেন—"স্মার্ত ও বৈষ্ণব দুই মতের একাদশীর উপবাস। গৃহীদের দশমীবিদ্ধ একাদশী অর্থাৎ স্মার্ত মতে করা ভাল। ভেকধারী বৈষ্ণবেরা দ্বাদশীযুক্ত একাদশী করেন। শান্তিপুরের গোস্বামীরা প্রথমোক্ত একাদশী করেন, এবং স্মৃতিমতে চলেন। নিত্যানন্দ-বংশের গোস্বামীরা বৈষ্ণব মতে একাদশী করেন।" (১) প্রতিলিপিকারকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্মার্ত ব্যবস্থা এইরূপ—"সা চ পরযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" "একাদশীমুপবসেৎ দ্বাদশীমথবা পুনঃ। বিমিশ্রাং বাপি কুর্বীত ন দশম্যাযুতাং ক্বচিৎ॥" (২) "দশম্যেকাদশী যত্র তত্র নোপবসেদ্‌বুধঃ। অপত্যানি বিনশ্যন্তি বিষ্ণুলোকং ন গচ্ছতি॥" (৩) দশমীসংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করায় গান্ধারীর শত পুত্র বিনষ্ট হয়। (৪) 'দশমীবিদ্ধ' কথার ভিন্ন মতে ভিন্ন রূপ অর্থ আছে। অরুণোদয়ের পরে কিছুকাল দশমী থাকিলে, স্মার্তগণ ও বৈষ্ণবগণ সে দিনে একাদশী করেন না; কিন্তু অরুণোদয়ের পূর্বে যদি চারি দণ্ড পর্যন্ত দশমী থাকে

---

(১) সদ্‌গুরুসঙ্গ (২) সৌরধর্মোত্তরে (৩) বশিষ্ঠঃ

(৪) স্কন্দ, বিষ্ণু, কার্তিকেয় পুরাণ; শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ

এবং অরুণোদয়ের পরে না থাকে, তবে গোস্বামীমতে পরাহে ব্যবস্থা, এবং সে ক্ষেত্রে স্মার্তগণ (ও শান্তিপুরের গোস্বামীগণ অন্ততঃ বিধবারা) সেই দিন একাদশী করেন। "অরুণোদয়-বিদ্ধত্বাৎ গোস্বামীমতে পরাহে।" "উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।" "দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ। নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবেন তদ্ধি নৈকাদশীব্রতম্॥" (১) বিজয়কৃষ্ণ উপদেশ প্রদানকালে বলেন যে শান্তিপুরে দুটি ছেলেমেয়েতে ভালবাসা থাকে ; মেয়েটির বিবাহ হইলে ছেলেটি সর্বত্যাগী হইয়া রামনামে দীক্ষা লয় ; সে রামজীর সম্মুখে বসিয়া জপ ও অশ্রুবর্ষণ করিত, রামজীকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইত, এবং রামজী না খাইলে দুই তিন দিন না খাইয়া বসিয়া থাকিত ; শেষে ছেলেটি মারা যায়। (২) তদানীন্তন ব্রাহ্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ একবার ১২৮৭ সালে শান্তিপুর গমন করেন ; সেবারে কৃতবিদ্য লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে তিনি আরও কিছু দিন সেখানে থাকেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। (৩) কৃষ্ণনগরনিবাসী ব্রাহ্ম মধুসূদন লাহিড়ীর পিতা শান্তিপুরে দেহত্যাগ করিলে, তিনি পিতার ব্রাহ্মমতে আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে মানস করেন ; কিন্তু শান্তিপুরে এ বিষয়ে তিনি উৎসাহ পান না। (৪)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম সম্পাদক

(১) গরুড় পুরাণ ; রঘুনন্দন—তিথিতত্ত্বম্ (একাদশীতত্ত্বে উদ্ধৃত)

(২) সদ্গুরুসঙ্গ (৩) সোমপ্রকাশ, ১৯.৪।১২৮৭।

(৪) ভবসিন্ধু দত্ত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ২৬৭)

এবং পরে সভাপতি কোন্নগরবাসী দাতা ও সৎকর্মশালী ৺শিবচন্দ্র দেবের সহধর্মিণী পরোপকারিণী দাত্রী স্বর্গীয়া অম্বিকাসুন্দরী দেবীকে বিজয়কৃষ্ণ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন। উঁহার সম্বন্ধে তিনি এক দিন শিষ্যবর্গকে বলেন, "যে মেয়েমানুষটি আসিয়াছেন, ইনি সাধারণ মেয়েমানুষ নন, তোমরা ইঁহার পায়ের ধূলা লও। মুনি-ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়া যে ভগবান্‌কে লাভ করেন, ইনি মা, বাপ, শশুর ইত্যাদি গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিয়া এবং স্বামি-ভক্তি দ্বারা সেই ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন।" ইঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইনি এক দিন বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, "আমি এখন আমার সন্তানদিগকে রাস্তার মুটিয়ার সহিত সমদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি।" (১) প্রসিদ্ধ ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিজয়কৃষ্ণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ দুঃখ করেন যে ইহাতে ঈশ্বরের কোন কথা নাই; তজ্জন্য ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে লিখিত হয়— "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেবের কলিকাতা-ঝামাপুকুরের বাসায় বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণদেব, নরেন্দ্র-নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ধর্মচর্চা ও কীর্তনাদি করিতেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য); ত্রৈলোক্য বাবুর গ্রন্থে (৩) সে সব বর্ণিত হইয়াছে; বিজয়কৃষ্ণ ত্রৈলোক্যবাবুর পুত্র সত্য-

(১) মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৫ ফাল্গুন, পৃঃ ৩৮

(২) বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃঃ ৮১ (৩) অতীতের ব্রাহ্মসমাজ

সুন্দরের নামকরণ করেন ; ইনি লেখক, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সি-ই, এবং মাণিকতলা ও বেঙ্গল পটারি ও মহীশূর চীনামাটির কারখানায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তকে [পরে শিষ্য (১)] বলেন, 'কর্ম করিতেছেন, খুব করুন।' তিনি তদানীন্তন সংশয়বাদী রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে বলেন, "মহাপ্রভু আপনার দ্বারা কিছু কার্য করাইবেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র আপনাকে আলোচনা করিতে হইবে।" (২) পূর্বলিখিত চিরঞ্জীব শর্মা দিনাজপুরে বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা শুনিয়া নিজের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন বোধ করেন, এবং শান্তিপুরে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পরে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও চিরঞ্জীব একত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে প্রচারকার্যে গমন করেন। (৩)

বিজয়কৃষ্ণের অন্যান্য অগণ্য শিষ্যদিগের মধ্যে আলিপুরের সরকারী উকীল ৺হেমেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্রগণ, রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল ৺প্রমথনাথ বসু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('Dawn'-সম্পাদক), ব্যারিস্টার জে-এন-রায়, ডাঃ বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সিভিল সার্জেন্ট), সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (পুরী-মঠের ভূতপূর্ব সেবায়েত), সুগায়ক ও লেখক রেবতীমোহন সেন, সরলনাথ গুহ, অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ, কিরণচাঁদ

---

(১) বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ), ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৫৩ (২) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য

দরবেশ, চারুচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হেমেন্দ্রবাবু নিজ বাটীতে গুরুদেবের মূর্ত্তি ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে এবং অন্যান্য ভক্তগণ ব্রজগোপাল-পৌত্র ৺সীতানাথ-প্রবর্ত্তিত বিজয়কৃষ্ণ-উৎসবে (পূর্বে দ্রষ্টব্য) শান্তিপুরে গমন করেন। ভক্তদের দয়ায় ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরাদি এখন সুবৃহৎ অট্টালিকায় পরিণত; এই অনুষ্ঠানের প্রধান দাতা যোগজীবন-শিষ্য নোয়াখালির জমিদার নরেন্দ্রকিশোর রায়। শান্তিপুরে ও অন্যত্র রেবতীবাবুর যে গীত শ্রবণে বিজয়কৃষ্ণ ভাবোন্মত্ত হইয়া যাইতেন এবং যাহা শ্রবণের জন্য ঘরে বাহিরে লোকের সঙ্ঘট্ট লাগিয়া যাইত তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব হৃদয়স্বামি।
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, গোপীজনগণ সনে,
তোমার নিত্যপদ সেবি,' প্রভু,
কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি' শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
আমার পাপ-পরিতাপ যাবে,
জুড়াব তাপিত প্রাণী॥
অখিল লীলারসে, ডুবাব মানস হে,
আমি সকলি ভুলিব,
কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।
(আমায় আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে)

পিরিতির সেজ, হৃদয়ে বিছাব হে,
রসে মিশামিশি হ'য়ে,
হব আমি তুমি, তুমি আমি ॥

ময়মনসিংহ কলাবাধা গ্রামে শিষ্যা পদ্মমণি বিজয়কৃষ্ণের নিত্য সেবা পরিচালন করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ-স্মৃতি উৎসব এখন নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়; শান্তিপুরেও মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে এই উৎসব পালিত হয়, এ বিষয়ে শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক ভারতীর নিয়মিত চেষ্টা প্রশংসনীয়। এ সকলের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ কর্মী ও বক্তা শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল তাঁহার হস্তলিখিত পদ্যময় 'সদ্‌গুরুলীলামৃত' নামক গ্রন্থ ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া পাঠ করেন, এবং ভাগলপুরে হিন্দীতে মৌখিক অনুবাদ সহ উহার ব্যাখ্যা করেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রায় ১০,০০০ (হিন্দুস্থানী সমেত) এবং কুলদানন্দের প্রায় ২,০০০ শিষ্য আছে; ঢাকার সৈন্যবিভাগীয় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ক্যাম্পবেল সাহেব বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন।

এখানে আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত হইল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন, "আমার মনে হয় ধর্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। একটি লোক দেখিয়াছিলাম তিনি সাধু বিজয়-কৃষ্ণ। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।" শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম আর কি প্রচার করিব!

গোঁসাইজীকে একটি আসনে করিয়া লইয়া দেখাইলেই বলা হইল.—এই দেখ আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।" রাজনারায়ণ বসু বলেন, "(গোস্বামী মহাশয়) যে এক দিন এখানে ছিলেন তখন তাঁহার সহবাসে কি পর্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল।...আমি তাঁহাকে এক জন প্রকৃত সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করি, মতবিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি।" ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এক দিন বিজয়কৃষ্ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলে, মহর্ষি "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" বলিয়া প্রতিনমস্কার করেন, এবং বলেন, "যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম, তাঁহাদের কথা অন্তর স্পর্শ করে, নতুবা কথা উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক্, তাহাই সত্য। আমার অন্তরের কথা কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝ তাই তোমাকে বলি। ঈশ্বরকে যেমন ভাবে চাই, তেমন ভাবে এখনও পাই নাই, বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া তিনি অদৃশ্য হন, প্রাণ আমার ধড়ফড় করে। (মহর্ষির ক্রন্দন)...প্রেমভক্তিই তাঁহাকে পাবার একমাত্র উপায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন এই চারিটি এক সঙ্গে না থাকিলে ঠিক্‌মত ধর্মলাভ হয় না।...তুমি ঠিক্ ধর্মলাভ করিয়াছ।...তোমাকে আশীর্বাদ করিতে পারি না, তোমাকে শ্রদ্ধা করি।...(বিজয়কৃষ্ণ মহর্ষিকে গুরু বলিলে) পাঠশালার

গুরুর শিক্ষাধীনে থাকিয়া ছাত্র পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করে; তখন পাঠশালার গুরুকে গুরু বলিলে যেরূপ হয় ইহা সেইরূপ হইতেছে।" (১) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা লিখিতেছেন, "গোস্বামী মহাশয়ের সাধনপ্রণালীতে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই। গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসী, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকলেই এই সাধন-প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তসংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও ভক্তিই এই সাধনার লক্ষ্য; এবং ভগবান্ই চরম লক্ষ্য।...গোস্বামী মহাশয় এই প্রাচীন ও নবীনের মিলন করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন সাধনার সঙ্গে নবীনকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আজি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বাঙালা দেশের সাধু ও সাধকদিগের ঐকান্তিক মিলন ঘটিয়াছে, নবীন প্রাচীনের অনুগামী হইতেছে, গোস্বামী মহাশয়ই ইহার প্রধান কারণ। আজি যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ধর্মার্থী বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষগণের কৃপা লাভ করিতেছেন, গোঁসাইজীই ইহার প্রবর্তক ও নিয়ামক।...আমি পশ্চিমের সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, বঙ্গভূমি বড়ই ভাগ্যবতী, কেন না সেখানে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ (২) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" (৩)

বিজয়কৃষ্ণ নিজ সংগৃহীত শাস্ত্রগ্রন্থাদি পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেন। কোন গ্রন্থ সেবক কর্তৃক বিপরীতভাবে রক্ষিত হইলে

---

(১) বঙ্ক বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ; প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা (৪র্থ সংস্করণ)

(২) আধুনিক যুগে (৩) প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা

তিনি ব্যথিত হইতেন, এমন কি, সে ঘরে না গিয়াও উহা কিরূপভাবে আছে বলিয়া দিতে পারিতেন। নিম্নে উক্ত গ্রন্থাদির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল, উহার মধ্যে হস্তলিখিত পুথি, মুসলমানী গ্রন্থ এবং তাঁহার নিত্যপাঠ্য পুস্তকগুলিরও নাম আছে। (১)

অদ্বয়তত্ত্বপ্রকাশিকা	গোপালতাপনী
অদ্বৈতপ্রকাশ	ছান্দোগ্য
অর্জুনগীতা	তলবকার
অষ্টাদশ সংহিতা	তৈত্তিরীয়
অষ্টাবক্র সংহিতা	নৃসিংহতাপনী
অষ্টাবিংশ স্মৃতি	বৃহদারণ্যক
আত্মতত্ত্বপ্রকাশ	মুণ্ডক
আত্মবোধ	শ্বেতাশ্বতর
আপস্তম্ব সংহিতা	ঊর্ধ্বাম্নায় সংহিতা
আরতি-সংগ্রহ	কাব্যসংগ্রহ
ঈশান সংহিতা	কৃষ্ণকর্ণামৃত
উপনিষৎ—	গীতগোবিন্দ
অথর্ব	গুরুপাদুকাস্তোত্র
ঈশাদি অষ্ট	গুরুপীযূষলহরী
,, দশ	গোরক্ষ সংহিতা
ঐতরেয়	গ্রন্থসাহেব

(১) অমৃতবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ঘেরণ্ড সংহিতা
চৈতন্য (শ্রী) ও রাধাকৃষ্ণের
একত্র স্মরণমনন
চৈতন্যচন্দ্রামৃত
চৈতন্যচরিতামৃত
চৈতন্যভাগবত
জীবন্মুক্তিবিবেক
তন্ত্র—
গৌতমীয়
তন্ত্রসার
ঐ বৃহৎ
নিরুত্তর
পিচ্ছিলা
ভূতডামর
ঐ বৃহৎ
মহানির্বাণ
মাতৃকাভেদ
যোগিনী
রুদ্রযামল
দণ্ডক
দোহাবলী
নরসিংজীকা দোহা

নানকবিজয় ও মহানাটক
নারদপঞ্চরাত্র
ঐ সূত্র
ঐ স্মৃতি
নীতিপয়োধি
পঞ্চরত্নগীতা
পদকল্পতরু
পবনবিজয়স্বরোদয়
পরমার্থসার
পার্বণশ্রাদ্ধবিধি
থি—
চিদ্‌ঘনানন্দের গীতা
জৈমিনী ভারত
পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য
রামপদ্ধতি
রাসপঞ্চাধ্যায়
শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শন
সনৎকুমার কার্তিক-
মাহাত্ম্য
সনৎপূজানিয়ম
সুদামাচরিত
সেবকের নিবেদন

পুরাণ—

অগ্নি
আত্ম
আদি
কল্কি
কালিকা
কূর্ম
গণেশ
গরুড়
দেবী
নৃসিংহ
পদ্ম
বরাহ
বামন
বায়ু
মৎস্য
মার্কণ্ডেয়
লিঙ্গ
শিব
সূর্য
স্কন্দ

বৃহদ্ধর্ম
বৃহৎস্বয়ম্ভু
বৃহন্নারদীয়
ব্রহ্মবৈবর্ত
ভবিষ্য
ভাগবত

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য
প্রেমসাগর
বস্তুবিচার
বিচারসাগর
বিজয়পত্রিকা
বীজক কবীরদাস
বৃত্তরত্নাবলী
বৃন্দাবন-দর্পণ
ঐ বিহার
বৃহৎসংহিতা
বৈষ্ণব ধর্মশিক্ষা
ব্রজবিহার
ব্রহ্মসংহিতা
ভক্তমাল
ভক্তিরত্নাকর

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
ভজনরত্নাকর
ভাগবত-কৌস্তুভ
মনুসংহিতা
মনঃশিক্ষা
মহাবাক্য-প্রারম্ভ
মহাভারত
মাধ্যন্দিন মন্ত্রসংহিতা
মুসলমানী গ্রন্থ—
আকলা কলআটলির
আছরার ছালাত
আমছেপারা
কোরাণ সরিফ
ছিছিরদরবেশনামা
বড় জঙ্গনামা
সহিদেকোর বালা
হেদায়েতল এছলাম
যজুর্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায় শ্রুতি
রঘুনন্দন-স্মৃতি
রাগকল্পদ্রুম বৃহৎ
ঐ রত্নাকর
রামায়ণ অদ্ভুত
রামায়ণ অধ্যাত্ম
ঐ তুলসীদাসের
ঐ বাল্মীকির
ঐ যোগবাশিষ্ঠ
লঘুভাগবতামৃত
শাণ্ডিল্যসূত্র
শাস্ত্রশতক
শিবতাণ্ডবস্তোত্রং
শ্যামসাগর
ষট্‌চক্র
ষট্‌সন্দর্ভ
সভাবিলাস
সর্বদেবদেবীপূজাপদ্ধতি
সুতসংহিতা
সুন্দরবিলাস
স্তোত্ররত্নাকর বৃহৎ
হঠযোগপ্রদীপিকা
হনুমানাষ্টক
হরিবংশ
হরিভক্তিবিলাস

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবারবর্গ

"বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"—বৈদিক মন্ত্র

স্বর্গীয়া যোগমায়া দেবীর কথা ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি বিবাহকালে শিশু থাকায় শিশুজনোচিত কৌতুককর ঘটনাসমূহের অভিনয় করিয়া ফেলিতেন। স্বর্ণময়ী যোগমায়া দেবীর বিবাহের পূর্ব হইতেই ইঁহাদের পরিবারে সাহায্যদান করিতেন। এই বিবাহের পর শ্বশ্রূঠাকুরাণী ইঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা কন্যা সহ বিজয়কৃষ্ণের সংসারভুক্ত হন। (১) যোগমায়া দেবী সরলহৃদয়া, ধীরস্বভাবা, ধর্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী, সদানন্দময়ী, দুরবস্থায় ধৈর্যশালিনী ও পরম দয়াবতী রমণী ছিলেন। তিনি প্রকৃতই স্বামীর সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি স্বামীর সুখেদুঃখে, রোগেঅভাবে, বিপদেসম্পদে এবং ধর্মসাধনার আনুষঙ্গিক নানারূপ প্রাথমিক মতপরিবর্তনে স্বামীর অনুবর্তিনী ছিলেন। তাঁহার আচরণ স্বামীর উপর বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। বিজয়-

---

(১) বালক বিজয়কৃষ্ণ

কৃষ্ণ এক দিন বৃন্দাবনে যোগমায়া দেবীকে করযোড়ে স্তুতি করেন, —"সখি! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়াছ। তুমি সহায় না হইলে আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না। তুমি সর্বদাই আমার ধর্মপথের সাহায্যকারিণী।" (১) ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্রের সাঁতরাগাছির বাটীতে বিজয়কৃষ্ণের প্রিয় বন্ধু প্রসিদ্ধ ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যোগমায়া দেবীকে অধ্যয়ন করাইতেন; এই বিষয়ে কিশোরী বাবু এক দিন বিজয়কৃষ্ণকে বলিলে, ইনি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র বাসায় উঠিয়া যান। (২) নগেন্দ্র বাবুর পত্নী মার্ভাঙ্গিনী দেবী বিজয়কৃষ্ণকে 'বালগোপাল' ভাবে দেখিতেন; তাঁহাতে উচ্চাঙ্গের ভাবসমূহ প্রকাশ পাইত। যোগমায়া দেবীর 'দয়াময়ের চরণাশ্রয় প্রার্থনা' নামে একটি কবিতা আছে—

কোথা হে করুণাময় জগতের পতি,
কৃপা দৃষ্টি কর অধিনীর প্রতি।
পাপেতে জড়িত আমি রহিতে না পারি,
কেমনে পাইব পিতা তব প্রেমবারি।
অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন,
ভক্তিপুষ্প দিয়া নাথ পূজিব চরণ।
সবিনয়ে করি পিতা এই নিবেদন,
তোমার চরণতলে যেন থাকে মন।

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৪ কার্তিক, পৃঃ ৬৭৪
(২) মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৫ ফাল্গুন, পৃঃ ৩৯

কেমনে পাইব প্রভু তব দরশন,
হৃদয়ে আইলে তুমি জুড়াব জীবন।

* * * *

সংসারের ভার আর সহে না এ প্রাণে,
শীতল কর হে নাথ প্রেমবারি দানে।

* * * *

আমি পিতা জ্ঞানহীন এই ভিক্ষা চাই,
তোমার চরণে পিতা যেন ঠাঁই পাই। (১)

পুত্র যোগজীবনের কথা ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তিনি ২৯।৮।১২৭৬ তারিখে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি যখন গর্ভাবস্থায় ছিলেন, যোগমায়া দেবীর স্ত্রীধর্ম বন্ধ হয় নাই বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহাতে শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণের কিছু কিছু প্রথম হইতেই প্রকাশ পায়; তাঁহার বালসুলভ চপলতা সত্ত্বেও সরলতা, উদারতা, সত্যপ্রিয়তা, দয়ালুতা, তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি গুণ বাল্যকালেই বর্তমান ছিল। তাঁহার যখন ৫।৬ বৎসর বয়স, তিনি বাজারে এক জনকে 'ফাউ' চাহিতে শুনিয়া তাহাকে বলেন, "ইহারা গরীব লোক, এই শাক বিক্রয় করিয়া সকলে খাইবে—ইহাদের ঠকাচ্ছ কেন?" তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়েই লালিতপালিত হন। তাঁহার উপনয়নের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি মাতার অনুরোধে বিবাহ করেন, কিন্তু অল্প দিনেই বিপত্নীক হন।

(১) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৫৪৮

কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের বাসায় অল্পবয়স্ক যোগজীবনের উপরই আশ্রমের আয়ব্যয়নির্বাহের ভার প্রদত্ত হয়। আপত্তি উঠিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "মহাপুরুষগণ ইহাকেই এই কার্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদের আদেশেই আমি এই কার্য করিয়াছি।" তাঁহার উপর চিঠিপত্রাদি দেখা ও লেখার ভারও ছিল ; তিনি ঐ সব পত্রে পাপস্বীকার ও দৈন্যকাতরতা দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এবং পিতার নিকট সাধনপ্রার্থীদের নিমিত্ত অনুকূল প্রার্থনা করিতেন, এবং তাহা পূরণ হইলে আনন্দিত হইতেন ; পিতা তাঁহাকে অনুমতি দিলেও তিনি নিজ হইতে কখনও পত্রোত্তর দিতেন না। তিনি পিতার সদ্‌গুণরাজির উত্তরাধিকারী হন। তিনি ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্মণশূদ্র, সাধুঅসাধু যে কোন প্রার্থীর প্রার্থনা ঋণ করিয়া এবং সময় সময় অপদস্থ পর্যন্ত হইয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। পিতাপুত্রে দেশ, ধর্ম, সমাজ, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ কথোপকথন হইত। তিনি পিতার প্রচারকার্য, দান ও পরোপকার-সাধন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে সহায়ক ছিলেন। তিনি ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিন ঢাকায় পরলোক গমন করেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে তাঁহার উদ্দেশ্যে স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। (১)

ভ্রাতুষ্পৌত্র সীতানাথ সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত কথা লিখিত হইল। তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার ও

(১) অমৃত বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ৺শ্যামসুন্দরজীউর নাট-মন্দিরে কয়েক বৎসর বিজয়কৃষ্ণ-মহোৎসব করেন, এবং শান্তিপুর-বাব্‌লায় শ্রীঅদ্বৈতপাটে কয়েক বৎসর সেবায়েত থাকিয়া উৎসবাদি করেন। তিনি রংপুরের বরদাসুন্দরী হরণের মামলায় দোষীকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার সুখ্যাতি প্রকাশিত হয়। তিনি শান্তিপুর নারীমঙ্গল-সমিতি স্থাপনের এক জন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি সাধারণের কার্যে উৎসাহশীল কর্মী ও পরোপকারী ছিলেন। শান্তিপুরে তাঁহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ—বালক বিজয়কৃষ্ণ; এই গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ-সহচর ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী, সহাধ্যায়ী ৺জয়গোপাল গোস্বামী, অধ্যাপক ৺কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন ও ৺বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বিবৃতি লিখিত আছে; এই গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীননীগোপাল লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদের যথেষ্ট সাহায্য ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ভূমিকায় স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রীজলধর সেন মহাশয় এই পুস্তকের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। (১)

বিজয়কৃষ্ণের ভগ্নীপতি 'বিবর্ত-বিলাস'-প্রণেতা ৺কিশোরী-লাল মৈত্র সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কথা লিখিত হইল। তিনি প্রথমে শান্তিপুর বাস করেন, 'ব্রাহ্ম' বিজয়কৃষ্ণের নির্যাতন সময়ে তিনি উঁহাকে সাঁতরাগাছিস্থ নিজ বাটীতে আনয়ন করেন (পূর্বে

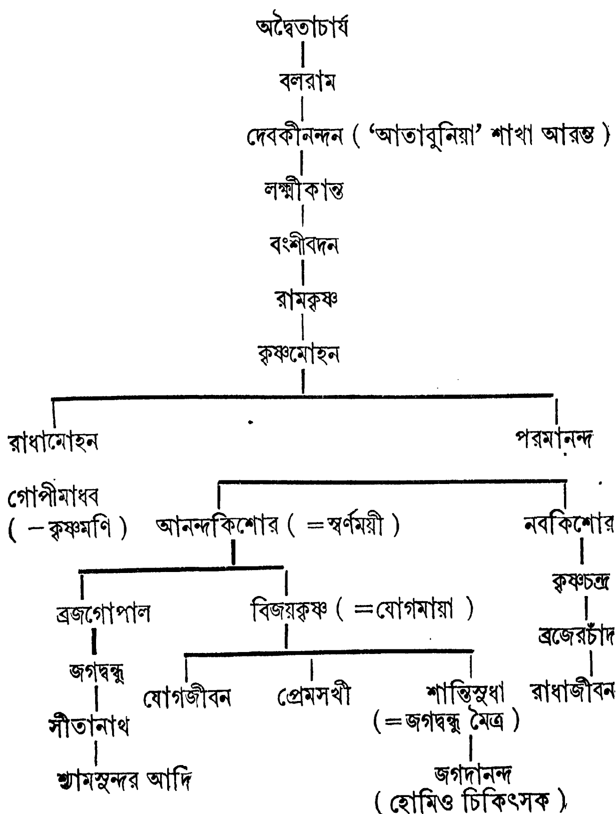
(১) ভারতবর্ষ, ১৩২২ ভাদ্র, পৃ. ৫২৯

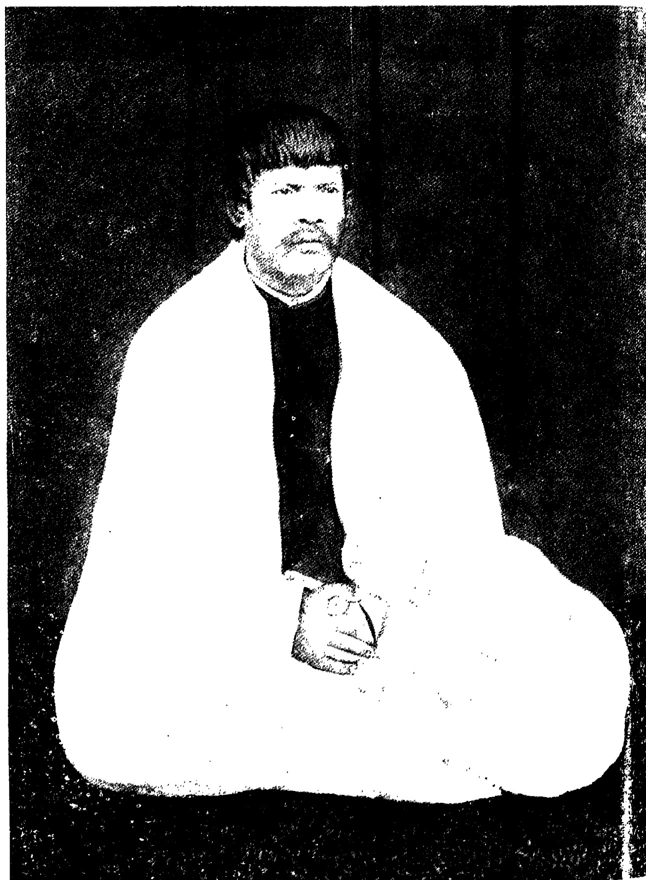
দ্রষ্টব্য)। তিনি প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং পরে পরম বৈষ্ণব হইয়া 'ভক্ত মহদ্দাস গোস্বামী' নামে খ্যাত হন ; তিনি শান্তিপুরে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার চারি পৌত্রই কৃতী—নিত্যরঞ্জন কলিকাতায় অঙ্কন-শিল্পীর কার্য করেন ; সত্য-রঞ্জন, এম্-বি, ডি-পি-এচ্ (লণ্ডন), গয়ায় ডাক্তারী করেন, এবং সেখানে বাটী নির্মাণ করিয়াছেন ; বিশ্বমোহন, বি-এস্‌সি, বি এল্ ; এবং মনোমোহন, বি-এস্‌সি (লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টার) হাতোয়ার ভূতপূর্ব স্টেট্-এঞ্জিনীয়ার, এবং বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরে-শনের সহকারী সিটি আর্চিটেক্ট্—ইঁহার কথা Calcutta Municipal Gazette প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বংশের ব্রজেরচাঁদ ও রঘুনাথ শারীরিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ব্রজেরচাঁদ একবার শান্তিপুরে রাসযাত্রার পথে নিজেদের বিগ্রহকে রক্ষা করিতে গিয়া বিপক্ষদলের যষ্টি-প্রহার অম্লানবদনে সহ্য করেন ; তিনি একবার নিজেদের বাটীর সম্মুখস্থ পথে আপত্তিজনক সঙ্গীতকারী কতিপয় মুসলমানকে নিষেধ করায় উহাদের দ্বারা আক্রান্ত হন, এবং একক লড়িয়া উহাদিগকে হটাইয়া দেন ; কলিকাতায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের যুবরাজরূপে আগমনকালে আলোকসজ্জার দিন কতিপয় যানারোহিণী মহিলার উপর একদল ফিরিঙ্গী বিসদৃশ আচরণ করাতে তিনি বাধা দেন এবং একক তাহাদিগকে পরাভূত করেন ; আর একবার রংপুর-চিলমারীতে গৃহে অগ্নিসংঘটনকালে, তিনি নিকটস্থ নদী হইতে প্রতি হস্তে অর্ধমণ জলপূর্ণ জালা

ধারণ করিয়া কয়েকবার লইয়া আসেন। তাঁহার পুত্র রাধাজীবন স্টেনোগ্রাফারের কার্য করেন।

বিজয়কৃষ্ণের আংশিক বংশলতা প্রদত্ত হইল।—





সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত

পরিশিষ্ট

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—কঠোপনিষৎ, ২।২৩।

সাধু অঘোরনাথ রায়গুপ্ত

এই মহোদয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তদতিরিক্ত বিষয় এখানে বর্ণিত হইল। সন ১২৪৮ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ ইঁহার জন্ম, এবং ১২৮৮ সালের ২৪এ অগ্রহায়ণ ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহাদের বংশোপাধি 'রায়'; কিন্তু ইনি 'গুপ্ত' উপাধিই ব্যবহার করিতেন। "ইনি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক এক সাধু।......শান্তিপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যপরিবারে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা যোগধর্মপরায়ণ সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন। বাল্যকালে কিছুদিন পাঠশালায় ও টোলে পাঠাভ্যাস করিয়া ইনি তদীয় চতুর্থ ভ্রাতা ভুবনমোহন রায়ের সাহায্যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ইঁহারই সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্-এ, মহাশয় বলিয়াছেন—'বিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধু যখন পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি বিনম্র, সরল ও প্রেমিকহৃদয় ছিলেন। বয়স্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইয়া দিতেন, কাহারও পীড়া হইলে সেবাশুশ্রূষা করিতেন।' এই সময়েই ইনি

ব্রাহ্মধর্মানুরূপ আচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তৎকালে ব্রাহ্মসঙ্গতসভাই যুবক ব্রাহ্মগণকে লইয়া বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সভার ইনি একজন অন্যতম সভ্য ছিলেন। জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র যখন কয়েকটি যুবক সহ বিতাড়িত হন, তখন অঘোরনাথ সেই কয়টি যুবকের মধ্যে এক জন ছিলেন। ১৭৮৬ শকে ইনি ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছু পরে এ কার্য ছাড়িয়া দিয়া ইনি নানাস্থানে ভ্রমণপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইহাতেই ইনি ইঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যভারত, অযোধ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক নগর বা উপনগরে গমন করিয়া ধর্মপ্রচার করেন।" (১)

"জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সম্মিলন এবং চারিত্রিক আদর্শ ও ইঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিণতি দেখিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। নববিধানের প্রচারকদিগের মধ্যে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, দীননাথ মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ ও কেদারনাথ এবং সাধারণের ভিতর হরিসুন্দর, নিত্যগোপাল, প্রকাশচন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইঁহার নিকট হইতে ভগবদ্ভক্তি ও সেবাধর্মের প্রেরণা লাভ করেন। মুঙ্গেরে প্রচারকার্যে যখন ইনি ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ভক্তির বন্যায় ইনি আপ্লুত হইতেন। ইঁহার ভাব-সমাধি হইত। এই সময় হইতে জ্ঞান-পন্থী ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্মে নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।" (২)

---

(১) বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ (২) মহাকোষ

ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ—শ্লোকসংগ্রহঃ [২য় সংস্করণ ; "কেশবচন্দ্র যখন 'শ্লোকসংগ্রহ' সঙ্কলন করেন, তখন অঘোরনাথ ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক।...শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থ সঞ্চয়নকালে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শ্লোক-বিরচন জন্য ব্রাহ্মধর্মের উদারতাদ্যোতক ভাব কেশবচন্দ্র লিখিয়া দেন, এবং সেই ভাব হইতে (নিম্নলিখিত) শ্লোকটি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের দ্বারা বিরচিত হয়—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥" (১)] ;

ধ্রুবপ্রহ্লাদ (২য় সংস্করণ) ; শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (৩ ভাগ ; গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জনৈক 'তদনুগ বন্ধু' কর্তৃক স্থলে স্থলে সংবর্ধিত ও সংশোধিত হইয়া সম্পাদিত ; ১৮৮৫ খৃ, ২য় সংস্ক ; পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩য় সংস্করণ) ; প্রত্যাদেশ অন্তরে ; দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ (১৮৮০ খৃ, ২য় সংস্করণ) ; ভক্তমালা (পাণ্ডুলিপি ; অধুনা নষ্ট)। ইনি 'সুলভসমাচার,' 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত কতিপয় বাংলা ও হিন্দী গীত প্রচলিত আছে। ইনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী, এবং বৌদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনীতে ও ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত পুস্তকে (নিম্নলিখিত পঞ্জী দ্রষ্টব্য) ইঁহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহার সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ পঞ্জী—চিরঞ্জীব শর্মাঃ সাধু অঘোরনাথ (৩য়

(১) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য (পৃ. ৩১০, ২৪৫) ; আচার্য কেশবচন্দ্র (মধ্যবিবরণ, পৃ. ৮৮)

সংস্ক; ১৮০৩ শক, ১ম সংস্ক) ; মহাকোষ ; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য (১৩৪৩) ; বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—ধর্মসোপান (অঘোরনাথের উপদেশ) ; প্রসন্নকুমার সেন—সঙ্গীত-সংগ্রহ (ইহাতে অঘোরনাথের কতিপয় সঙ্গীত আছে) ; বীরেশ্বর প্রামাণিক—শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত (যুবক, ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৪১-৩ ; যুবক, ১৩৩৬ শ্রাবণ, পৃ ৭) ; দীননাথ মজুমদার কর্তৃক 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত অঘোরনাথের কতিপয় পত্র, বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ ; আনন্দবাজার, ২৪।৯।১৩৪৩ (কেশবচন্দ্র সেন)। অঘোরনাথের রচিত একটি সঙ্গীত লিখিত হইল।—

কীর্তন (তেওট)

পাপী জনে কেন এত দয়া হয়। [দয়াময় হে]
আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায়,
আন কেশে ধ'রে পূজিতে তোমায়।
আমি জেনেছি দয়াময়, ঐ নামে ত'রে যায়, পাপী তাপী হে,
তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।
কি সম্পদে, কি বিপদে, রেখ অধমের ভক্তি ও পদে,
নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক, ছেড় না হে,
যেন ডাকিলে পাপী তোমার দেখা পায়॥

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনীতে (১) লিখিত আছে যে তিনি যে সময় ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেন ,সেই সময়ে একদা তিনি 'সাধু অঘোরনাথের জীবনী' নামক পুস্তক পাঠে দেখিলেন যে অঘোরনাথ পশ্চিমাঞ্চলে দস্যুহস্তে পতিত হইয়া ভগবানের নামগুণগানে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন ; এবং তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ তিন

(১) তত্ত্বমঞ্জরী, ১৩১৮ মাঘ, পৃ ২১৮ ; ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার —মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃঃ ৩৩

দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় রুদ্ধকক্ষে আকুল প্রার্থনা করিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে যেন ভগবানের অপূর্ব বিকাশ অনুভব করিলেন। "যোগী মহাপুরুষ অঘোরনাথ বিনয়কে অঙ্গের ভূষণ করিয়া সাধনভজন দ্বারা ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল এবং জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।" (১)

অঘোরনাথ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর অতি কষ্টে লালিতপালিত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন, এবং সর্ববিষয়ে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইঁহার সত্যের উপর একান্ত নিষ্ঠা ছিল, এবং ইনি পরোপকারেই অধিক সময় নিয়োগ করিতেন। ইনি অসহায়া স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধারণ করিতেন; অক্ষম ব্যক্তির জন্য নিজে বাজার করিয়া দিতেন (ইহার জন্য মধ্যম ভ্রাতা রামনৃসিংহ রায়ের নিকট ভর্ৎসিত হইতেন); এবং কতিপয় সঙ্গী সহ রোগীর ঔষধপথ্য ও শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিতেন। এই সব কারণে ইনি সংসারিক বিষয়ে উদাসীন ও পাঠে অমনোযোগী হইয়া পড়েন। তখন ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা কলিকাতায় নৌকাপথে চতুর্থ ভ্রাতা ভুবনমোহনের নিকট ইঁহাকে প্রেরণ করেন, সে সময় কলিকাতায় যাইতে হইলে গহনার নৌকাই একমাত্র যানবাহন ছিল। অঘোরনাথ কালীঘাট হইতে স্বহস্তে গৃহকর্ম ও রন্ধনাদি করিয়া প্রত্যহ পদব্রজে সংস্কৃত কলেজে আসিতেন; এবং সময়ে সময়ে অন্য পরিবারে বাস করিয়া ছাত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বিদ্যালয়ত্যাগের পূর্বেই ইনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু তিরস্কৃত হইলেও পরিজনবর্গের সহিত এক সঙ্গেই থাকেন। অতঃপর অঘোরনাথ অবশ্যকর্তব্য কর্ম ব্যতীত সব ত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন; সৎপ্রসঙ্গ, সদালোচনা,

(১) ত্রৈলোক্যনাথ দেব—অতীতের ব্রাহ্মসমাজ (পৃ ৪)

সাধুসঙ্গ, বক্তৃতা ও উপাসনাই ইঁহার একমাত্র কার্য হয়। এই সময় হইতে ইঁহার নানাবিধ স্বাভাবিক গুণরাজির বিকাশ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইতে থাকে—যথা, পরপীড়ায় সেবাশুশ্রূষার প্রবৃত্তি, তিতিক্ষা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিনয়, সারল্য, অমায়িকতা, ইত্যাদি। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি কলুটোলায় সভার অনুষ্ঠান করেন। এ সময়ে তাঁহারা রাধানাথ মল্লিকের গলিতে একটি বাটীতে থাকেন; একরূপ ভিক্ষালব্ধ অর্থেই সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়,—কোনও দিন এরূপ হইয়াছে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা শেষরাত্রে বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন, মেয়েরা অনশনে কাতর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন গোলদীঘি হইতে জল আনয়ন করিয়া পুরুষেরা রন্ধনকার্য সমাধা করিয়াছেন। উক্ত সভা পরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে স্থানান্তরিত হয়, এবং তৎপরে উহা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়।

অঘোরনাথের পূর্বলিখিতভাবে 'ছুটিয়া বাহির হইবার' অন্য নিমিত্ত কারণও ঘটে। তিনি শান্তিপুরের কতিপয় লোকের সহিত কলিকাতায় উইলসন হোটেলে খাইয়া আসিয়া অন্য সকলের মত সত্য গোপন করিতে অস্বীকার করেন। আর এক দিন তিনি শান্তিপুরে গিয়া এক সদ্গোপের অন্ন গ্রহণ করেন। ইহাতে আন্দোলনকারীরা অঘোরনাথকে প্রকাশ্য সভায় ঐ কথা অস্বীকার করাইয়া আপোষরফার জন্য তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে ধরিয়া বসে, তিনি পূর্বের মত মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা জাতিচ্যুত হন। এই ঘটনায় মর্মাহত হইয়া অঘোরনাথ সহসা একদিন নিরুদ্দিষ্ট হন। তিনি পদব্রজে চিত্রকূটে গমন করিয়া ছয় মাস কাল ধ্যানধারণা ও কঠোর তপস্যায় যাপন করেন; ঐ সময় তিনি মধ্যে মধ্যে কেবল অভৃষ্ট নিম্বপত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন।

তৎপরে তিনি পশ্চিমে প্রচারের জন্য বহির্গত হন। তিনি সে সময় যথেচ্ছলব্ধ দ্রব্যে প্রয়োজনমত গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিয়া অবশিষ্টাংশ অপরকে দিতেন; বহু স্থলে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ও বসতবাটী প্রদানের লোভ প্রদর্শন করায় তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি অবশেষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পরে অঘোরনাথ ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকাকালে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের কার্যভার গ্রহণ ও পরিচালনা করেন। তিনি সেখানে ধর্মালোচনা, উপাসনা, নীতিশিক্ষাদান, উপাচার্যের কার্য, সভায় বক্তৃতা, নির্জন ধ্যান প্রভৃতি সকল কার্যই নিয়মিতভাবে করিতেন। তিনি ঐ জেলার মফঃস্বলেও মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন।

এই সময় অঘোরনাথ কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির প্ররোচনায় একটি কায়স্থ-বিধবাকে বিবাহ করেন। তিনি বৎসরাধিক কাল মধ্যে মধ্যে অধ্যাপনার্থ গমন ব্যতীত নিজ পত্নী হইতে পৃথক্ থাকেন। এই বিবাহের (পৃ ২২) স্বরূপ তাঁহার সহধর্মিণীকে লিখিত পত্র হইতে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধ হইবে—"যোগেতে তুমি কে? অনন্ত প্রেমসাগরে তুমি কেবল আত্মা, তুমি কেবল নিত্যচৈতন্য। সেই মায়ের বক্ষের ভিতর, অর্থাৎ তাঁর প্রকাশের ভিতর তাঁর স্বরূপের মধ্যে তুমি আমি এক, আর দুই নাই।...... সংসারের বিষয় কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে।......নীচভাব কিছুই প্রকাশ করিবে না। আমাকে ধর্মের সংবাদ দিবে, উপাসনার বিষয় জানাইবে।" তিনি মধ্যে মধ্যে স্ত্রীকে লইয়াও প্রচারকার্যে যাইতেন। তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। যখন তাঁহার একটি পুত্র মারা যায়, তিনি দুই তিন ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকেন, এবং অবিরল অশ্রুধারার মধ্যে

ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া শোক জয় করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা চিরকালই অসচ্ছল থাকে; কেবল কলিকাতায় 'মঙ্গলবাটী'তে অবস্থান-কালে অল্প সাচ্ছল্য হয়। প্রচারকার্যের পরিশ্রমে ও অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; পরিশেষে বহুমূত্ররোগে লক্ষ্ণৌ নগরীতে ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় তিনি নশ্বর দেহত্যাগ করেন, তৎপূর্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়।

অঘোরনাথ বহুস্থানে প্রচারকার্য চালনা করেন। এক দিকে বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ছাতক, চেরাপুঞ্জি, গৌহাটি,—অন্য দিকে বর্ধমান, রাজমহল, ত্রিহুত, মুঙ্গের, মোকামা, গয়া, পাটনা-বাঁকিপুর, দানাপুর, মতিহারী, সারণ, ছাপরা, আরা, গাজিপুর, ডুমরাওন, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, মির্জাপুর, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, টুণ্ডলা, আগ্রা, দিল্লী, সাহপুর, লাহোর, অমৃতসর, মূলতান, দেরাদুন, মুশুরি, রাওলপিণ্ডি, ডেরা ইস্মাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ,—অপর দিকে তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর, কটক, পুরী, বালেশ্বর, ডেন্‌কানল প্রভৃতি স্থানে অঘোরনাথ নববিধানের জয়পতাকা উত্তোলিত করেন। ইহার মধ্যে তিনি মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে কিছু বেশী দিন থাকেন, এবং বাঁকিপুরে মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু দীন দুঃখীকে যথাসাধ্য দান করেন। কখনও পদব্রজে, অনাহারে বা অখাদ্য আহারে, অনিদ্রায় এবং হিংস্র জন্তু বা দস্যুর সান্নিধ্যে,—কখনও দুস্তর নদী, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত ও ভীষণ মরুভূমি অতিক্রমণান্তে,—কখনও অন্ত্যজ ও বিপরীতাচারাবলম্বী বা বিধর্মীর অন্নগ্রহণপূর্বক,—কখনও কদর্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাসকরণানন্তর তাঁহাকে এই সমস্ত জায়গায় গমন করিতে হয়। তাঁহাকে কখনও গাঁদা পুষ্প খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত, কখনও প্রস্তুত খাদ্য দুর্বিপাকে নষ্ট হইয়া যাইত

কখনও পতনে গুরুতর আঘাত লাগিত এবং শরীর কর্দমাক্ত হইয়া যাইত,—এবম্বিধ আরও বহুতর ক্লেশ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। বস্ত্র ও পাদুকা ছিন্ন ও মলিন, রৌদ্রবৃষ্টিতে ছত্রহীন মস্তক, জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন দেহ, স্কন্ধদেশে স্থাপিত যষ্টিতে লম্বমান দ্রব্যভার, নিঃসম্বল অবস্থা,—এ সব সত্ত্বেও তিনি একাকী দূরদেশে পর্যটন করেন। কিসের জন্য? কেবল স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ ধর্মপ্রচার, ভগবৎপ্রীতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার অনুপ্রেরণায়। এই সময় তিনি কখনও কখনও প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বৃক্ষতল বা গিরিচূড়ায় নির্জন ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। একবার মালদহে তিনি ধ্যানে এরূপ সমাধিস্থ হন যে বালকেরা তাঁহার উত্তরীয় বসন ও পাদুকা অপহরণ করিয়া লয় এবং তাঁহার অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া দেয়। তাঁহার আদর্শ ছিল—'ব্রহ্ম-দর্শন, সম্ভোগ ও সহবাস; প্রেমরসপান ও প্রার্থনা; এবং তাঁহাতে বিলয়'। স্ত্রীলোক, পার্বত্যজাতি, নিম্নোচ্চবর্ণের হিন্দু, শিখ, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই তাঁহার ধর্মালোচনায় ও ঋষিজনোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। তিনি হিন্দী ও উর্দুতেও উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

অঘোরনাথ কলিকাতায়ও প্রচারকার্য করেন। তিনি 'নববিধানে' বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ও উহার তত্ত্বপ্রচারের ভার গ্রহণ করেন; তাহার ফলে তথ্যপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ 'শাক্যমুনিচরিত' রচিত হয়। ইহা ব্যতীত তিনি বিধিবদ্ধভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, এবং মৃদঙ্গ-করতাল সহ কীর্তনে ও ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিতেন। তিনি প্রতি দিন তিন চারি ঘণ্টা করিয়া নারীশিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। জ্ঞানযোগ-সাধনব্রত গ্রহণ করিয়া, কোন্নগরের নিকটবর্তী মোড়পুকুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'সাধনকাননে' স্বহস্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তিনি স্নান, নামগান, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠ, উপাসনা, শ্রোতৃবৃন্দসমক্ষে

গীতাযোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অধ্যয়ন, স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক মধ্যে মধ্যে পংক্তি-ভোজন অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় যোগশিক্ষা, নির্জনে যোগাভ্যাস ও সঙ্কীর্তনাদি কার্য নিয়মিতভাবে করিতেন। তিনি শুদ্ধাচারী ও নিরামিষাশী ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়ম পালন করিতেন। তাঁহার নিষ্ঠার অন্যতম কারণ সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার বাল্যকালে এ সব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতেন; এমন কি, তাঁহাকে ব্যবসায়ী গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে নিষেধ করিতেন।

অঘোরনাথ পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। ৺চিরঞ্জীব শর্মা নিজ গ্রন্থে তাঁহার ধর্মজীবনের সংক্ষিপ্তসার এইরূপভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—"এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের যোগধ্যানে চিত্তকে ডুবাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাধুমহাজনদিগকে ভক্তি করা বা ভালবাসা, তাঁহাদের সদ্‌গুণের অনুসরণ করা, সর্বত্র একের মহিমা দেখা, ঈশ্বরের ভক্তিপ্রেমে প্রমত্ত হওয়া, সর্বদেশীয় নরনারীকে ভ্রাতাভগ্নীজ্ঞানে প্রীতি করা তাঁহার ধর্ম ছিল। তাঁহার সাধনা তাঁহারই ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে,—"পৃথিবীতে প্রকৃত পথ কি? ঈশ্বরের উপর জীবনের সমস্ত ভার অর্পণ। নির্মলা ভক্তি পথই প্রকৃত পথ।......খুব স্থিরতা অবলম্বন করিবে, তবে ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই মানসিক স্থিরতাতে ঈশ্বরদর্শন। ইহাতে তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহাতেই চিত্তের সুস্থতা হয়, ইহাতেই ইন্দ্রিয়ের দমন হয়, ইহাতেই তাঁহার প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠে।...আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস এবং উপাসনা ও ঈশ্বরদর্শনের একটা গভীর ইচ্ছা এই গুলি ধ্যানের সাধারণ ভূমি।"

পূর্বলিখিত (পৃ ২২) ভৌতিক চক্রে অঘোরনাথের আত্মার দ্বারা আবিষ্ট বালক সাধারণত সামান্য লেখাপড়া জানিত, কিন্তু আবিষ্টাবস্থা

সে ধর্মের বহু জটিল ও গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর দিত, ধর্মসম্বন্ধীয় নানা উপদেশ দিত, এবং কীর্তন হইলে অপূর্ব নৃত্য করিত। সে তখন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিত; এবং 'পরলোকে সাধনভজন ভাল হইতেছে,' 'কেশবচন্দ্র ভাল আছেন' প্রভৃতি কথা উত্তরছলে বলিত। অপর এক দিন 'তোমার সেই' বলিয়া সে কাগজে নাম সহী করে। জ্ঞান হইলে বালকটির কিছুই মনে থাকিত না।

অঘোরনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ আত্মারামের সহধর্মিণী পতির সহিত সহমৃতা হন। ইঁহাদের ৭।৮ পুরুষ শান্তিপুরে বাস। আত্মারাম-পুত্র প্রভুরাম ঋষিধর্মাবলম্বী ও তপোবলসম্পন্ন ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় এক সন্ন্যাসী ইঁহাদের বাটীর পশ্চাতে শালগ্রাম ও এক পুঁটলী টাকা ফেলিয়া চলিয়া যান; সেখানে ভীষণ কুঁচনাটাঝাউ ইত্যাদির জঙ্গল ছিল, ভাগীরথী তখন শান্তিপুরের বাঁওড়ের খাল ও বাবলা দিয়া প্রবাহিতা ছিল। প্রভুরাম স্বপ্নে আদিষ্ট হন, "আমি সাত দিন অনাহারে আছি, অমুক জায়গা হইতে আমাকে ও টাকার পুঁটলী লইয়া সেবা চালাও।" প্রভুরাম প্রথমে নিজেই সেবাপূজাদি চালান, পরে সেবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন; ঐ টাকায় রথযাত্রা, ভাগবতপাঠ, অতিথিসেবাদি নিষ্পন্ন হইত। প্রভুরাম-পুত্র ভগবান্ তপস্বী, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কেহ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বা জটিল কথার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পাঁচ মিনিটে সঠিক্ উত্তর দিতেন। এক দিন তাঁহার বাটীতে ঘরামীরা কাজ করিতেছে, বেলা ৯।১০টা, হঠাৎ ভগবান্ এক জনকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য দিয়া তাহাকে বাটী যাইতে বলেন; যে নিম্‌রাজি হইয়া চলিয়া গেলে ভগবান্ বলেন যে বেলা ২॥০টার সময় পতনে ইহার অপঘাত মৃত্যু হইবে; তাহাই হয়। ভগবানের পত্নী সহমৃতা হন।

অঘোরনাথের পিতা ভগবান্‌পুত্র কবিভূষণ যাদবচন্দ্র কুম্ভকযোগে

৩।৪ হাত ঊর্ধ্বে উঠিয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি। জনসমাজে তিনি ‘সাধু বৈদ্য’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে অর্থপিশাচ ছিলেন না, এবং রোগীর আসন্ন মৃত্যুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতে পারিতেন। জনরব এইরূপ যে জনৈক মুমূর্ষুকে সৎকারের জন্য লইয়া যাইতেছে, এরূপ সময় তিনি বলিয়া দেন যে তাহার তখনও সাত মাস পরমায়ু আছে; সত্যই তাই ঘটে। মৃতের মস্তক-কঙ্কাল দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, স্ত্রী বা পুরুষ, এবং তাহার পরমায়ু কত অবশিষ্ট আছে তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া জনশ্রুতি। একবার প্রতিবেশী ৺শ্রীকণ্ঠ রায়ের ভ্রাতার গুরুতর অসুখে চিকিৎসকেরা রোগীর মৃত্যু আসন্ন স্থির করিয়া ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া দেন; ইঁহারা প্রথমত জাতিসম্পর্কীয় যাদবচন্দ্রকে আহ্বান করেন না, পরে রোগীকে তীরস্থ করিবার জন্য বাহির করা হইলে সকলের অনুরোধক্রমে যাদবচন্দ্রকে ডাকা হয়; তিনি গিয়া বলকারক পথ্য ও স্ত্রী-সংসর্গের ব্যবস্থা দেন, এবং রোগীর এখনও সাত বৎসর পরমায়ু আছে বলেন; তিন দিন পরে রোগী উঠিয়া বসে। যাদবচন্দ্র পার্শি ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, এবং বহুস্থলে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শাস্ত্রবিচার মীমাংসায় মধ্যস্থ মান্য হইতেন। তিনি জমিদার মতিবাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি মতিবাবুকে কোন্ সময়ে তাঁহার বিপদ ঘটিবে বলিয়া দিতেন; মতিবাবু তাঁহাকে ব্রাহ্মণের অগ্রে স্থান দিয়া সামাজিকতায় ও শাস্ত্রবিচারে তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইতেন। যাদবচন্দ্রের জীবে এরূপ দয়া ছিল যে তিনি দংশক ক্ষিপ্ত সারমেয়কেও প্রহার করিতেন না। এক দিন এক তস্কর তাঁহার বাটীতে সিঁদ দিয়া বহু চেষ্টায়ও কোন দ্রব্য লইতে না পারায়, কবিভূষণ মহাশয় তাহার শ্রমাপনোদনের জন্য তাহাকে তাম্রকূট সেবন করিয়া যাইতে বলেন।

অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যানন্দ 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসে কার্য করিতেন; অন্য পুত্র প্রেমানন্দ মার্টিন কোম্পানীর অফিসে সহকারী হিসাবরক্ষকের কার্য করেন, ইনি বালিগঞ্জে বাটী নির্মাণ করিয়াছেন; এবং কন্যা শান্তি সুশিক্ষিতা। অঘোরনাথের পঞ্চ অগ্রজ, এবং এক অনুজ। প্রথম অগ্রজের পুত্র প্রবোধচন্দ্র রেলওয়ে স্টেশন-মাস্টার ছিলেন, এবং কাশীতে বাটী নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় অগ্রজ পূর্বলিখিত রামনৃসিংহের পুত্র শ্রীব্রহ্মবেদ তপস্বী এই নাম গ্রহণ করিয়া প্রায় ৩০ বৎসর মৌনী জীবন যাপন করিতেছেন; ইনি 'যুবকে' প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন,—ইঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি: সাধু অঘোরনাথ (১), ৺নৃত্য-কালী [প্রবন্ধ (২) ও কবিতা (৩)]। তৃতীয় অগ্রজ গোপালচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া যান। চতুর্থ পূর্বলিখিত ভুবনমোহন কলিকাতায় পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ও পরে 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সম্পাদকরূপে (তখন ৺নরেন্দ্রনাথ সেন ম্যানেজার) কার্য করেন; তৎপরে লক্ষ্ণৌতে 'ট্রেডিং রায় কোম্পানী' নামে বৃহৎ ব্যবসার মালিক হন, ইহার দৈনিক বিক্রয় প্রায় ২,০০০৲ টাকা ছিল, এবং তিনি সেখানে বাটী নির্মাণ করেন; তাঁহার প্রথম বিবাহ হিন্দুমতে হয়,—পুত্র বীরেন্দ্র লক্ষ্ণৌ রেল অফিসে কার্য করিতেন, এবং দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্মমতে ভ্রাতা হরিচরণের জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সহিত হয়,—পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, এম্-এ, ডি-এস্‌সি (লণ্ডন), লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং কন্যা সত্যবতী, বি-এস্‌সি (৪), পঞ্জাবে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা ছিলেন। পঞ্চম অগ্রজ ক্ষেত্রমোহন দিল্লীতে খান্না কোম্পানীর অফিসে কার্য করিতেন। অঘোরনাথের অনুজ হরিচরণ প্রথমে ডাকবিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর, পরে

(১) যুবক, ১৩৩৬ আষাঢ়, পৃ. ৭ (২) যুবক, ১৩৩৬, পৃ. ১১৩
(৩) যুবক, ১৩৪০, পৃ. ৩২ (৪) যুবক, ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ

কণ্ট্র্যাক্টর ও শেষে 'মীরাটে 'মেডিক্যাল হল' স্থাপন করিয়া বড় চিকিৎসক হন; সেখানে শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভূতপূর্ব চিকিৎসক নৈহাটী-নিবাসী ৺গুরুপ্রসন্ন রায়, এল্-এম্-এস্, চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন; হরিচরণবাবু মীরাটে প্রায় ১৷৷ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাটী নির্মাণ করেন; তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনাথ, এম্-এ (পরীক্ষায় প্রথম), ডি-এস্‌সি (লণ্ডন), বালিগঞ্জে বিজ্ঞান-কলেজে অধ্যাপনা করেন, এবং বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক মুক্তেশ্বরে (নাইনিতাল) গবেষণার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন;—ইনি ৺নরেন্দ্রনাথ সেনের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

অঘোরনাথ সম্বন্ধে লিখিত আছে, "কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' যে সমস্ত যোগের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয় ইঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল।...ইঁহার প্রণীত অন্য গ্রন্থ—গোস্বামী রঘুনাথ দাস, ধর্মসোপান, উপদেশাবলী।" (১)

স্বর্গীয় প্রাণনাথ মল্লিক

ইঁহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত কতিপয় বিষয় এখানে লিখিত হইল। ইঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে (তথা বিজয়কৃষ্ণের) উপবীত ত্যাগ ও অব্রাহ্মণের বেদীতে উপাসনার প্রথা প্রচলিত হয়। (২) ইনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্ম হন। ইঁহার কন্যা পূর্বলিখিত শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী প্রায় ৬০ বৎসর শান্তিপুরে আছেন, এবং সনাতন হিন্দুমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলেন; তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ—কেদারবদরী-ভ্রমণকাহিনী (কবিতা-

(১) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য (পৃ. ৩১৭-৮,৩৩০)

(২) বিজয়কৃষ্ণের জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদ্‌গুরুসঙ্গ, প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

সংযুক্ত ; ১৩৪২ ; প্রবাসী, '৪২ চৈত্র, আনন্দবাজার, ৩।১১।৪২ প্রভৃতিতে প্রশংসিত), নেপালের পথ (১৩৪৩ ; প্রবাসী, শ্রাবণ, '৪৩, আনন্দবাজার, ১০।৪।৪৩, বঙ্গরত্ন প্রভৃতিতে প্রশংসিত), সন্তদাস মহারাজের জীবন-স্মৃতি (১৩৪৩; প্রশংসিত), মহাভারতের কথা ও উপদেশ (যন্ত্রস্থ) ; তিনি 'যুবকে' কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেন। প্রাণনাথের পুত্র বসন্ত শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে তিনবার 'ডবল প্রমোশন' পায়, দুঃখের বিষয়, সে অল্প বয়সেই মারা যায় ; এবং তাঁহার পৌত্র দেবব্রত (কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের দৌহিত্র) ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। রাজলক্ষ্মী দেবীর স্বামী ৺কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীহট্টের হোমিওপ্যাথি-ব্যবসায়ী চিকিৎসক ছিলেন ; তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে আসিয়া ব্রাহ্ম হন, এবং পুনরায় হিন্দু হইয়া পূর্ব উপাধি 'বাগচী' (তাঁহারা ধামচরের সাধু বাগচীর সন্তান) গ্রহণ করেন। মোটের উপর তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বৈবাহিক আদানপ্রদান হিন্দুমতে সম্পন্ন হইয়াছে। (১) সন্তদাস ব্রজবিদেহী মহারাজ কৈলাস বাবুর আবাল্য বন্ধু ছিলেন। শ্রীজলধর সেন ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন ; অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত, এম্-এ, অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন, "তিনি আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।...তিনি অতি সরল এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনাতেও তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।" ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস লিখিয়াছেন, "হোমিওপন্থী ডাক্তার কৈলাসচন্দ্রের সেই সময় শ্রীহট্টে খুব প্রতিপত্তি।...তিনি শান্তিপুর হইতে ফিরিলেন নব বধূ সঙ্গে লইয়া। বধূ আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, যেন দুই সহোদরা ভগ্নী। সকলেই তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন। মনটি যেন মুক্তাহার প্রকোষ্ঠ। যে কেহ

(১) বর্তমানে হিন্দু শব্দের উদার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়।

তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন ঐ প্রকোষ্ঠের অন্তর্গত সমুদয় পদার্থ দেখিয়া ফেলিতেন। আমাদের সায়াহ্নের উপাসনায় কৈলাস বাবু প্রতিদিন যোগদান করিতেন। উপাসনার পর বসিত প্রেতাত্মাচক্র। আমার স্ত্রী ছিলেন মধ্যবর্তী বা মিডিয়ম। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে সমুদয় সঙ্গীত বা উপদেশ রচনা করিতেন তাহা কখনও আমি লিখিতাম, কখনও তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আমার স্ত্রী সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সুরের একটা আভাস দিতেন ছন্দের সঙ্গে। সেই সুরের তানলয় সহকারে যখন গান করিতাম, কৈলাস বাবু এবং আমি যে আনন্দ অনুভব করিতাম তাহার তুলনা নাই। সে সময়ে আমরা তিন ঘর 'আনুষ্ঠানিক' ব্রাহ্ম ছিলাম। কৈলাস বাবুর, চন্দ্রকুমার বাবুর এবং আমার পরিবার। আমি যখন চন্দ্রকুমার বাবুর সঙ্গে পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতা ৺সীতামোহন দাস রায় বাহাদুর কৈলাস বাবুর উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে কৈলাস বাবু বিচলিত হন নাই। পরে তিনি নব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।...পতিপ্রাণা সহধর্মিণী নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর অনুসরণ করিলেন।" কৈলাসচন্দ্রের অগ্রজদের মধ্যে হরসুন্দর সব্-জজ্ ও শ্যামসুন্দর পুলিস ইনস্পেক্টর, এবং অনুজ শরচ্চন্দ্র, বি-এল্, শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ উকীল, 'The True Christ' এর গ্রন্থকার, এবং বিলাত, জার্মানী ও আমেরিকার পত্রিকাদির লেখক। কৈলাস বাবুর মাতুলপুত্র কৈলাসচন্দ্র মজুমদার সব্-জজ্ ছিলেন। শ্যামসুন্দরের পুত্রদের মধ্যে শরদিন্দু গয়ার উকীল ছিলেন (তৎপুত্র বিশ্বনাথ, বি-এল্); পূর্ণেন্দু, বি-ই, এঞ্জিনীয়ার ছিলেন (গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ইঁহার মত সংখ্যা পাইয়া কেহ শিবপুর কলেজ হইতে পাশ করেন নাই; ইঁহার তৈলচিত্র কলেজ-গৃহে রক্ষিত); ডাঃ জ্ঞানেন্দু,

এল্-এম্-এস্, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব বিভাগীয় স্বাস্থ্য-কর্মচারী (তৎপুত্র শৈলেশকুমার, বি-এস্‌সি); সুরেন্দ্রনাথ, এম্-এ, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী (তৎপুত্র শঙ্করকুমার, এম্-বি, মার্টিন কোম্পানীর ডাক্তার, ও বিনয়কুমার পুলিসের দারোগা); এবং যতীন্দ্রনাথ, এম্-এ (সরকারী বৃত্তিতে আমেরিকায় শিক্ষিত), আসামের সরকারী কৃষি-পরিচালক কর্মচারী [ইঁহার পুত্র শিশিরকুমার, বি-এস্‌সি, কলিকাতার 'Modern Publishing Syndicate' নামক পুস্তকের দোকানের সত্ত্বাধিকারী; এবং কন্যা স্বর্গীয়া কমলারাণী সিংহ, এম্-এ (সংস্কৃত প্রথম বিভাগে প্রথম), সুসঙ্গের রাজ-ভাগিনেয় ডাঃ সুধীন্দু সিংহ, এম্-বি,র (ইউরোপ-প্রত্যাগত) পত্নী—তাঁহার বিবরণ বাঙ্গালা ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল]। এঁরা সবাই হিন্দু। কৈলাস বাবুর কন্যা সুপ্রভা দাশ, বি-এ,র স্বামী বিলাত-প্রত্যাগত ডাঃ রায় প্রেমানন্দ দাশ বাহাদুর সিভিল সার্জন; ইঁহাদের পুত্র বিলাত-প্রত্যাগত অমলানন্দ, এম্-বি, গয়ার সিভিল সার্জন শ্রীজয়ন্তী রাও (=পত্নী ইউ-রায়ের কন্যা সুখলতা) মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর পুত্রদের মধ্যে পূর্বলিখিত সুধাকৃষ্ণ বিখ্যাত গ্রন্থকার; ৺মুকুন্দকৃষ্ণ, বি-এ, বি-টি, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক; এবং গোপীকৃষ্ণ, বি-এ, সব্-ডেপুটী ম্যাজিস্‌ট্রেট। সুধাকৃষ্ণ-প্রণীত গ্রন্থ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (২য় সংস্করণ), পুণ্যের জয় (উপন্যাস; ৪র্থ সংস্করণ; উর্দ্দু, মারাঠী ও তেলেগুতে অনূদিত), বাঙ্গালীর সমাজ (উপন্যাস), ফুলদানী (উপন্যাস), কুমার ভীমসিংহ (উপন্যাস); লণ্ডন-কাহিনী (উপন্যাস; ২য় সংস্করণ), স্বদেশকুসুম (কবিতা; ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণের 'স্বদেশরেণু'র প্রতিবিম্ব), জ্যোৎস্না (কবিতা), শিল্প-বিজ্ঞান; ইনি 'জাহ্নবী' পত্রিকার (অমলচন্দ্র হোম প্রভৃতির সহিত) এবং

শান্তিপুরের 'বঙ্গলক্ষ্মী'র (সাপ্তাহিক ; আমেরিকা-প্রবাসী শান্তিপুর-সন্তান মণীন্দ্রনাথ দাশ প্রভৃতি সত্ত্বাধিকারী) সম্পাদক ছিলেন ; ইনি ভারতী, নব্যভারত, দেবালয়, সময়, বসুমতী (সাপ্তাহিক), যুবক, আলোচনা প্রভৃতি পত্রে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিতেন ; ইঁহার কলিকাতাস্থ 'রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়' হইতে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সুধাকৃষ্ণ বাবু স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর গৃহে অবস্থিতিকালে 'ভারতী' পত্রিকার সংস্রবে আসিয়া মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হন ; ইঁহার মাসিকে প্রসিদ্ধ লেখকলেখিকাগণ লিখিতেন ; ইনি স্বদেশী হাঙ্গামায় ধৃত এবং ট্রাম দুর্ঘটনায় অঙ্গহীন ও চলচ্ছক্তি-রহিত হন। সুধাকৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী বনলতা দেবী প্রণীত গ্রন্থ—লক্ষ্মীশ্রী (৫ম সংস্ক ; স্কুলের পারিতোষিক পুস্তকরূপে অনুমোদিত ; নানা স্থলে প্রশংসিত) ; রত্নমন্দির (উপ, ২য় সংস্ক) ; দর্পচূর্ণ (উপ, ২য় সংস্ক) ; সহধর্মিণী (উপ) ; ব্রাহ্ম পরিবার (উপ) ; প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্মসমাজ। ইঁহাদের পারিবারিক ডায়েরী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সুধাকৃষ্ণ বাবুর সহিত বহু পদস্থ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় ও সম্বন্ধ আছে ; ইঁহার মাতৃস্বসৃপুত্র সুধাংশু গুপ্ত পাটনার ব্যারিস্টার, এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাগিনেয় ; কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ইঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন, তাঁহার ভগ্নী (কৈলাসগোবিন্দ দাসগুপ্ত, এম্-এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী) ইঁহার বিবাহে 'বধূবরণ' নামে খুব সুন্দর একটি কবিতা লিখিয়া উপহার দেন।

শ্রদ্ধেয়া রাজলক্ষ্মী দেবী বাঘ্‌ঁাচড়ার লোকদের সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যবাবুর লিখিত উক্তির (৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি আমাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন—"গোস্বামী মহাশয় ১২৭০ সালে ১০ই পৌষ বাঘ্‌ঁাচড়া গমন করেন।

তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলে (পৃ ৫১) অধ্যাপনা করেন। পরে ৺গোবিন্দচন্দ্র রায়ও কার্যভার গ্রহণ করেন, এবং মাগুরা হইতে ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ৺অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলে ছাত্রদিগকে পড়ান। সেখানে ইংরাজী ভাষার প্রচলন ছিল না; বাঘ্‌আঁচড়ার লোকেরা আরবী, পারসী, উর্দু ও বাংলা জানিতেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মোত্তরভোগী জায়গীরদার ছিলেন; জমিবাগিচা প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের যথেষ্ট আয় হইত; তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন না, অথবা তাঁহাদের চাকরী করার দরকার হইত না। ১২৭১ সালে গোস্বামী মহাশয় বাঘ্‌আঁচড়ায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজবাটীতে সস্ত্রীক বাস করেন, এবং সেখানে চিকিৎসালয় ও সঙ্গতসভা স্থাপন করেন। তিনি বাঘ্‌আঁচড়ার লোকদিগকে খুব ভাল চক্ষে দেখিতেন, এবং মজা নদী ও আবহাওয়া খারাপ বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'তোমাদের সেবাভক্তিতে আমি দীর্ঘকাল এখানে থাকিতে পারিলাম।' তিনি বাঘ্‌আঁচড়ায় একটি বিধবা-বিবাহ দেন, এবং ভাগিনেয় রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের সঙ্গে সাতকড়ি সমাদ্দারের কন্যা বসন্তকুমারী দেবীর সমারোহে বিবাহ দেন।" রাজলক্ষ্মী দেবী ত্রৈলোক্য বাবুর উক্তির বিরুদ্ধে আরও দুই জন সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিবাদের কথা আমার নিকট জানাইয়াছেন। বাদ-প্রতিবাদের ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাকে যথাসময়ে সাহায্য করার জন্য রাজলক্ষ্মী দেবীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজ (পৃ ৫৪)

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ই শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তৎপরে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ রায়গুপ্ত আসিয়া ইহাতে যোগদান করেন।

তৎকালীন ভদ্র হিন্দুসমাজের বহু ব্যক্তি সানন্দে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন; কেহ কেহ তজ্জন্য গৃহে নির্যাতিত হন। প্রথমে নানা স্থানে ভাড়াটিয়া বাটীতে অধিবেশনাদি হইত। ক্ষেত্র বাবুর অনুরোধে অনেকে চাঁদার খাতায় নাম স্বাক্ষর করেন; কিন্তু চাঁদা আদায় হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যাহা হউক্, এই সময়ে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে গ্লানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করায়, 'সোমপ্রকাশ' আদালত হইতে ৩০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন; সেই অর্থে ক্ষেত্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্মাণে উদ্যোগী হন, কিন্তু তিনি স্থানান্তরিত হওয়ায় এই কার্য বন্ধ থাকে। (১) ক্ষেত্র বাবু শান্তিপুর-স্কুলে ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার 'রঙ্গভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তৎকালীন শান্তিপুর-মহকুমার হাকিম মহিমাচন্দ্র পালের (ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের পরে আসেন) বিরুদ্ধে 'ইডেনের মহিমা' [ইডেন=বাইবেলের ইডেন উদ্যান, বা প্রধান সেক্রেটারী (পরে ছোট লাট) ইডেন] নামে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (২) ক্ষেত্র বাবু স্থানান্তরিত হইলে ডাঃ অভয়াচরণ বাগচী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের আদি আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ইঁহার শিক্ষাগুরু প্রসিদ্ধ রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য বিদ্যাবাচস্পতি। (৩) যাহা হউক্, ক্ষেত্রবাবু চলিয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শোচনীয় হয়। পরে, বীরেশ্বর প্রামাণিক মহাশয়ের সম্পাদক থাকাকালে, বাং ১৩০৩ সালে ফরিদপুর-বালিয়াকান্দি হইতে হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র শান্তিপুর আসেন, এবং কয়েক বৎসর বাস করেন। ইনি, বীরেশ্বর বাবু ও তৎপুত্র

---

(১) যুবক, ১৩৩৪ শ্রাবণ, ভাদ্র (২) রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী
(৩) যুবক, ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ: স্বর্গত মোজাম্মেল হকের অভিভাষণ

শ্রীযোগানন্দ বাবু চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহার ফলে বাং ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রথম আচার্যের কার্য করেন পূর্বলিখিত পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। বীরেশ্বরবাবুর সহকারী ছিলেন হরিচরণ পাল, রজনীকান্ত মল্লিক, পরমেশ্বর বসু মল্লিক, প্রভৃতি। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক উপাসনা, সঙ্গীত, কীর্তন, বক্তৃতা, প্রচার, অনাথাশ্রম ও বিদ্যালয়-পরিচালন, এবং সাহিত্যসেবা কার্য নিষ্পন্ন হয়; বর্তমানে এই সমাজের দুরবস্থা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, চিরঞ্জীব শর্মা, মৌলভী গিরিশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বি-এ (কেম্ব্রিজ), বার-এট-ল, মুক্তিনাথবাবু, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (সংস্কৃতে পণ্ডিত), কাঙ্গালীদাস বাবাজী, রাইচরণ দাস (শ্রীহট্টনিবাসী), প্রিয়নাথ দাস, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখক), অধ্যাপক ললিতমোহন দাস, এম-এ, ভবসিন্ধু দত্ত, প্রমথনাথ সেন (সম্পাদক—World & the New Dispensation), মহেন্দ্রনাথ বসু, কেদারনাথ রায়, বঙ্গচন্দ্রবাবু, লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ দাস, ললিতমোহন সেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, শরচ্চন্দ্র দত্ত, অমৃতলাল বসু (প্রচারক), কালীনাথবাবু, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, হরলালবাবু, ব্রজগোপাল নিয়োগী, দীননাথবাবু, কেল্‌কার সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণ বাহির হইতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের ঐ সব কার্যে সহায়তা করেন। (১) ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কুচবিহারের ভূতপূর্বা মহারাণী সুনীতি দেবী, ময়ূর-ভঞ্জের মহারাণী সুরুচি দেবী প্রভৃতি এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক; সরকার ও

(১) বঙ্গরত্ন

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি ইঁহাদের বিদ্যালয় ও অনাথাশ্রমের জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া ইঁহারা কয়েক ঘর ব্রাহ্ম এখনও কোনও রূপে বর্তমান আছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ৺বীরেশ্বর প্রামাণিক বাং ১৩১৬ সালে শান্তিপুরের সাহাপাড়া হইতে একটি অনাথ বালককে প্রাপ্ত হইয়া অনাথাশ্রমের সূচনা করেন। তিনি গত হইলে ৺পরমেশ্বর মল্লিকের পুত্র প্রমথনাথ মাতার সহিত এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। কোনও সময়ে রাণাঘাটের মহকুমা-হাকিম রাণাঘাট দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা, একটি ছয় মাসের বালক এবং তিন বৎসরের একটি বালককে এই আশ্রমে পাঠান; তন্মধ্যে ছয় মাসের শিশুটি তিন মাস পরে মারা যায়। (১) বীরেশ্বরবাবু নিজে উপবাসী থাকিয়াও অনাথদের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন, এবং স্বহস্তে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। এই অনাথাশ্রমের অস্তিত্বের কথা যুবক, আনন্দবাজার প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়; দুঃখের বিষয়, ইহার অধীনস্থ আশ্রিতদের একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায়, আশ্রম কর্তৃপক্ষের অনেক সময় বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হয়। অক্লান্তকর্মী শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক ভারতী নিজ বাটীতে এই আশ্রম, একটি মাইনর বালিকা-বিদ্যালয় (তাঁহারই চেষ্টায় এই বিদ্যালয়টি 'মধ্য-বাংলা' হইতে 'মাইনর' হইয়াছে), 'যুবক' পত্রিকা, এবং স্মৃতি-উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক নানা সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন। উক্ত মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়টি পূর্বে মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হইত।

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২২ ভাদ্র, পৃ. ৫৯৫ (রাণাঘাট-বার্তাবহ হইতে উদ্ধৃত); যুবক, ১৩১৬ বৈশাখ

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ শান্তিপুরে শিক্ষার প্রসারে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন। বীরেশ্বরবাবু স্থতরাগড় মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে (পরে হাইস্কুলে পরিণত) পণ্ডিতী করিতেন, এবং শ্রমজীবী ছাত্রদিগকে লইয়া নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। পূর্বলিখিত হরেন্দ্রবাবু ও বীরেশ্বরবাবু মিলিতভাবে আনুমানিক ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে রামনগরপল্লীতে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। হরেনবাবু ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এবং বীরেশ্বরবাবু তাঁহার পূর্বলিখিত কার্য ত্যাগ করিয়া প্রধান পণ্ডিত হন। যোগানন্দবাবু কর্মী এবং হাজারীলাল ভড়, উড়িয়া গোস্বামীদের গোপাল গোস্বামী (তাঁহার পুত্র এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র) ও শ্রীকালাচাঁদ দালাল শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে ছাত্র-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুঃখের বিষয়, একটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। যাহা হউক্, কতিপয় বৎসর পরে এই বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়—নাম যথাক্রমে 'ব্রাহ্ম মিশন স্কুল', 'ডায়মণ্ড জুবিলী ইন্‌ষ্টিটিউশন' ও পরে 'শান্তিপুর ওরিয়েণ্টাল একাডেমী'। চৌগাছা-পল্লীতে ৺মধুসূদন প্রামাণিকের বাটীতে প্রথমে স্কুলটি বসে; পরে ইহা নানা-স্থানে স্থানান্তরিত হয়; এখনও পর্যন্ত ইহার স্থায়ী বাটী হয় নাই। ইহাকে বর্তমান রাখিতে শিক্ষক ও কর্মীগণ বহু ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে বিনোদবিহারী দাস (ভূতপূর্ব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর), ৺বেচারাম লাহিড়ী, বি-এল্, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, স্কুলের প্রাণস্বরূপ দয়ালচন্দ্র ঘোষ (হালিসহরের নিকটবর্তী জেটিয়া গ্রামনিবাসী), ৺বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি-এ (নবদ্বীপবাসী), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কালাচাঁদবাবু ও ৺হীরালাল প্রামাণিক স্কুলে সাহায্য করিতেন; কালাচাঁদবাবু সাত বৎসর স্কুলের অবৈতনিক

শিক্ষক ছিলেন এবং হরেন্দ্রবাবুকেও কিছু কিছু দিতেন। কুচবিহার রাজ-সরকার হইতে ১০০৲ টাকা পাওয়া যাইত। যাহা হউক্, চাঁদা আদায়ের জন্য বীরেশ্বর ও যোগানন্দবাবু কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, যশোহর, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, কুষ্ঠিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে,—হরেন্দ্র ও হাজারী বাবু কটক, বামড়া, কেঞ্ঝোর, ময়ূর-ভঞ্জ, বৌধ, আটমল্লিক, তালচে, নীলগিরি, নরসিংহপুর প্রভৃতি স্থানে (স্যর কে-জি-গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র এ বিষয়ে সাহায্য করেন,—এবং হরেন্দ্র ও গোপাল বাবু দক্ষিণাত্যে ও নিজামরাজ্যে গমন করেন; হায়দরাবাদ-প্রবাসী শান্তিপুরসন্তান ৺নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক সাধ্যমত সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে সুতরাগড় 'নদীয়া মহারাজ হাই ইংলিশ স্কুল' পরে স্থাপিত হইলেও অগ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হইয়া যায়, এবং দুই দলে বিরোধিতা উপস্থিত হয়। অবশেষে, পারিতোষিক বিতরণের জন্য ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে শান্তিপুরে আনয়ন করা হয়; অতঃপর অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ ঘোষ, এম-এ (কুচবিহারের প্রাইভেট সেক্রেটারী), রামব্রহ্ম সান্যাল (চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), হীরালাল বাবু ও হরেন্দ্র বাবু পাঁচ বৎসরের দায়িত্ব লন, এবং তিন বৎসর পরে স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হয়। হীরালাল বাবু হ্যাণ্ডনোটের টাকা বা কর্তৃত্ব না পাওয়ায় পুলিশের সাহায্য লন এবং ব্রহ্মমন্দিরেও তালা লাগাইয়া আসেন (সুশীলকৃষ্ণ রায় তাঁহার সহায়ক থাকেন); উপাসকেরা সেখানে গিয়া লাঠিয়ালের দ্বারা প্রহৃত হন; রাণাঘাটে মোকদ্দমা হয়; হাকিম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় শান্তিপুরে আসিয়া বিচার করেন; ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ব্যারিস্টার নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও প্রভাতকুসুম রায়-চৌধুরী ফী না লইয়া কার্য করেন; মামলা মিটিয়া যায়। এদিকে হরেন্দ্রবাবু

একনেতৃত্ব চাওয়ায়, হীরালাল বাবু দেওয়ানী মামলা করিয়া হরেন্দ্রবাবুর নামে ডিক্রী পান; আপীলে সোলেনামায় দুই জন অর্ধেক করিয়া কর্তৃত্ব পাইবেন লিখিত হয়। হীরালাল বাবুর টাকা শোধ হইল, লিখিতমত কর্তৃত্ব ব্রাহ্মসমাজের উপর না দিয়া হরেন্দ্রবাবুই ষোল আনা কর্তৃত্ব লন। কালাচাঁদ বাবু পূর্ণিয়ায় চলিয়া যান। (১) কিয়ৎকাল পরে হরেন্দ্র বাবু শান্তিপুর ত্যাগ করেন, এবং হীরালাল বাবুও মারা যান। বলা বাহুল্য যে এই স্কুলটিতে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রই পাঠ করে, এবং বর্তমান পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে বেশীর ভাগই হিন্দু।

এবার শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যসেবার অতিরিক্ত কথা লিখিত হইল। বীরেশ্বর বাবুর লিখিত গ্রন্থ—অপরাধ-ভঞ্জন বা দেবানন্দ-বৃত্তান্ত (কবিতা, 'কাঙ্গাল' কর্তৃক প্রকাশিত); অদ্বৈতবিলাস (২ খণ্ড; ১ম খণ্ড—১৮২১ শক, ২য় সংস্ক ১৩২২ সাল; ২য় খণ্ড—১৮৩৬ শক; বহু স্থলে প্রশংসিত); পারস্য উপাখ্যান; যাবনিক অভিধান (হস্তলিখিত)। ইনি হরেন্দ্রবাবুর সহযোগে পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক 'সেবা' নামক পত্র শান্তিপুর হইতে কিয়ৎকাল প্রকাশ করেন (বাং ১৩০৫ সাল); এবং শান্তিপুরে 'যুবক' প্রতিষ্ঠিত করেন, কালাচাঁদ বাবু ইহার নামকরণ করেন; ইনি 'যুবকে' নিত্যানন্দ-চরিত, শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত (কিয়দংশ), আশানন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ ও ওরিয়েণ্টাল একাডেমির ইতিহাস, শান্তিপুরে গৌরনিতাই, বিজয়পুরী, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন। ইনি সোমপ্রকাশ, পরিদর্শক (শ্রীহট্ট), নদীয়া-দর্পণ প্রভৃতি পত্রে লিখিতেন। ইনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

---

(১) যুবক, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ

(১) ইনি শান্তিপুর হিন্দু বঙ্গ-বিদ্যালয় (ইঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত), মধ্য-বাংলা বালিকা বিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, শান্তিপুর পঠনালয়, আত্মোৎকর্ষ বিধায়িনী সভা, বালক বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রভৃতির (পূর্বে দ্রষ্টব্য) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়ের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণময় গোস্বামী, বিশ্বেশ্বর দাস, ডাঃ নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী প্রভৃতি ইঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইঁহার জন্ম ১২৫৪ সালের আশ্বিন মাসে, মৃত্যু ১৩।৭।১৩১৯ তারিখে হয়। ইনি 'আনুষ্ঠানিক' ব্রাহ্ম ছিলেন; ইঁহার প্রথম বিবাহ খাঁদের ঘরে হয়।

পূর্বলিখিত 'যুবক' পত্রিকা ছাত্রদের সম্মিলনী (ইউনিয়ন ক্লাব, ইহা পরে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী ক্লাবে পরিণত হয়) হইতে বাং ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে যোগানন্দ বাবুর প্রাথমিক ও বর্তমান কাল পর্যন্ত (কয়েক বৎসরের বিরতি ব্যতীত) স্থায়ী উৎসাহ প্রশংসার্হ। কালাচাঁদ বাবু কিয়ৎকাল তাঁহার গৃহে উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন হইতে দেন। তাঁহার সম্পাদনাকালে 'যুবকের' সমধিক উন্নতি হয়। (২) বর্তমান লেখকও কতিপয় বৎসর 'যুবকের' সম্পাদনাকার্য নির্বাহ করিয়াছে। শ্রীননীগোপাল লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ ইহার সহকারী সম্পাদক আছেন। বর্তমানে ইহাই শান্তিপুরের একমাত্র পত্রিকা; কিন্তু সাধারণের উৎসাহের অভাবে ইহা দিন দিন ম্রিয়মান হইয়া যাইতেছে। যোগানন্দ বাবু 'যুবকে' শান্তিপুর-সমাচার, শান্তিপুরের মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্র, শান্তিপুরের অনুষ্ঠান, শান্তিপুরের গৌরনিতাই সীতানাথ বিগ্রহ, সীতাঠাকুরাণী, শান্তিপুরে গৌরাঙ্গ, ভক্তিবিজয়চন্দ্রিকা (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

---

(১) সাহিত্য-পঞ্জিকা; যুবক, ১৩১৯ চৈত্র, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৩৬, পৃ-৯০ ; মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮, পৃ ২৬৯, ৩০৪

(২) যুবক, ১৩৪৩ শ্রাবণ, পৃ ২৭...

প্রভৃতি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি 'রঙ্গভূমি' ও 'সেবা'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং আনন্দবাজার, নদীয়া-দর্পণ প্রভৃতিতে লিখেন। ইনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ—ব্রহ্ম-সংহিতা (বা ব্রহ্মপূজা ও ব্রাহ্মধর্মপরিচয় ; ব্রাহ্মাব্দ ৬৬) ; শান্তিপুর-রত্ন; [পরিশিষ্ট সমেত (১) ; হরিমোহন প্রামাণিকের জীবনী ; ১৮২০ শক অন্তঃপুর (১৩০৬ পৌষ, পৃ ১৯২), আনন্দবাজার প্রভৃতিতে প্রশংসিত]। ইঁহাকে শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠের সহিত একটি অপ্রিয় মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় (২), ব্যাপার থামিয়া যাওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি ; ভোলানাথ বাবু প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কিয়ৎকাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে হয়। যোগানন্দ বাবুর পুত্র-কন্যারা শিক্ষিত এবং সভায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন ও পত্রিকায় লিখেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেবানন্দ, বি-এ, বেসরকারী কৃষিবিভাগীয় পরিদর্শক, ইনি যুবকের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কন্যা সুনীতিবালা চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। যোগানন্দ বাবু ও দেবানন্দ দীক্ষিত ব্রাহ্ম।

বীরেশ্বরবাবুর জামাতা শ্রীকালাচাঁদ দালাল। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ—মর্ম্মবাণী (কবিতা ; প্রশংসিত) ; মর্ম্মগাথা [কবিতা ; শান্তিপুর-ধাম, শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত, শান্তিপুরে শ্যামচাঁদ (কবি ৺হরিচরণ দে লিখিত), শান্তিপুর-গীতি (সুর সমেত)—এই চারিটি কবিতা লইয়া 'শ্রীঅদ্বৈতের পাট শান্তিপুর-ধাম' রচিত (১৩৩৫)] ; ব্রহ্মপ্রবাসীর পত্র (প্রশংসিত)। 'মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত শান্তিপুর সম্বন্ধীয় কবিতা—

(১) যুবক, ১৩৩৭ আশ্বিন

(২) বঙ্গরত্ন, এডুকেশন গেজেট, নদীয়া-প্রকাশ, যুবক, ১৩৪২ বৈশাখ, পৃ ৩

পরিসমাপ্তি (৺বীরেশ্বর প্রামাণিকের), 'যুবকের' প্রতি; 'মর্মগাথা'য় প্রকাশিত শান্তিপুর সম্বন্ধীয় কবিতা—আদ্যশ্রাদ্ধ (৺নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি)। ইনি শান্তিপুর, শান্তিনিকেতন, তন্তু ও তন্ত্রী, তন্তুবায়-সমাচার প্রভৃতি পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন; এবং সভায় ও অন্যের পুস্তকে কবিতাদি পাঠ করেন ও লিখেন। ইঁহার সংগৃহীত শান্তিপুরের মূল্যবান্ ইতিহাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইনি শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে (১৩২৬) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, আশানন্দ স্মৃতি-সমিতির উদ্যোক্তা (প্রথমাবস্থায়) এবং বোলপুরে শান্তিনিকেতন মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি এখনও শান্তিপুর তন্তুবায়-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইঁহার কথা কতিপয় স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) কালাচাঁদ বাবুর জামাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল প্রামাণিক (পূর্তবিভাগের হিসাবরক্ষক; রায়সাহেব দামোদর প্রামাণিকের ভ্রাতা) 'যুবকে' প্রবন্ধ লিখিতেন; এবং দৌহিত্র সত্যানন্দ, এম্-এ, এম্-এড্ (লীডস্), পত্রিকাদিতে লিখেন। (২) কালাচাঁদ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, সুবোধ ও বিমলাকান্ত যুবকে বা শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকীতে লিখিয়া থাকেন; এবং পূর্ণিমা-সম্মেলন বা সাহিত্য-সম্মেলনে কবিতা-প্রবন্ধাদি পাঠ করেন; কমলাকান্তের শান্তিপুর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ—শান্তি-পুরের ভাষা। (৩) কালাচাঁদ বাবু হিন্দু।

হরেন্দ্রবাবু প্রণীত গ্রন্থ—Hinduism and the World Ideal

---

(১) সাহিত্য-পঞ্জিকা; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, ৩য় খণ্ড—যুবক, ১৩৪০, পৃ ৬৭; পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ কার্তিক, পৃ ১৩১

(২) আনন্দবাজার ২১।১০।৪৩; যুবক, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ (৩) যুবক, ১৩২৫ আশ্বিন।

(আমেরিকার অধ্যাপক গাওয়েনের 'A History of Indian Literature' পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ হইতে প্রায় অর্ধ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হইয়াছে)। ইনি আমেরিকায় একখানি ইংরাজী কাগজ সম্পাদন করিতেন, এবং এখানে 'বাঙ্গালা' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা প্রতাপচন্দ্র 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং শান্তিপুরে পুত্রের সহিত বাস করিতেন।

শান্তিপুরে চৈতন্যদেব (পৃ ৩২)

"প্রেমধন বিলায় গোরারায়!
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ গৌর ডাকে আয়!
(ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়!"—কীর্তন

"বহুদিনের বৌদ্ধপ্রভাব বাঙ্গালীর মনে ও দেহে জড়িয়ে ছিল। অহিংসা নীতির দুটো দিক্—একটা প্রেমমৈত্রীর, একটা তার জড়তা। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে নেওয়া যায় না। কাযেই শ্রীচৈতন্য যখন তাঁর 'নামগান, জীবে প্রেম, ভক্তি ভগবানে' এই মধুর বাণী প্রচার ক'রলেন, তখন স্মৃতি-প্রপীড়িত, শাক্ত-অত্যাচারিত শান্তিপুর প্রেমে ডুবু ডুবু হ'য়ে নদীয়া ভেসে গেল।...তর্কযুদ্ধে ইহা প্রচারিত হয় নাই, এই নবধর্ম প্রচার হ'ল গানে—বাউলে, কীর্তনে।...কিন্তু অতিরিক্ত মধুর রসে (বাঙ্গালীর মনপ্রাণ) এমন মশগুল হ'য়ে উঠলো যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। 'ললিতলবঙ্গলতা'র স্পর্শে 'গদাভল্ল-পরশু' লোপ হ'য়ে গেল।" (১)

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ কার্তিক, পৃ ৭৯৯

(অ)

চৈতন্যদেব শান্তিপুরে কতিপয় বার আগমন করেন। প্রথমে বাল্যকালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকট এক বৎসর থাকিয়া বেদ শিক্ষা করেন। ঈশান নাগর ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সে শান্তিপুর অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া প্রায় ৫০ বৎসর সেখানে থাকেন। ঈশানের তিন (১) বৎসর পরে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসেন। নবদ্বীপধামের শিক্ষা শেষ করিয়া ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বাল্যসুহৃদ্ গদাধরের সহিত বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ইচ্ছায় শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপনীত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পর নবদ্বীপ হইতে টোল উঠাইয়া লইয়া পুনরায় শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।···অদ্বৈতাচার্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বেদান্তসূত্রের মাধবভাষ্য—যাহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন —পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত প্রভুর নিকট এই বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য পাঠ করেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে নিজ মত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব (২) স্থাপনপূর্বক বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বেদান্তবিচার করিয়াছিলেন।” (৩)

“গৌর কহে শুন গুরু বেদপঞ্চানন।
বিদ্যানগর হইতে আইনু তোমার সদন॥
আন শাস্ত্র দেখিবারে মন নাহি ভায়।
বেদার্থ শুনিতে মুঞি আইলুঁ হেথায়॥

(১) চারি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রঃ অদ্বৈতপ্রকাশ; সংহতি, ১৩৪৩, পৃ২৭১
(২) এই মত প্রসঙ্গে বলদেব বিদ্যাভূষণ ও জীব গোস্বামীর নামও উল্লিখিত হয়। (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ ফাল্গুন, পৃ ৩৯৯

এবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে।

(এখানে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্যবর্ণনাছলে গ্রন্থকার অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালদাসকে নিমিত্ত করিয়া কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শান্তিপুরে আসেন।)

ক্রমে গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম।
তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন॥

* * * *

এই নিমাঞি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।
বিদ্যাসাগর (১) উপাধি মুঞি করিলুঁ স্থাপন॥

ছাত্র কহে বিদ্যাসাগর দেহ পান চিনি।
মহাপ্রভু যথাবিধি সভে সম্মানিলা।
দোঁহে (২) সঙ্গে করি তবে গৃহেরে চলিলা॥" (৩)

ঈশান 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে প্রায়শ নিজ প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শান্তিপুরস্থ শিক্ষাগুরুর নাম 'সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য' লিখিত আছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ লিখিয়াছেন যে 'বাসুদেব সার্বভৌম' ও 'সার্বভৌম ভট্টাচার্য' ভিন্ন ব্যক্তি। (৪) তাহার পূর্বে চলিত বিশ্বাস ছিল যে ইঁহারা এক ব্যক্তি। (৫) সম্প্রতি শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী বিষ্ণুদাস আচার্য (ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র

(১) শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে কলাপ ব্যাকরণের একখানি বিদ্যাসাগরী টীকা রচনা করেন।—ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ ফাল্গুন, পৃ ৪০০

(২) গদাধর ও লোকনাথ গোস্বামী (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ

(৪) ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ ফাল্গুন, পৃ ৩৯৭

(৫) ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ আশ্বিন, পৃ ৫৯৭; গৌড়ীয়, ৮ম বর্ষ, পৃ ১১৫

বলিয়া অনুমিত) কর্তৃক লিখিত 'সিতাগুণ কদম্ব' নামক পুথি (ইহা ৪০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ, বাংলা ১১৯৫ সালে লিখিত ইহার নকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে) হইতে দেখাইয়াছেন যে শান্তিপুরের কাশীনাথ সার্বভৌমই শ্রীচৈতন্যের উক্ত শিক্ষাগুরু।—

পঠ কাশীনাথ সার্বভ�ৌমের মন্দিরে।
ভাগবত পড়িয়া হেথা রহ মোর লয়॥

এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব ইঁহার নিকট ন্যায় প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (১)

হরিচরণ দাস 'অদ্বৈতমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে সীতাদেবী এক দিন শ্রীচৈতন্যের জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়াছিলেন তাহা অচ্যুতানন্দ খাইয়া ফেলে; তজ্জন্য তিনি অচ্যুতকে প্রহার করেন; কিন্তু সেই দাগ পরে নাকি শ্রীচৈতন্যের দেহে দৃষ্ট হয়। ইহা কোন্ সময়ের ঘটনা ঠিক বলা যায় না

(আ)

শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে আবেশভরে যে নৃত্যকীর্তনাদি করিয়াছেন তাহা নিমাইএর 'অসীম প্রভাব ও অগোচর বুদ্ধি'র জন্যই করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এবং ভক্তি বর্জন করিয়া জ্ঞানমার্গের ('জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি') আলোচনা করিতেছেন। নিমাইকে শান্তিপুরে আনয়ন করিয়া ভক্তিশিক্ষালাভই শ্রীঅদ্বৈতের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

অন্তর্যামী নিমাই নিত্যানন্দকে লইয়া শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অধুনালুপ্ত ললিতপুর গ্রামে এক বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে ভোজনকালে, ইনি কিছু 'আনন্দ' (মদ্য) দিতে চাওয়ায়, নিমাই গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং নিত্যানন্দও তাঁহাকে অনুসরণ

(১) সাপ্তাহিক হিন্দু; যুবক, ১৩৪২ ফাল্গুন, পৃ৭৪

করিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ স্রোতানুকূলে গমন করিয়া তাঁহারা তদানীন্তন অদ্বৈতঘাটে উপনীত হইলেন। আশ্রমে অদ্বৈতাচার্য, হরিদাস, দুই একটি শিষ্য, সীতা দেবী ও অচ্যুতানন্দ (১) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে নিমাই ও নিত্যানন্দ আর্দ্রবস্ত্রে আগমন করিলেন।

"বিশ্বম্ভরতেজ কোটী সূর্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥" (২)

এইরূপে দর্শন দিয়া নিমাই বলিলেন, "হাঁ রে নাঢ়া (৩), ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস্ ?" তখন শ্রীঅদ্বৈত জ্ঞানকে মহত্তর বলিলেন। ফলে, মহাপ্রভু তখনই তাঁহাকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া পৃষ্ঠে মুষ্টিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "ভক্তিকে আর অবহেলা ক'রবি ?"

"পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠনে পাড়িয়া॥" (৪)
"এত কহি মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহাবেশে।
পিণ্ডা হৈতে আচার্যেরে ফেলে নীচদেশে॥
গৌরে দেখি ভক্তিরক্ষার গাঢ় অনুরাগ।
প্রেমে মূর্চ্ছা হৈল শ্রীঅদ্বৈত মহাভাগ॥" (৫)

সকলেই স্তম্ভিত। সীতাদেবী বাক্যে ও ব্যবহারে অস্থিরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত অন্তরে আনন্দাতিশয্য অনুভব

(১) ঈশান নাগরের মতে অচ্যুতের জন্ম ১৪১৪ শকে, এই মতই ঠিক্; বৃন্দাবন দাসের এই বিষয়ক বর্ণনাগুলিতে অসামঞ্জস্য আছে।—বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃ ৩৫৬

(২) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড (৩) নাড়িয়াল গাঞিভুক্ত

(৪) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ

করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "সগু কৈশোরাতিক্রান্ত চৈতন্যদেব রুদ্ররূপে নবতিবর্ষ বয়স্ক (১) অদ্বৈতাচার্যের কি দুর্গতি করিতেছেন দেখুন। চৈতন্য প্রভুর এই রুদ্র মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে যাঁহারা রুদ্রাবতার বলিয়া গণ্য করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি। এই কি প্রেমময় চৈতন্যদেবের মূর্তি? ইহা যদি তাঁহার বিকৃতি না হয়, তবে আর বিকৃতি কাহাকে বলিব?" (২) ভালবাসার 'ফুলো কিলে' তপঃসম্পন্ন দেহধারীর দেহে আঘাত না লাগাই সম্ভব। যাহা হউক্, পরিশেষে শ্রীঅদ্বৈত গাত্রোত্থান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার উপর মহাপ্রভুর অসীম কৃপার কথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন, এবং নত হইয়া তাঁহার চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিমাইএর সহজ ভাব হইল, এবং তিনি সসঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন, "করেন কি? করেন কি? আমি ত কিছু চপলতা প্রকাশ করি নাই? অচ্যুতের ন্যায় আমাকেও রক্ষণাবেক্ষণ করুন।" তদবধি শ্রীঅদ্বৈতের জ্ঞানচর্চা বন্ধ হইল। কেবল গুজরাটবাসী কামদেব নাগর ও শঙ্কর নামীয় দুই জন শিষ্য বৈদান্তিক মত বর্জন না করিয়া চিরকালের জন্য শ্রীঅদ্বৈতকে ত্যাগ করিল। (৩) "শ্রীঅদ্বৈত এক সময়ে শান্তিপুরের চতুষ্পাঠীতে যে আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়া-

---

(১) কিন্তু দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের সময় অদ্বৈতাচার্যের বয়স '৭৫' লিখিয়াছেন—'Chaitanya and his Companions' দ্রষ্টব্য

(২) গোবিন্দ দাসের করচার ভূমিকা (২য় সংস্করণ)

(৩) নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস; ভক্তিরত্নাকর; Dineshchandra Sen—Chaitanya and his Companions; রজনীনাথ চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই জ্ঞানবাদ ভক্তিবিরোধী না হইলেও উহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে কোনরূপে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধা ভক্তির সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই।...আচার্যের শিষ্য শঙ্করদেব আচার্যের নিকট হইতে আসামে চলিয়া যাইয়া জ্ঞানপ্রধান ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া আসামে একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।" (১)

ঈশান নাগরের বর্ণনা কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ।

"সংজ্ঞা পাঞা কহে অপরাধ হৈল মোর।
এবে ভক্তি বিলাইবাঙ আজ্ঞা পাইলুঁ তোর॥
এত কহি দুই গ্রন্থ আনি সযতনে।
গৌর নিত্যানন্দ আগে করিলা স্থাপনে॥
শ্রীযোগবাশিষ্ঠ আর শ্রীভগবদ্গীতা।
এই দুয়ের ভাষ্য মোর প্রভু রচয়িতা॥
ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য অতি চমৎকার।
গৌরে দেখাইলা প্রভু করিয়া আদর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দুই ভাষ্য পাঠ করি।
শুদ্ধ প্রেমে আর্দ্র হঞা কহয়ে ফুকারি॥
এই দুই ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য যে রচিলা।
সেই অপ্রাকৃত ভক্তি-সাগর মথিলা॥
সেই কৃষ্ণের আত্মরূপ ভক্ত অবতার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার॥" (২)

তাহার পর বহুক্ষণ নামসংকীর্তন হইল। তৎপরে নিমাই সীতা-

(১) বিশ্বকোষ [২য় সংস্করণ], ১ম ভাগ, পৃ ৭১৯
(২) অদ্বৈতপ্রকাশ

দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগাদির আয়োজন করিতে বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাদির সহিত পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। জলক্রীড়া ও স্নানান্তে সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই ঠাকুরঘরে যুগলরূপকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত নিমাইএর চরণে পড়িলেন, এবং হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতের চরণে মস্তক রাখিলেন—দেখিয়া বোধ হইল যেন মনুষ্যের একটি প্রলম্বিত শৃঙ্খল পড়িয়া রহিয়াছে; এ দিকে আসন প্রস্তুত।

"হেথা গৌরগতপ্রাণা সীতা পাক ঘরে।
বস্ত্রে মুখ বান্ধি রান্ধে হরিষ অন্তরে॥
বহুত ব্যঞ্জন শাক আর পিঠা পানা।
ঘৃতপক্ক পায়সান্ন অমৃত উপমা॥
মুঞি অধম কৈলা তার জলের টহল।
মোর প্রতি মাতা স্নেহ করহে অটল॥
তবে মদনগোপালে (১) ভোগ লাগাইলা।
তুলসীমঞ্জরী ভোগের উপরে অর্পিলা॥
ভোগ সরাইয়া আসন দিলা তিন ঠাঞি।
দক্ষিণে নিতাই মধ্যে বসিলা নিমাঞি॥
অদ্বৈত বসিলা বামে করি দৈন্যপানা।
পরিবেশন করে সীতা যৈছে অন্নপূর্ণা॥" (২)

পরে পরিপাটীরূপে ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইল। নিত্যানন্দ র: ঘরময় উচ্ছিষ্ট ছড়াইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটু বাক্য বিনিময় করিতে লাগিলেন।

---

(১) এই বিগ্রহ প্রথমে পটমূর্তি ছিল; এক্ষণে ইহা মদনগোপাল-গোস্বামী শাখার মন্দিরে অবস্থিত। (২) অদ্বৈতপ্রকাশ

"দ্বারে বসি ভোজন করয়ে হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি—সকল প্রকাশ॥
*   *   *   *
ভোজন হইল পূর্ণ কিছুমাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ॥
সর্বঘরে অন্ন ছড়াইয়া হইল হাস।
প্রভু বোলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ ছলে॥
*   *   *   *
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগ্‌বাস।
হাতে তালি দিয়া হাসে অট্ট অট্ট হাস॥
*   *   *   *
ক্ষণেকে হইল বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর সন্তোষে করিলা আলিঙ্গন॥" (১)

অতঃপর নিমাই একাকী শান্তিপুরের পরপারে অবস্থিত কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে বৈঠা প্রদান করিলেন, এবং তৎপরে শান্তিপুরে (অনুমান হয়, গৌরীদাসাদিকে সঙ্গে লইয়া) প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার শান্তিপুরে দানলীলাভিনয় হয়। অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতী রাধিকা, নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ী, শ্রীবাসাদি কতিপয় সখী, কমলাকান্ত প্রভৃতি সখা, গৌরীদাস সুবল এবং নরহরি মধুমঙ্গলের অভিনয় করেন। সখারা গাভী লইয়া যান; শান্তিপুরের দক্ষিণে প্রবাহিতা ভাগীরথী, তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষ ছিল। দধিদুগ্ধ-

(১) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড

লুণ্ঠন, জলবিহার প্রভৃতি সমস্ত অভিনয়ই হয়। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ অচেতন হইয়া জলে পড়িয়া যান; কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের চৈতন্য হয়। (১) তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব সদলে নবদ্বীপ চলিয়া যান।

(ই)

সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব শান্তিপুরে গমন করেন। সময় ১৪৩১ শকের শীতঋতু। (২) কাটোয়া হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে গমনানন্তর শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ন্যায় মুকুন্দ-পাদসেবন দ্বারা জীবনযাপনের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখন তাঁহার পথ চিনিয়া যাইবার মত অবস্থা নহে।

"অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার।
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্তপ্রায় উঠেন ঊর্ধ্বস্থানে।
কখন বা গর্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥" (৩)

(১) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; যুবক, ১৩১১, ভাদ্র

(২) সতীশচন্দ্র রায় ১৪৩৭ শক লিখিয়াছেন—পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 'Chaitanya and his Companions' গ্রন্থে উক্ত সময় ১৫১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৩) চৈতন্যচন্দ্রোদয়

ভক্তেরাও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং নিত্যানন্দ রাঢ়দেশে তিন দিবস অনর্থক ঘুরাইয়া ও অনাহারাদি ক্লেশ ভোগ করাইয়া শান্তিপুরতলবাহিনী ভাগিরথীকে 'যমুনা' ও তত্তীরস্থ বটবৃক্ষকে 'বংশীবট' আখ্যা দিয়া মহাপ্রভুকে সহজেই প্রতারণা করিয়া ভাগীরথী-বক্ষে অবতারণ করেন। পূর্বেই অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারাও নৌকাসমেত উপস্থিত হন।

"নিত্যানন্দ গোরা রায়ে করিয়া বঞ্চনা।
গঙ্গা দেখাইয়া কহে এই ত যমুনা॥
এই কালে সীতানাথ নৌকাতে চড়িয়া।
আইলেন বহির্বাস কৌপীন লইয়া॥
আচার্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥" (১)

তখন মহাপ্রভুর ভ্রম দূর হয় এবং তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিয়া অদ্বৈতাশ্রমে উপনীত হন। তথায় শচীমাতা এবং নবদ্বীপস্থ ভক্তগণও পরে আগমন করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিবার আদেশ থাকে না। শান্তিপুর ও পার্শ্বস্থ গ্রামসকল হইতে বহু দর্শক আসে। যে দশ (২) দিন মহাপ্রভু শান্তিপুরে থাকেন, সে কয়দিন শান্তিপুর প্রকৃতই 'ডুবু ডুবু' হয়। দিনরাত্রি মহোৎসব ও নামসংকীর্তন চলে। দ্বারে দ্বারী রাখা সত্ত্বেও জনতার ভিড় কমে না; মহাপ্রভুকে ছাদে উঠিয়া দর্শন দিতে হয়। ৺বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে শচীদেবী নবদ্বীপে ১২ দিন অনাহারে পড়িয়া থাকেন, এবং তার পর নিত্যানন্দ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের খবর দেন; মহাপ্রভু প্রথমে ফুলিয়ায় আগমন করেন, কোন নাম উল্লেখ না থাকিলেও

---

(১) শ্যামদাস—অদ্বৈতমঙ্গল, অন্ত্যখণ্ড (২) দ্বাদশ—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত)

হরিদাসের আশ্রমেই বুঝিতে হইবে। সেখানে নবদ্বীপ হইতে ভক্তেরা আসেন ; তার পর সকলে শান্তিপুরে অদ্বৈতাশ্রমে আসেন। (১)

"শ্রীচৈতন্য মায়ে দেখি দণ্ডবত কৈলা।
পুত্র-মুখ চাঞা কান্দিতে লাগিলা॥
* * * *
মহাপ্রভু মাতারে কহিলা মহাযোগ।
শুনি তান সর্ব শোক হইল বিয়োগ॥

দিনে মহাপ্রভু নাম উপদেশ দিলা।
রাত্রে পার্ষদ ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তন কৈলা॥
প্রেমানন্দে পৌরগণ হঞা উন্মত্ত।
প্রেমাশ্রুতে শান্তিপুর কৈলা অভিষিক্ত॥" (২)
"আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান॥ ৩।১১১।
সন্ধ্যাতে আচার্য আরম্ভিল সঙ্কীর্তন।
আচার্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন॥ ১১২।
* * * *
নির্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল, গর্ব, দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য॥ ১২৭।
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে॥ ১২৮।

(১) চৈতন্যভাগবত (২) অদ্বৈতপ্রকাশ

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি' 'হরি'।
আচার্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬।

* * * *

দিনে আচার্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোকে দেখে প্রভুর নর্তন-কীর্তন ॥ ১৬১।
কীর্তন করিতে প্রভুর সর্বভাবোদয়।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয় ॥ ১৬২।" (১)

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি সহ নৃত্যকীর্তন আরম্ভ করেন—

"কি কহিব রে সখি (আজুক) আনন্দ-ওর।
চিরদিন (২) মাধব মন্দিরে মোর ॥ ৩।১১৪।" (১)

এই পদের অবশিষ্টাংশ—

"পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥ (৩)
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥" (৪)

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা (২) পাঠান্তর—চিরদিনে

(৩) নিধন বলিয়া পিয়া না কলুঁ যতন।

এবে হাম জানল পিয়া বড় ধন ॥—এই দুই অতিরিক্ত চরণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪) সতীশচন্দ্র রায়—পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮১ ; এই পদের নানারূপ পাঠান্তর আছে।

এই অংশটি ঐ সময়ে গীত হয় কিনা জানা যায় না। যাহা হউক্, মহাপ্রভুর ইহা তত ভাল না লাগায়, সঙ্গীতজ্ঞ মুকুন্দ চণ্ডীদাসের এই পদটি গান করেন—

"হাহা প্রাণপ্রিয়সখি, কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥ ৩।১২৪।
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাহা উড়ি' যাই॥ ১২৫।" (১)

এই গানে মহাপ্রভু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হইয়া মহাভাবে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। এই চারি চরণের পাঠান্তর সহ এই পদের অতিরিক্ত অংশ চণ্ডীদাসের ভণিতা সহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

"হেদেরে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনী এমতি না বল॥" (২)

পূর্বলিখিত সতীশচন্দ্র রায় এই অংশটি চণ্ডীদাসের বা ইহা প্রকৃতপক্ষে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

(২) বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৭; ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র, পৃঃ ৩৪৬ : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাসের নূতন গান (পৃঃ ৩৪২); দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ বৈশাখ, পৃঃ ৭১৯-২০ : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্তন; নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—পদামৃতমাধুরী, পৃঃ ১৭৮ (শনিবারের চিঠি, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৩১—সমালোচনা)

ঐ সময়ে গীত হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (১)

জয়ানন্দ এই সময়কার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

"শান্তিপুরে গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।
*　*　*　*
শান্তিপুরে চলিলেন অদ্বৈত সম্ভাষে॥
অনেক পরিষদ সঙ্গে গঙ্গা তীরে তীরে।
সমুদ্রগড়ি পার হৈঞা গেলা শান্তিপুরে॥
*　*　*　*
শান্তিপুরের লোক সব ধায় উভরড়ে।
দিগ বিদিগ নাই কেবা কোথা পড়ে॥
নানা চিত্রে ধাতু কৈল নগর চত্বর।
দুআরে দুআরে কলা রুইল গুবাক সুন্দর॥
ধ্বজপতাকা শ্বেত চামর তোরণে।
রাজপথে চন্দনের ছড়া গৃহাঙ্গণে॥
পুষ্পের বাজারে দধি লাজ জাতাঙ্কুর।
হরিদ্রালেপন মধু স্বস্তিক সিন্দূর॥
আবির চন্দনাগুরু কুঙ্কুম কস্তুরি।
গন্ধপুষ্প ধূপদীপ জ্বলে সারি সারি॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ ররাব কপিনাসে।
উপাঙ্গ পাখোয়াজ স্বরমণ্ডল প্রকাশে॥

(১) পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫; সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৪, পৃঃ ৪৭, ১১২, ১২৪; ভারতবর্ষ, ১৩২৯ পৌষ, পৃঃ ৬৩, চৈত্র, পৃঃ ৫৩০, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮৬৯

রুদ্রবীণা সপ্তস্বরা ডম্ফ ধূসরি।
শঙ্খ করতাল বাজে ভেরি মহুরি॥
খমক ডিণ্ডিম মধুস্রবা চন্দ্রহাস।
মুরুজ পটহানক দুন্দুভি প্রকাশ॥
প্রতি দ্বারে বৈশ্যরমণী দ্বিজনারী।
প্রদীপ দিয়টী হাতে দিব্য মালা ধরি॥
চৌদিগে আনন্দময় জয় হুলাহুলী।
পুষ্প পেলাএ কেহ অঞ্জলি ২॥
দেখিঞা চৈতন্য গোসাঞি শান্তিপুর লোকে।
হরি হরি বলি' প্রভু বাহু তুলি' ডাকে॥

* * * *

(গদাধর, জগদানন্দ, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, আচার্যরত্ন বিদ্যানিধি, গোপীনাথ বিপ্র, চন্দ্রশেখর, নন্দনাচার্য, বক্রেশ্বর, দামোদর, কাশীশ্বর, পাটুয়া শ্রীধর, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, শ্রীগর্ভ, কাটা গঙ্গাদাস, ভগাই গঙ্গাদাস, লেখক জগাই, গোবিন্দ, মুকুন্দানন্দ, বাসুদেব দত্ত, বিষ্ণুপুরী প্রভৃতি ভক্ত মহাপ্রভুকে দেখিতে আসেন। প্রথমে সকলে অদ্বৈতাশ্রমের দ্বারে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। পরে ভিতরে গিয়া প্রণাম করিয়া চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া কাঁদিতে থাকেন। মহাপ্রভু তখন একে একে সকলকে আলিঙ্গন দান করত ঈষৎ হাস্য করিয়া মিষ্ট বচনে সান্ত্বনা করেন। তিনি বিশেষভাবে কীর্তন-মাহাত্ম্য বুঝান, এবং পরে নিজে কীর্তনে যোগ দেন।)" (১)

এক দিবস রাত্রিকালীন সঙ্কীর্তনকালে শ্রীচৈতন্য উদ্দণ্ড নৃত্যের পর

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল; শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু দেখাইয়াছেন যে এই গ্রন্থ প্রামাণিক।

মূর্ছাক্রান্ত হইয়া পতিত হইলে শচীদেবী সাতিশয় ব্যাকুলা হন। তখন মুরারি গুপ্ত শচীদেবীর কথায় অদ্বৈতপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া এই পদটি রচনা করিয়া গান করেন।—

ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে, অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥
আচার্য গোঁসাই, দেখ হে নিমাই,
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইবে হারা॥
শুন হে শ্রীবাস, ক'রেছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ, ননীর পুতলী,
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন,
অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
দেখ হে মায়ের দশা॥ (১)

মহোৎসবে সাধারণত সীতাদেবী প্রথমে ও শচীমাতা তৎপরে রন্ধন করিতেন।

"তবে শচী পাক কৈল সুগন্ধি শাল্যন্ন।
গৌরের প্রিয় ঘৃত-পক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন॥
অমৃত নিছিয়া পায়সাদি মিষ্ট অন্ন।
গণ সহ আনন্দে ভুঞ্জিলা শ্রীচৈতন্য॥" (২)

(১) যুবক, ১৩১৪ শ্রাবণ (২) অদ্বৈতপ্রকাশ

"হরিদাস ঠাকুরে আগু (১) হবিষ্যান্ন দিলা।
আর জত মহান্ত সে প্রাঙ্গণে বসিলা॥
সুগন্ধি দিব্য অন্ন ঘৃত পায়স পিষ্টকে।
পঞ্চামৃত সহিত ভোজন একে একে॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন চিনি শর্করা সহিতে।
আপুনি ঈশ্বরী সীতা দেন একচিত্তে॥
পিঠাপানা ব্যঞ্জনের নাম জানে কে।
বৈষ্ণবভোজন পঞ্চামৃত পূর্ণ দে॥
অসংখ্য বৈষ্ণব সব ভোজন করিলা।
কর্পূর তাম্বূল মাল্য সভাকারে দিলা॥' (২)

কৃষ্ণদাস কবিরাজই ভোজনোৎসবের সর্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থরাজের এইরূপ বর্ণনা—তিন স্থানে নৈবেদ্য-সজ্জা, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন, আহারের সময় নিত্যানন্দের প্রেমকৌতুক বিতণ্ডা, মহাপ্রভুর আরতি এবং অদ্বৈতাচার্যের নিবেদন ও সেবা, মহাপ্রভুর অনুরোধ সত্ত্বেও মুকুন্দ ও হরিদাসের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থ শেষকালে প্রসাদ-প্রাপ্তি, শ্রীঅদ্বৈতের নির্বন্ধানুরোধে মহাপ্রভুর ভোজনাতিশয্য এবং জাতিকুল নির্বিশেষে সর্বজনকে ভক্ষ্যদান।

"এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুখরুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক॥ ৩।৩৯।

*　　*　　*　　*

বত্তিশা-আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥ ৪৩।
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।

(১) 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ভিন্নরূপ বর্ণনা আছে (২) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গস্থূপ ॥ ৪৪ ।
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ ৪৫ ।
চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৪৬ ।
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ ৪৭ ।
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ।
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোক যত হয় ॥ ৪৯ ।
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি,—ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥ ৫১ ।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিঞা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৫২ ।
সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত-দুগ্ধ রাখে ত' ধরিঞা ॥ ৫৩ ।
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লকলকী।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ।
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ।

এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন॥ ১০২।
লবঙ্গ-এলাচী-বীজ উত্তম রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥ ১০৩।
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর॥ ১০৪।

* * * *

মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥ ১০৬।
তবে ত আচার্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥ ১০৭।" (১)

অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে, সন্ন্যাসবিরুদ্ধ হইলেও শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া, ভক্তগণকে যথাযোগ্য আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া, এবং সকলকে নীলাচলে পুনর্দর্শনের আশ্বাস ও সদা কৃষ্ণনাম-কীর্তনে আদেশ দিয়া মহাপ্রভু নীলাচলপথে ছত্রভোগাভিমুখে চলিয়া যান। সেই সময় বাসুদেব ঘোষ এই পদটি রচনা করেন।—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে,
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত যোড় করি', নিবেদয়ে গৌরহরি,
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥
ছাড়ি' নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ, করি' নীলাচল বাস,
তোমা সবা অনুমতি লৈয়া॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে,
তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।
এত বলি' গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি,
অদ্বৈত ধরিয়া দিছে কোড়॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া, তাঁর পদধূলি লৈয়া,
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে,
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥

'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন। 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, গদাধর, গোবিন্দ ও মুকুন্দ সঙ্গী হইলেন বলিয়া লিখিত আছে। (১) এ সম্বন্ধে অন্যত্র (২) আলোচনা হইয়াছে।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শান্তিপুরাগমন। সপ্তগ্রামের ভূস্বামী ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য ও গোবর্ধন বার লক্ষ মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির মালিক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মাতামহ ও পিতার সহিত ইঁহারা বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এই জন্য শ্রীচৈতন্য ইঁহাদিগকে ভালরূপে জানিতেন। অদ্বৈতাচার্যও ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন; তিনি শ্রীচৈতন্যের সহিত গোবর্ধন-পুত্র রঘুনাথের পরিচয় করাইয়া দেন। রঘুনাথ বাল্যকালেই হরিদাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। তিনি শান্তিপুর আসিয়া এই সময়ে মহাপ্রভুকে

(১) যুবক, ১৩১৪ শ্রাবণ
(২) সংহতি, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ-মাঘ: জয়গোপাল গোস্বামী ও গোবিন্দ দাসের করচা; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ চৈত্র, পৃ ১৫৯৮-৯; গৌড়ীয়, ৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৮-৯, ৯৮০; বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৫

দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পিতা অনিচ্ছার সহিত প্রহরী, শিবিকা, দ্রব্যসম্ভার সমেত তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তিনি মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ করিতে পান এবং উচ্ছিষ্ট প্রসাদও পান। তিনি ৫।৭ দিন শান্তিপুরে থাকেন। শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম হইতে পুনরায় শান্তিপুর আসিলে (নিম্নে দ্রষ্টব্য), রঘুনাথ শান্তিপুর আসেন, এবং সাত দিন থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্যের জন্য 'পঞ্চ পাইক', 'চারি সেবক' ও 'দুই ব্রাহ্মণ' তাঁহাকে সর্বদা আটক রাখে। এবারও 'বহুলোক ও দ্রব্য' তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হয়। মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রকৃত বৈরাগ্যের সহিত অনাসক্তভাবে সংসার যাপন করিতে উপদেশ দেন এবং সময়ে বন্ধনমুক্তির আশ্বাস দেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বিশেষত বৈষ্ণবেরা প্রায় সকলেই এই কায়স্থ পরিবারের বৃত্তিভোগী ছিলেন। (১)

নিমাই-সন্ন্যাসের পুথিসমূহের মধ্যে রঘুনাথ দাসের পুথিতে লিখিত আছে যে শান্তিপুরে শচী দেবী শ্রীচৈতন্যকে রামায়ণের ও মহাভারতের কথা শোনান, উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হইয়াও সীতাকে ত্যাগ করেন নাই এবং মাতার আদেশে পুত্রেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিল এই তত্ত্ব বুঝাইয়া শ্রীচৈতন্যের মতি পরিবর্তন করা।

---

(১) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—রঘুনাথ দাসগোস্বামী (১৩০০); ভারতবর্ষ, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ১১২; রজনীনাথ চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড; Dineshchandra Sen—Chaitanya and his Companions; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য (পৃ ৩২৬); অঘোরনাথ রায়—রঘুনাথ দাসগোস্বামী; বংশ-পরিচয়, ৭ম খণ্ড; প্রবর্তক, ১৩৪২ ফাল্গুন; অচ্যুতচরণ চৌধুরী—রঘুনাথ দাস (১৩০০); প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—বৈরাগী রঘুনাথ দাস (১৯০৩ খৃ); রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—দাসগোস্বামী; সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্ক); শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭২১)

(১) বাসুদেব ঘোষের 'নিমাই-সন্ন্যাস' (২) পুথিখানির মৌলিকতা কেহ কেহ অস্বীকার করেন। (৩) প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে ৺বীরেশ্বর প্রামাণিক ও শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক (৪) ও শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস (৫) 'শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ' লিখিয়াছেন। এখানে আর একটি অবিশ্বাস্য কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়—জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের চারি দিন পরে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং "মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ। করুণা বাড়িল নিজ বাড়ীর সমীপ॥" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে আম্বুয়ায় যান। (৬)

"এই যে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় শান্তিপুর ডুবাইয়া নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যে নয় হরিনাম গানে।" (৭)

(ঈ)

১৪৩৫ শকের মাঘ-ফাল্গুনে মহাপ্রভুর শান্তিপুরে শুভাগমন হয়। সন্ন্যাসের পর একবার জন্মভূমিতে আসিতে হয়, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য পুরী

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—প্রাচীন পুথির বিবরণ

(২) বাসুদেব ঘোষ—বৈষ্ণব-পদাবলী; নিমাই-সন্ন্যাস (সাহিত্য-পরিষৎ; ২য় খানি 'প্রাচীন পুথির বিবরণে'ও বর্ণিত)

(৩) শান্তিপুর, ২য় বর্ষ, পৃ ১০২

(৪) যুবক, ১৩৪০, পৃ ১৯; '৪১, পৃ ৩৯,৯০; '৪২, পৃ ২৭; '৩৬ মাঘ, পৃ ১০৩

(৫) 'লীলামৃত' নামক পদ্যময় পুস্তকের মধ্যে

(৬) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ, পৃ ১১৩১; পূর্বে দ্রষ্টব্য

(৭) আনন্দবাজার, ২৪।১২।১৩৪৩: চন্দননগর সঙ্গীত-সভায় সভাপতি শ্রীহরিহর শেঠের অভিভাষণ

হইতে নবদ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে কাঁচড়াপাড়ায় বাসুদেব দত্তের গৃহ হইতে শান্তিপুরাচার্যের গৃহে গমন করেন। তথায় শচীমাতাও আসেন।

"শান্তিপুরাচার্য-গৃহে ঐছে আইলা।
শচীমাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥১৬।২১০।

* * *

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥২১২।

* * *

এই মত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্যের ঘরে ॥১।২৩২।
শচীদেবী আসি' তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥২৩৩।" (১)

এবার মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস আসেন। তিনি বৃন্দাবনোদ্দেশে যাত্রা করায়, হরিদাস শান্তিপুরেই রহিয়া যান। (২) কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী অন্যরূপ লিখিয়াছেন।

"অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥১।১৮৩।

(রামকেলিতে রূপসনাতন মহাপ্রভুর সহিত মিলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন—)

* * *

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥২১৯।" (১)

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা (৪র্থ সংস্করণ, গৌড়ীয় মঠ)
(২) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর

মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ হইয়া রামকেলিতে গমন করিয়া রূপসনাতনকে বৈরাগ্যের পথে আকর্ষণ করেন। তথায় তিনি বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সনাতন বলেন, "এত জনতার সহিত গমন শ্রেয়স্কর নহে।" তজ্জন্য তিনি কানাই নাটশালা হইতে পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় শান্তিপুর-অদ্বৈতাশ্রমে আগমন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্যাণ-মহোৎসব পর্যন্ত (প্রায় ৫-৭-১০ দিন) থাকেন। মধ্যে এক দিন কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন। (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা এইরূপ।। শ্রীচৈতন্য মথুরা যাইবার উদ্দেশ্যে পুরী হইতে ফুলিয়া আসেন, তথা হইতে রামকেলি যাইয়া ৪।৫ দিন থাকার পর শান্তিপুরে আসেন। অচ্যুত-ন্যাসী সংবাদে অচ্যুতানন্দের মহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে শচীদেবী শ্রীগর্ভ, নারায়ণ, জগদীশ, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্ত লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব মাতাকে প্রণাম করেন। (কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যরূপ লিখিয়াছেন।) শচীদেবী রন্ধন করেন।

"কতেক প্রকার আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে॥
এক এক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥

(ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সপারিষদ চৈতন্যদেব আহারে বসেন। নানারূপ রহস্যকৌতুক হইতে থাকে। মহাপ্রভু সুগন্ধ অন্নের ও সুরন্ধিত ব্যঞ্জনের খ্যাতি করেন।)

প্রভু বোলে 'এই যে অচ্যুত নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥
পটোল-বাস্তুক-কালশাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালিঞ্চা হেলাঞ্চা শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে, তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥'

(ভিক্ষাসমাপনের পর সেবাপাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। তৎপরে মহাপ্রভুর অনুরোধে মুরারি গুপ্ত নিজকৃত রাঘবেন্দ্র-মহিমাসূচক অষ্ট সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।)

এই মত অষ্টশ্লোক জগন্নাথ-কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত॥
শুনি তুষ্ট হই তবে শ্রীগৌরসুন্দর॥
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক উপর॥

(এক জন বৈষ্ণবনিন্দক কুষ্ঠরোগী আসিলে চৈতন্যদেব তাহাকে শ্রীবাসের নিকট যাইয়া ক্ষমা চাহিতে বলেন। তৎপরে মাধবেন্দ্র পুরীর নির্যাণোৎসবের বিশদ বর্ণনা আছে। আই রন্ধনের ভার লন। কেহ চন্দন ঘষা, কেহ মালা গাঁথা, কেহ জল আনা, কেহ স্থান উপস্কার করা, কেহ বৈষ্ণবচরণ প্রক্ষালন করা, কেহ পতাকা চান্দোয়া খাটান, কেহ ভাণ্ডার রক্ষা করা, কেহ দ্রব্যাদি আনা, এবং কেহ নৃত্যকীর্তন করা, শঙ্খঘণ্টা বাজান, তিথিপূজা করা বা তিথিপূজকের আচার্য হওয়ার ভার গ্রহণ করেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল বাদ্যের সহিত হরিধ্বনি এবং 'খাও, পিও, আন, নেহ, কর' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠে।)

তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর দুই চারি। (১)
পর্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি ॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত ॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দী দেখে কদলক ॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥
পটোল বাস্তুক শাক থোড় আলু মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর, ইক্ষুদণ্ড, অঙ্কুরের সনে মুদ্গ ॥
তৈল বা লবণ গুড় দেখে প্রভু যত।
সকলি অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥

(তার পর হরিসঙ্কীর্তন, সর্বগণপরিবৃত হইয়া মহাপ্রভুর আসনগ্রহণ, শ্রীহস্তে সকলকে চন্দনমাল্য দান এবং ভোজনক্রিয়া সমাপন।)" (২)

জয়ানন্দও বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার পর্যায় এইরূপ—ফুলিয়া হইতে কৃষ্ণকেলি (রামকেলি) গমন, তথা হইতে শান্তিপুর আগমন, তথায় অচ্যুত-ন্যাসী সংবাদ সংঘটন, অচ্যুতের দ্বন্দ্ব, মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন, কুষ্ঠরোগীর

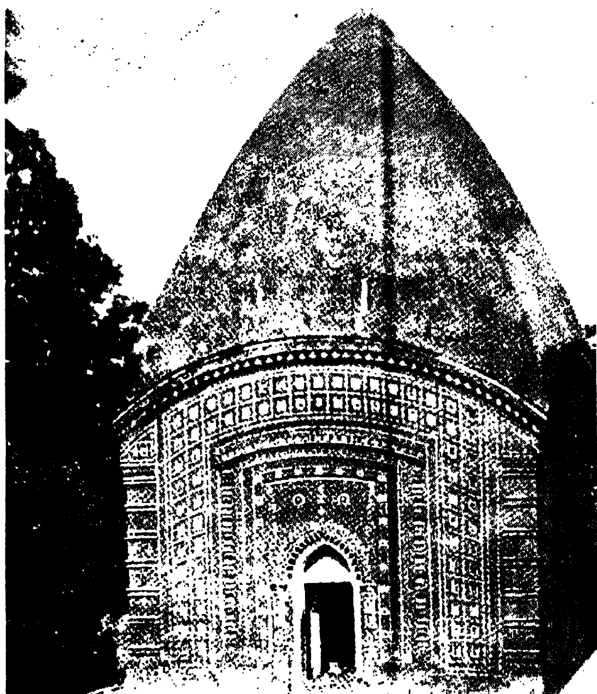
(১) বর্ণনা অতিরঞ্জিত, যদিও শ্রীঅদ্বৈতের 'উপকারিকা' সুবৃহতী ছিল। (২) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড

আগমন ও মাধবেন্দ্র পুরীর নির্যাণোৎসব। এই উৎসবের বিবরণ লিখিত হইল।—

"কীর্তনিয়া মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত ভাণ্ডারী।
ঝাটঝড়া দেই ভবানন্দ অধিকারী॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শঙ্খ বাজাএ।
বুদ্ধিমন্ত খান্ সেই চন্দন দেই পাএ॥
চন্দ্রশেখর গোপীনাথ শ্রীগর্ভনন্দন।
শ্বেত চামর ঢুলাএ এই চারি জন॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
বৈষ্ণব ভোজন করান হাথে বেত্র ধরি॥
পটোল বাস্তুক শাকের তরে পরিপাটী।
বাসুদেব দত্ত জানে ইহার পরিপাটী॥
বক্রেশ্বর দামোদর দেন প্রসাদ মালা।
কেহ বা প্রসাদ খাএ কেহো চিড়া কলা॥
ঘৃত মধু চিনি গুড় নবাত শর্করা।
নাছে বাটে হাটে ঘাটে ফুলের পসরা॥
নারিকেল আম্র কাঁঠাল দধি দুগ্ধ।
ধূপ দীপ চন্দন অগৌর যব মুদ্গ॥" (১)

তৎপরে বৃন্দাবনগমনে শচীদেবীর অনুমতি লইয়া মহাপ্রভু নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। শচীদেবীর সহিত তাঁহার এই শেষ সাক্ষাৎকার। শান্তিপুরবাসীও মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। চৈতন্যভাগবতে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে কুমারহট্ট, পাণিহাটী,

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল



৺জলেশ্বর শিবের মন্দির।

বরাহনগর প্রভৃতি হইয়া নীলাচলে গমন করেন। 'অমিয়নিমাইচরিত'-কারও (১) এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ বর্ণনা নাই। বরঞ্চ পুরী হইতে স্বগ্রামে আসিবার পথে তিনি পাণিহাটী, কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী, শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় যান বলিয়া লিখিত আছে। "শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (লোচনদাসকৃত), শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, প্রেমদাসের ভাষায়, এবং শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা আছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এই যাত্রার রীতিমত বর্ণন করেন নাই বলিয়া ঐ সকল উৎপাত ও সন্দেহমূলক ঘটনা হইয়াছে।" (২)

'করচা'-লেখক গোবিন্দ কর্মকার মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর ও এবার শান্তিপুরে উপস্থিত থাকে। (৩) তাহার পূর্বেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহিত গোবিন্দের প্রথম মিলন হয়। তদবধি গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গেই থাকে। কেবল একবার "চিরসঙ্গী গোবিন্দ-ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শান্তিপুর যাইতে আদিষ্ট হইলে, দু দিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হয়। 'এই বাক্য শুনি' মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে॥' (৪)" 'শুনি শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হঞা। অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥' (৫) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র (৬) দ্রষ্টব্য।

৺জলেশ্বর শিবের মন্দির

পূর্বলিখিত এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা সপ্তদশ শতাব্দীর

---

(১) ৫ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ) (২) চৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ, গৌড়ীয় মঠ) (৩) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল
(৪) গোবিন্দ দাসের করচা (২য় সংস্করণ); বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) (৫) প্রেমদাস—চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী (৬) সংহতি, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ-মাঘঃ জয়গোপাল গোস্বামী ও গোবিন্দদাসের করচা

শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) ৺কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মাতামহের পূর্বপুরুষগণ ইহার সেবায়েত নিযুক্ত ছিলেন। কালীচরণবাবু এই মন্দিরের সংস্কার করেন; তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া মোহিতকুমারীর (শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ধনী ৺কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ) সময় নাটমন্দিরাদি নির্মিত হয়; বর্তমানে কালীচরণবাবুর পুত্র শ্রীআশুতোষ ইহার সেবায়েত। এই মন্দিরে চড়ক, গাজন, কথকতা, রামায়ণ-গান, নিত্যকীর্তন প্রভৃতি হইয়া থাকে। কালীচরণবাবু মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অনারারি ম্যাজিস্‌ট্রেট ছিলেন; তিনি কয়েকবার ৺নৃত্য-কালী পূজার তত্ত্বাবধারণ করেন; তাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি সম্পন্ন হইত; তিনি এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। পঞ্জী—শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ প্রণীত 'জলেশ্বরের পাঁচালী'।

উমেশচন্দ্র রায় (মতিবাবু)

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উমেশবাবুর সম্বন্ধে বলেন, 'এ মতির জোড়া নাই'; কারণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এককালে তাঁহার অধীনে চাকরী করার সময় তাঁহার মত লোকের নিকট হইতেও ইনি নাকি কৌশলে বহু অর্থোপার্জন করিয়া লইয়া আসিতে সক্ষম হন। তদবধি ইঁহার নাম 'মতি' বাবু হয়। পূর্বলিখিত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (পৃঃ ৩৯) মতিবাবুকে বাঙ্গালার 'বিস্‌মার্ক' বলিতেন (২); ইঁহাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, কিন্তু ঈশ্বরবাবু কুটবুদ্ধিতে মতিবাবুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। ঈশ্বরবাবু একবার

(১) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910); শান্তিপুর-স্মৃতি, পৃঃ ৯

(২) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ চৈত্র, পৃঃ ৯৩৯

আদেশ করেন যে মতিবাবুর দলের পাঁচ জন একত্র হইলেই 'অবৈধ জনতা' বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত আইনবলে মতিবাবু দলবল সহ কিস্তীর টাকা লইয়া যাইবার সময় দীঘনগরে আটক হন ও মুচলেকা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মতিবাবু অর্থলুণ্ঠনের বিপরীত অভিযোগ আনয়ন করায়, আপোষনিষ্পত্তি হইয়া যায়। মতিবাবু বর্ধমান রাজ-সরকারের দেওয়ান ছিলেন, সেখানে তাঁহার তৈলচিত্র অঙ্কিত আছে। একবার শান্তিপুরে তিনি একজন অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে ক্রুদ্ধ জনতার হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ঘটনার বিবরণ সহ তাঁহার প্রতি-কৃতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে বা যাদুঘরে আলম্বিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

মতি বাবুর ন্যায় প্রতাপান্বিত জমিদার তৎসময়ে বেশী ছিলেন না। সাধারণে তাঁহাকে দুর্দান্ত অত্যাচারী বলিয়া জানিলেও, তাঁহার ন্যায় অনুগত-প্রতিপালক, গুণগ্রাহী ও মানদ ধনী বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ সহস্র অপরাধ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিত, তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিতেন। তিনি শরণাগতের রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। নীলকরের অত্যাচারের সময় "নদীয়া জেলার বিখ্যাত জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী, রাণাঘাটের গোপালচন্দ্র পালচৌধুরী, শান্তিপুরের মতি বাবু, উলার বামনদাস ও শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, ভোলাডাঙ্গার যাদবচন্দ্র বিশ্বাস, খেমিরদেয়াড়ের কৃষ্ণদাস ভৌমিক এবং শুঁটিয়ার কায়স্থ জমিদারবর্গ প্রজাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।...(এ প্রসঙ্গে) শান্তিপুরের রেভারেণ্ড বমওয়েচ সাহেব (১) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" (২) মতি বাবু পুরাতন ভদ্রাসন হইতে বাহির হইয়া ভিক্টোরিয়া রোডের উপর যে

(১) পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য　　(২) ভারতবর্ষ, ১৩২৬ মাঘ, পৃঃ ২২৫

অতুলনীয় অট্টালিকা নির্মাণ করান, তাহাতে কয়েক বৎসর প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে দুর্গোৎসবাদি করেন; তিনি প্রতিমাকে রৌপ্যালঙ্কার দিয়া সজ্জিত করাইতেন, এবং সেই অলঙ্কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করিতেন। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ৪,০০০ ব্রাহ্মণ এবং ১০,০০০ কাঙ্গালী ভোজন করান। (১) তাঁহার উক্ত বাটীর অবশিষ্ট কিয়দংশের উপর সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরের এখন আর কিছুই নাই। যে 'মতির জুড়ি' বঙ্গদেশে ছিল না, সেই মতি রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ লইয়া (মিউনিসিপ্যাল) স্কুল-গৃহ নির্মিত হইয়াছে।...মতি রায় এরূপ কঠোরভাবে শাসন করিয়াছিলেন কেন, তাহা শান্তিপুরে পা দিলে বুঝা যায়।" (২)

তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষক ৺মহেশচন্দ্র রায়কে (পরে সব-জজ) সাহায্য করিতেন। তিনি একবার তামাসা দেখিবার জন্য বহু পাগল একত্রিত করিয়া প্রত্যেককে একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন; তন্মধ্যে কেবল উলার বিশ্বনাথই (বিশে পাগলা) উহা 'কাকবিষ্ঠাবৎ' দূরে নিক্ষেপ করে (৩); তিনি নানা গুরুতর বিষয়ে বিশ্বনাথের পরামর্শ লইতেন—ইহার কতিপয় সিদ্ধাই প্রদর্শনের ঘটনা শান্তিপুরে ঘটে; তাঁহার কুকার্যের জন্য বিশ্বনাথ অন্তর্হিত হয়। প্রবাদ আছে যে একবার শোভা-বাজারের রাজবাটীতে ঐশ্বর্যপ্রকাশের অন্য পন্থা না দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশে সেখানে উপস্থিত হন। তিনি অতিশয় দীর্ঘাকার,

---

(১) যুবক, ১৩২১ শ্রাবণ

(২) আমার জীবন। কবির আক্রোশের কারণ অন্যত্র (যুবক, ১৩৩৭-৮) কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৮৮৬; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ চৈত্র, পৃঃ ৯৩৮; সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা

বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন; বলা বাহুল্য, তাঁহার অধীনস্থ বহু লাঠিয়াল ছিল।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরের মতি বাবু নাকি উত্তরসাধক হইয়া বামনদাস বাবুর বিরুদ্ধে একটি ঘরোয়া মোকদ্দমা বাধান; ইহা প্রিভি কাউন্সিল্ পর্যন্ত গড়ায়। সেই মোকদ্দমা জিত হইবার যে দিন সংবাদ আসিল, সেই দিন উলাবাসীর উল্লাস দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পূর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা আসিল, আর রাত্রিতে বোমা ফাটার শব্দে উলা কম্পিত এবং খধূপের আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল।" (১)

শান্তিপুরের পূর্বলিখিত চট্টোপাধ্যায়-বংশের (স্যর অতুলচন্দ্র এই বংশের গৌরবমণি) সহিত নানা মামলায় মতিবাবু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ একটি মামলার বিবরণ লিখিত হইল।—"...জেলা নদীয়ার শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত গোপী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আদেশমতে গ্রামের জমিদার অতিমান্য ও ধার্মিক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণে ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ঃক্রম সাত বৎসর ও তস্য মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশ-চন্দ্র চক্রবর্তী হস্ত্যারোহণে পূর্ণ সরঞ্জামের সহিত আপন বাটীর ৺কার্তিক বিসর্জনান্তে আইসনকালীন বিনাদোষে উপরিলিখিত চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্য জনসমূহ দাঙ্গা করিয়া উক্ত বালকদিগের অলঙ্কার হীরা মুক্তা স্বর্ণাদি নির্মিতাভরণ ও সমভিব্যাহারী রজতনির্মিত আসাসোটা বরশি চামর ছিনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠি দ্বারা আঘাত করেন ও অশ্বারোহের

(১) সাহিত্য, ১৩২০ শ্রাবণ: উলা বা বীরনগর; সুজননাথ বাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পৃ ৩৫)

চাবুক কাটিবার মানসে তলয়ারের চোট মারেন ৺ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তার শ্রীযুত কে-বি-ফোলের সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন।...

"উক্ত মোকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাস আপিল হইলে আমরা যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রীযুত কে, রিড সাহেবের হুজুরে সুপ্রকাশ হইয়া ৺ইচ্ছা রায়বাবু ও তাঁহার তরফ লোক সকল ধর্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে নির্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয়গো এখন জানা গেল যে অদ্যাপি ধর্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক দর্পণৈকপার্শ্বে স্থান দিলে অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিকমিতি।...শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য। শ্রীরামনৃসিংহ শিরোমণি। শ্রীহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদাস বিদ্যাবাগীশ। শ্রীশ্যামাচরণ তর্কপঞ্চানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীরামরত্ন বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকালাচাঁদ নপাড়ি ভট্টাচার্য। শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচার্য। শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু।" (১)

একবার মতিবাবু সুপ্রীম কোর্ট হইতে চট্টোপাধ্যায়দিগের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ৫০।৬০,০০০৲ টাকার ডিক্রী খরিদ করিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধের দিন ক্রোক করিতে গমন করেন। এই কথা শুনিয়া শ্রাদ্ধ-আসরে কর্মকর্তার মূর্ছা হয়। এদিকে স্যর তারকনাথ পালিতের পিতা কালীকিঙ্করবাবু জানিতে পারিয়া বত্রিশ দাঁড়ের পান্‌সী করিয়া উক্ত অর্থ প্রেরণ করেন, এবং উহা ঠিক্ সময়ে আসিয়া পৌঁছায়।

---

(১) সমাচার-দর্পণ, ২৭।১১।১২৪৫ (৯।৩।১৮৩৯); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড

দীনদয়াল প্রামাণিক (পূর্বলিখিত হরিমোহন প্রামাণিকের জ্যেষ্ঠতাত-পৌত্র), নবা ডাব্‌রে (ইহার পিতা ভাগবত ডাব্‌রের সহিত মতিবাবুর পিতা আনন্দচন্দ্র রায়ের কলহ চলিত) প্রভৃতির সহিত মতিবাবুর হাঙ্গামা লাগিয়াই থাকিত। রথের সরণী এক রাত্রে বাগানে পরিণত করা, কুকার্য করিয়া দ্রুত অশ্বারোহণে সেই রাত্রেই গৃহে উপস্থিতি প্রভৃতি কত গল্পই মতিবাবুর নামে চলিত আছে! ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র ধরেন্দ্র (অকালে মৃত) একবার মতিবাবুকে উলায় এক ব্রাহ্মণের 'হাজারী' কাঁঠালগাছ কাটিবার পর দুঃখ করিয়া বলে, "বাবা, কাহার জন্য এ সব করিতেছেন?" যাহা হউক্, ঘটনাচক্রে গৃহবিচ্ছেদের দরুণ মুদ্রাজালের মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া মতিবাবু কর্মচারী রাজকৃষ্ণ লাহিড়ীর সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; তৃতীয় ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, এ বিষয়ে ইঁহার 'বিবিধসংগ্রহ' নামক হস্তলিখিত পুস্তকে 'ভ্রাতৃ-বিরোধ পর্ব' নামক একটি অধ্যায় দৃষ্ট হয়—উক্ত পুস্তক কতকগুলি দলিল ও জ্যোতিষবিষয়ক তথ্যসমন্বিত; এখানে ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে পূর্ণবাবুই (ছোট রায় মহাশয়) শান্তিপুর দত্তপাড়ায় নিজ বাটীতে (বর্তমানে রেঙ্গুনের সহকারী হিসাবসংক্রান্ত কর্মচারী শ্রীসত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এর বাটী) স্থাপিত স্কুলের প্রথম সম্পাদক হন,—এই স্কুলই নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পর ক্রমশ শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পরিণত হয়। "শান্তিপুরের মতিলাল রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের যখন কারাদণ্ড হয়, তখন উমেশচন্দ্র দত্ত (অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র) উহা উপলক্ষ্য করিয়া গান বাঁধেন।…ঐ সকল গান খলসিনিনিবাসী ধীরাজ নামক বিখ্যাত গায়ক কর্তৃক গীত হইত।" (১) এই মুদ্রাজালের অভিযোগ প্রথমে মতিবাবু দীনদয়াল প্রামাণিকের

---

(১) সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৬৮)

পিতা দাস্থবাবুর নামে করেন (১), তদন্তে উহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়; এবং বিপরীত অভিযোগে মতিবাবুর উপরোক্ত দণ্ড হয়। মতিবাবু প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার স্ত্রী গায়ত্রীদেবীর অনেক বয়সে মৃত্যু হয়। শান্তিপুরের 'মতিগঞ্জ' ও নদীয়া জেলার 'উমেশনগর' মতিবাবুর নাম ধারণ করিয়া এখনও বর্তমান আছে। "শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায়ের দরিদ্রের রত্নস্বরূপ জীবনসর্বস্ব একমাত্র সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।...বাঙালি পত্রে দেখা গেল নবাব আলী নকী খাঁ শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র রায়ের নিকট যে খত লইয়াছিলেন, তাহা স্ট্যাম্পে লিখিত না হওয়াতে নবাবের ২,১০০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। এন্‌লী সাহেব তাঁহার ঐ বিষয়ের উকীল ছিলেন, তাঁহারই অনবধনতা দোষে স্ট্যাম্পে লেখাপড়া হয় নাই। এক্ষণে নবাব আলী এন্‌লীর নিকট ঐ দণ্ডের টাকা আদায়ের নিমিত্ত হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বলেন যে উকীল তজ্জন্য দায়ী নহেন। ইহারই নাম 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'।...শান্তিপুরের জমিদার উমেশচন্দ্র রায় পীড়িত হওয়াতে গত সোমবার তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। আর ছয় মাস থাকিলেই তাঁহার ৪ বৎসর পূর্ণ হইত। আমরা প্রার্থনা করি তিনি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যেন সৌম্যভাব ধারণ করেন।...আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে শান্তিপুরের জমিদার বাবু উমেশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কারাগার মধ্যেই উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই তাঁহাকে তথা হইতে মুক্ত করা হয়। ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও মতিবাবুর তুল্য হতভাগ্য লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। অপমান, অখ্যাতি, কারাক্লেশ, পুত্রশোক ও পীড়ার কষ্ট ক্রমে ক্রমে এই সমুদয়গুলি তাঁহাকে

(১) যুবক, ১৩১৫ চৈত্র

ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিল, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি মৃত্যুকালে আপনার জলগণ্ডুষের সংস্থান দেখিয়া সুস্থচিত্তে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে দান ছিল। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে উদার শিক্ষার অভাবে তাঁহার বুদ্ধি সময়ে সময়ে অসৎ পথে গমন করিত।" (১)

মতি বাবুর মহতী কীর্তি শান্তিপুরে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। "শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু—···জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫,০০০ ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মূর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্মিত দোতলা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কলেজের ফার্স্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান্ ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে ঐ কলেজের পাঠের দাঁড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। ফার্স্ট সেকাণ্ড থারড ফোর্থ ক্লাস করিয়াছেন ৺ শারদীয়া পূজার পর ঐ স্কুলের একজামিন হইবেক। অনুমান করি তাহাতে দেশস্থ ধনী ব্যক্তি সকল এবং জিলাস্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত হাকিম সাহেবেরা শান্তিপুরস্থ হইয়া বালকেরদিগের একজামিন করেন ইহা হইলে ভাল হয়। শ্রীযুত বাবুজি মহাশয় একজামিনে উত্তীর্ণ বালকেরদিগকে কেতাব প্রভৃতি

(১) সোমপ্রকাশ, ২৯।১১।১২৬৯; ৯, ১৬, ২৩।৩।১২৭০ (পৃ. ৪১ দ্রষ্টব্য)

পারিতোষিক দিলেন। দর্পণপ্রকাশক মহাশয় অত্যল্পকালের মধ্যে এত বালক হইয়াছে পর ২ অধিক হইয়া তিন চারি শত বালক হওন সম্ভাবনা। ইহাতে করিয়া এক জনে টিচরী কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। এবং বাংলা ও পারস্য বিদ্যাভ্যাস হইতেছে না। এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনী বাঙালি এবং ইউরোপীয় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতি মহাশয়েরা সকলে মনোযোগী হইয়া চাঁদার দ্বারা এমত স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয়। ভরসা করি আমারদিগের নিবেদনপত্র দৃষ্টে সকলেই মনোযোগ করিবেন। এবং ইংরেজী ও বাংলা মুদ্রাঙ্কণ সম্পাদক মহাশয়েরা দেশের উপকারার্থে সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচরার্থে আপন ২ সম্বাদপত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন। শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদাস সেন কবিরাজ শ্রীরামধন চক্রবর্ত্তী শ্রীদুর্গাচরণ সরকার শ্রীজগন্মোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীমধুস্থদন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাচাঁদ মল্লিক শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।”

(১) এ সম্বন্ধে প্রায় সাত মাস পরে মতিবাবু নিজে লিখিয়াছেন—“শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—আমি অতি আহ্লাদপূর্ব্বক নিবেদিতেছি যে চেরেটী স্কুল শান্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত ডবলিউ আইডিয়ের সাহেব স্কুল

(১) সমাচার-দর্পণ, ১০।৬।১২৪৩ (২৪।৯।১৮৩৬); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৬

ইষ্টার্থে আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পরীক্ষা লইলেন তদ্দ্বারা ফার্স্ট্ ক্লাসের বালক শ্রীভগবান্ হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তম প্রকার ইস্পীচ এবং ভূগোলীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লাসের বালক সকল ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ্ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া যায়। উক্ত সাহেব তদ্দৃষ্টে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে এবং ইস্কুলে হেড মাষ্টার এণ্ড্রু গেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের বালকেরদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্তব্য স্থির করিলেন এবং তৎকালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ প্রাইজ দেওয়া স্থির করিলেন এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৺ইচ্ছা ত্বরায় নির্বাহ হইবেক এবং ভরসা করি তৎকালীন জিলাস্থ হাকিমসকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরা অবশ্যই আগমন করিয়া বালকদিগের পরীক্ষা লইয়া স্কুল-সম্পাদকের প্রীতি জন্মাইবেন। তাহার এক মাস পূর্বে জেনরল এড-বরটাইজ করা যাইবেক।...শ্রীমতিলাল রায়স্য।" (১)

মতিবাবুর পালিত পুত্র ননীগোপাল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; ইনি এই সূত্রে অনেক বড় বড় মজলিসে আমন্ত্রিত হইতেন। ইনি রাণাঘাটের নিকটস্থ আন্থলিয়ার মাণিকচন্দ্র 'রায় মহাশয়ের' পুত্র। এই আন্থলিয়া প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ছিল। "রাজা প্রচণ্ডদেব সিংহ শান্তিপুর অঞ্চলে আন্থলিয়া নগরে রাজত্ব করিতেন।" (২)

এই প্রচণ্ডদেব মানাতের (মহানাদের) সিংহবংশীয় ছিলেন কিনা

(১) সমাচার-দর্পণ, ১৮।১।১২৪৪ (২৯।৪।১৮৩৭); সংবাদপত্রে সে-কালের কথা, ৩য় খণ্ড

(২) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মহানাদের ইতিহাস

বলা যায় না। (১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরে প্রচণ্ডদেব নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য হন। সিদ্ধাচার্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রকাশ করেন।" (২) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে ইঁহার সময় খৃস্টীয় দশম শতক। (৩) পূর্বলিখিত ননীগোপালের পুত্র হরিগোপাল, এম্-এস্সি, কানপুর কলেজে রসায়নের অধ্যাপক, এবং সেখানকার নানা অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মতিবাবুর দ্বিতীয় ভ্রাতা ভগবান্চন্দ্রের পুত্র হরিদাস ও শরচ্চন্দ্র (মুটুবাবু)। হরিদাসবাবু শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে বহুকাল ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান, এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; তিনি সভাসমিতিতে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন; তাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসবাদি সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইত; তিনি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনকালে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন; তাঁহার পৌত্র শচীন্দ্রমোহন জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্য-কর্মচারী। ভগবান্ বাবুর বাটীতেও একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় বসিত। মতিবাবুর পিতা আনন্দচন্দ্র, জ্যেষ্ঠতাত রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র, খুল্লতাত ভারতচন্দ্র এবং পিতামহ কৃষ্ণানন্দ। আনন্দচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি গল্প শ্রুত হওয়া যায়। তিনি যখন পত্নীশোকে মুহ্যমান, তখন এক দিন কবিওয়ালা ছিদেম মুলো নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাল উপহার পায়।—

(১) শ্রীরাধিকানাথ মণ্ডল—শান্তিপুর-স্মৃতি, পৃঃ ২৮

(২) বাং ১৩২০ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদত্ত অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ

(৩) শান্তিপুরে অধিবেশিত ষষ্ঠ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ

জান্‌তেম যদি মাগের শোক এমন,
(ও) ডোর কোপনি নিয়ে যেতাম শ্রীবৃন্দাবন ;
(এখন) তেঁতুল ভাতে পাইনে খেতে,
হয় না আমার শেষ ভোজন।

কৃষ্ণানন্দেরা পাঁচ ভ্রাতা ছিলেন, এবং তাঁহাদের অবস্থা খারাপ ছিল। কথিত আছে যে, একবার অতিরিক্ত ভোজনের জন্য (মাসে ১০৲ টাকা) ভৎ'সিত হওয়ায় কৃষ্ণানন্দ নিরুদ্দেশ হইয়া যান। তিনি কাশীতে এক ব্রহ্মচারীর শিষ্য হন। লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ভূকৈলাসের রাজাও ইঁহার শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ গুরুভাইএর সুপারিশে লর্ড ক্লাইভের অধীনে চাকরী পান, এবং ক্রমে তাঁহার দেওয়ান হন। কাশীতে কৃষ্ণানন্দ ৺রামসীতা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং দুইখানি বাটী নির্মিত করেন। তিনি মামজোয়ান পরগণার জমিদারী, এবং বাং ১২২৩ সালে অতি বৃদ্ধাবস্থায় বীরনগরের রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের নিকট শান্তিপুর জমিদারীর পত্তনি স্বত্ব খরিদ করেন। বাং ১৩০৬ সালে ৺বিপ্রদাস পালচৌধুরী এই স্বত্ব ক্রয় করেন ; বর্তমানে তৎপুত্র শ্রীমন্মথনাথ পালচৌধুরী, এম্‌-এল্‌-সি, শান্তিপুরের পত্তনি জমিদার। উক্ত পত্তনি স্বত্ব রামনিধি বাবু বীরনগরের রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ক্রয় করেন, এবং রমেশবাবু বাং ১২১৪ সালে উহা বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লন।

শান্তিপুর জমিদারীর মালিকান স্বত্বের ইতিহাস এইরূপ। ইহা দেবোত্তর সম্পত্তি—হুগলী জেলাস্থ মূলাজোড়ের ৺ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী ও ৺গোপীকান্তজীউর নামে উৎসর্গীকৃত ; বর্তমানে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সেবায়েতরূপে ইহার মালিক। ইহার পূর্বে ইহার অধিকারী যথাক্রমে পূর্বোক্ত বর্ধমানাধিপতি, রাণাঘাটের জয়গোপাল চৌধুরী

মহাশয়েরা, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দিগর ছিলেন। বর্ধমানরাজের পূর্বে ইহা কৃষ্ণনগর-রাজবংশের দখলে ছিল। ভবানন্দ মজুমদার (দুর্গাদাস) সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে ১৬০৬ খৃস্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী ও ৪ খানি ফরমান, এবং ১৬১৩ খৃস্টাব্দে উখড়া, ভালুকা, এস্মাইলপুর, এস্লামপুর প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মধ্যম পুত্র গোপাল জাহাঙ্গীর বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শান্তিপুর, সাহাপুর, রাজপুর ও ভালুকা প্রভৃতি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। 'অন্নদামঙ্গল' অনুযায়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর ৪৯ পরগণার মধ্যে নদীয়া, ওখড়া ও শান্তিপুর ছিল। (১)

১৭২২ খৃস্টাব্দে (বাং ১১২৮ সনে) বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ 'জমা কামেল্ তুমারী' নামক কাগজ প্রস্তুত করেন। এই পাকা বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্তসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বাংলা ১৩টি চাক্লায় এবং ২৫টি জমিদারী উপবিভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর জমিদারী কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বোক্ত ভবানন্দ মজুমদার প্রাপ্ত হন। মহারাজ মানসিংহের অনুগ্রহে ১৬০৬ হইতে ১৬১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসরে ভবানন্দ উখড়া প্রভৃতি বিংশ-ত্যধিক পরগণার জমিদারী লাভ করেন। (২) খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

(১) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত; ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ঃ বার্লিনের W. Pertsch কর্তৃক ১৮৫২ খৃস্টাব্দে অনূদিত; কুমদনাথ মল্লিক—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ৩৩); বিশ্বকোষ, ১ম সংস্করণ; শান্তিপুর-স্মৃতি।

(২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলার ইতিহাস, নবাবী আমল, পৃ ১০১

মধ্যভাগে নদীয়া রাজ্য ৮৪টি (মতান্তরে ৪৯টি) পরগণায় ও ৩০টি (মতান্তরে ৩৫টি) কিস্‌মথে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে শান্তিপুর একটি পরগণা। (১) "কালেক্টরের রাজস্বসংক্রান্ত বিবরণী অনুযায়ী নদীয়া জেলা পূর্বে ৮৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল—তন্মধ্যে শান্তিপুর ৭৯, সুত্রাগড় ৮৪ ও উখড়া ৮৭ সংখ্যক। কিন্তু বোর্ড অব রেভিনিউ ইহার ক্ষেত্রফল ও জনসংখ্যার হিসাব-বিবরণীতে ৭২টি রাজস্ব-বিভাগের নাম দিয়াছেন; তন্মধ্যে শান্তিপুর ৬৪ সংখ্যক (জমিদারী ৪০টি), সুত্রাগড় ৬৯ সংখ্যক (জমিদারী ১টি) এবং উখড়া ৭১ সংখ্যক বলিয়া লিখিত আছে।" (২)

মোগল আমলে মহাল নদীয়া ও শান্তিপুর (Satenpur ?) সরকার সাতগাঁর (সপ্তগ্রামের) অধীন ছিল, এবং ইহার দেয় বাৎসরিক রাজস্ব ৫০৮, ৮২০ দাম ছিল (১৲ টাকা = ৪০-৮ দাম)। (৩)এখানে বক্তব্য যে উখড়ার আয়তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছিল। "নদীয়া জমিদারী হুগলী চাকলা সাতগাঁ সরকারভুক্ত পরগণা শান্তিপুরের বাং ১১৩৫ সালের জমা ৩, ৪৫৫৲ টাকা এবং উখড়া পরগণার জমা ৬৬, ২৬৯৲ টাকা ধার্য ছিল; ইহা মহম্মদ রেজা খাঁর চাকলাবন্দী অনুযায়ী। (৪) খালসা দপ্তরে লিখিত উখড়া জমিদারীর নাম কৃষ্ণনগরবাসী পূর্ব সরকারী ইজারাদার কর্তৃক প্রদত্ত হয়; ইহার সাধারণ নাম নদীয়া।

(১) নদীয়া-কাহিনী; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ, পৃ ৬৮৮-৯; উলা, পৃ ৫

(২) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol II, 1875

(৩) আইন-ই-আকবরী (Blochmann ও Jarrett-এর সংস্করণও দ্রষ্টব্য); Blochmann—Contributions to the History and Geography of Bengal, p. 9, 1873

(৪) Vol. II, Appendices, Bengal, p. 360

ভবানন্দ মজুমদার (হুগলী সরকারের জমায় অস্থায়ী হিসাবরক্ষক) উখড়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পৌত্র রঘু (রাঘব) রায় নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদকুলী খাঁ) সময়ে সনদবলে নদীয়া প্রাপ্ত হন এবং ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। (১) নবাব জাফর খাঁর ১৭২২ খৃস্টাব্দের চাকলাবন্দীতে উখড়ার ২/৫ অংশ চাকলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বলিয়া প্রদর্শিত আছে। (২) জাফর খাঁর উত্তরাধিকারী সুজা খাঁ ১৭২৮ খৃস্টাব্দে এই চাকলাবন্দী অনুমোদন করেন। ইহাতে নদীয়া জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ৭৩টি পরগণা ছিল। নদীয়া, প্রকৃতপক্ষে উখড়া, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের নামানুযায়ী কৃষ্ণনগর, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভবানন্দ-বংশধর রঘুরামকে প্রদত্ত হয়। (৩) [ভবানন্দ-প্রপৌত্র রুদ্র রায় 'রেউই' নামের 'কৃষ্ণনগর' নামকরণ করেন। (৪)] আইন-ই-আকবরীতে নদীয়া মহলের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন রাজার নাম নাই; আওরঙ্গজেবের সময় সনন্দপ্রাপ্ত হিন্দু রাজাদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) ১৭২৮ খৃস্টাব্দে রাজসাহী জমিদারী ভাগলপুর হইতে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; নীল চাকলা রাজসাহী উপবিভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল; এই উপবিভাগ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া হইয়া বীরভূম ও বর্ধমানের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৬) গ্র্যাণ্ট মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টির কথা লিখিয়াছেন; (৭) কিন্তু দিনাজপুর, বর্ধমান, নদীয়া (৮), লস্করপুর ও নলডাঙ্গার জমিদারী

---

(১) p. 359 (২) p. 189 (৩) p. 196
(৪) নদীয়া-কাহিনী, পৃ. ৩৩ (৫) Vol. I, Introduction, p. xxvi (৬) Introduction, p. xxvii; Imperial Gazetteer of India, vol. XXVI, p. 162 (৭) Analysis of the Finances of Bengal (৮) The Cal. Review, vol. lv : The Nadiya Raj

নিশ্চয়ই মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইবার পূর্বে স্থাপিত হয়। (১) ১৭৫৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল হইতে বর্ধমান ও নদীয়ারাজের রাজস্ব ইংরেজদের দখলাধিকারে আসিয়াছে। (২) নদীয়ারাজের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সরকার তিন বৎসরের জন্য ইজারাদারদের সহিত, ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে ৮ লক্ষ, ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে ৮৷৷০ লক্ষ ও ১৭৬৮ খৃস্টাব্দে ৯ লক্ষ সিক্কা মুদ্রা এবং খেলাবাদি বাবদে আরও কিঞ্চিৎ গ্রহণে বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হন; জেকব রাইডার নদীয়ার তত্ত্বাবধারক হন। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন্ হেস্‌টিংস কমিটি অব সারকিট সহ কৃষ্ণনগরে আসিয়া পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত করেন। (৩) নদীয়ারাজ তাঁহার সহিত পুনর্বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং তালুকদারদের সহিত বন্দোবস্ত হয়; এই বন্দোবস্ত সাধারণ নীলামের দায় হইতে মুক্ত থাকে; কলেক্টরের উপর এক জন দেওয়ান নিযুক্ত হয়। (৪) হেস্‌টিংস্ স্ক্যাফ্‌টন্ সাহেবের উত্তরাধিকারী হইলে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্বসংগ্রহের ভার রেসিডেণ্টের নিকট হইতে হুগলীর দেশী কর্মচারীর (নন্দকুমার) উপর হস্তান্তরিত হয়। (৫) ৬।৪।১৭৮০ তারিখের আইনে মফঃস্বল আদালতের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া ১৮টি করা হয়, তন্মধ্যে একটি কৃষ্ণনগর পরগণায় ও আর একটি হুগলী চাকলায়। (৬)"

(১) Introd., p. xxviii (২) Introd., p. cxxxi

(৩) Introd., pp. clxxx—clxxxii, ccxiv

(৪) Introd., pp. ccxvi, ccxviii (৫) Introd., p. ccxii

(৬) Introd, p. ccxc—Fifth Report of the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the E. I. Co., 28. 7. 1872 (Edited by Firminger)

"রাজা শিবচন্দ্র পূর্বের অঙ্গীকারানুযায়ী নদীয়ার রাজস্ব যথাসময়ে ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারায় ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে বিজ্ঞাপন দ্বারা নদীয়া-রাজ কর্তৃক নদীয়ার রাজস্ব আদায় পুনর্বার সর্বতোভাবে রহিত করা হয়। (১) কিন্তু পরবর্তীকালে মহামান্য সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর পুনরায় নদীয়ারাজকে তাঁহার অধিকারে রাজস্ব আদায়ের ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান করেন। (২)......'দশশালা' বন্দোবস্তের ৩০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র নদীয়া জেলা একমাত্র নদীয়া মহারাজের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু এইকালে (১৭৯০ খৃ.) ইহা ২৬১ স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং ২০৫ জন স্বতন্ত্র জমিদারের নিকট হইতে ইহার রাজস্ব আদায় হইতেছিল। নদীয়ার রাজারাই প্রথম এই সকল অধীন তালুকদারের সৃষ্টি করেন (৩), এবং এই সকল তালুকদারের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর ঘরে নিজ নামে জমা দিতেন, কিন্তু পরে কোম্পানী কর্তৃক তালুকদারগণকে স্বতন্ত্র জমিদার স্বীকারে সরাসর কোম্পানী বরাবর রাজস্ব দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়।...রাজা গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় নদীয়া রাজ্য, যাহা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে সুবিস্তীর্ণ চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহা মাত্র ৫।৭ খানি পরগণা ও কয়েকখানি নিষ্কর গ্রামে দাঁড়ায়। ইঁহারই সময়ে নদীয়া-রাজ্যের সর্বপ্রধান সুবিস্তীর্ণ ও সুবিখ্যাত 'উখুড়া' পরগণা নীলাম হইয়া যায়, এবং পরে

(১) Letter No. 397, Hunter's Unpublished Beng. Mss. Records

(২) No. 995, Hunter's Unpub. Beng. Mss. Records

(৩) বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রথম পত্তনি তালুকদারের সৃষ্টি হয়।—Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (পৃ. ১১১)

২০।৯।১৮০৬ তারিখে তাঁহার সমস্ত জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠে।" (১)

বোর্ড অব রেভিনিউর কার্যবিবরণী হইতে শান্তিপুরের জমিদারী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) জগমোহন রায়ের ১২০৪ সালের দেয় রাজস্ব টাকা ৮০৪৶০ বাকী পড়ায় গবর্ণমেণ্ট পরগণা শান্তিপুরের অন্তর্গত ডিহি শান্তিপুর ও রামনগর নামক তাঁহার জমিদারী নীলাম করেন। (৩) সূত্রাগড় হুগলীর কাস্টম্-কলেক্টরের অধীন ছিল। ১৭৮৮ খৃ. মে হইতে জুলাই পর্যন্ত কলেক্টর কোট্‌স্ ও রেভিনিউ বোর্ডের সভাপতি শোর সাহেবের মধ্যে সূত্রাগড় সম্বন্ধে চিঠিপত্র লেখালেখি চলিয়াছিল। প্রজাগণ সূত্রাগড়ের ইজারাদার রামচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করিলে, গবর্ণমেণ্ট রামনিধি দত্তকে নূতন ইজারাদার নিযুক্ত করেন; রামচন্দ্রের কর্মচারী জগন্নাথ ঘোষ ইহাতে আপত্তি করে; সূত্রাগড়ের ৪৭১ জন বাসিন্দাও হুগলী-কলেক্টরের নিকট রামচন্দ্রকে পুনরায় ইজারা দিলে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া দরখাস্ত করে; গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেন যে সূত্রাগড় নদীয়া জেলাভুক্ত হইবে এবং জগন্নাথ ঐ বৎসরের ইজারা পাইবে; মাসিক কর টাকা ৩৩।৶৬ পাই ছিল। (৪) পরে ১৭৯১

(১) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৭-৮, পৃ. ৭১); No. 13440, Hunter's Unpub. Beng. Mss. Records

(২) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ, পৃ. ৬৯০-১

(৩) Proceedings Miscellaneous d/16. 3. 1798, Nos. 22, 27, 28 and d/10. 4. 1798, No. 51

(৪) Proceed. Misc. d/20. 5. 1788, Nos. 5-7, d/8. 7. 1788, Nos. 19-29, d/24. 12. 1788, No. 54.

খৃস্টাব্দে নদীয়ারাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেলামী ১,৫০০৲ টাকা প্রদানে ও বাৎসরিক টাকা ৬৬৩৷৵৪ পাই জমায় সূত্রাগড় বন্দোবস্ত করিয়া লন। (১) ৭।৫।১৮০৭ তারিখে মহারাজ গিরিশচন্দ্রের জমিদারী সূত্রাগড় প্রভৃতি রাজা শম্ভুচন্দ্রের মাসহারার সুদ ২,৩৯৮৲ টাকার জন্য কলিকাতার শেরিফের ইস্তাহার মতে নীলাম হইবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই। (২)

আকবরের সময় সরকারে (জেলায়) বিভক্ত বাংলায় সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত ৫৩টি মহল ছিল, রাজস্ব ৪,১৮,১১৮৲ টাকা, ইহার ভিতর প্রধানত ২৪-পরগণা (মহল কলিকাতা সমেত) ও তন্মধ্যে পশ্চিম নদীয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ছিল, এবং ইহা দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হার্বার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সরকার মহম্মদাবাদের অন্তর্গত ৮৮টি মহল ছিল, রাজস্ব ২,৯০,২৫৬৲ টাকা, এবং ইহার মধ্যে উত্তর-নদীয়া, উত্তর-যশোহর ও পশ্চিমে ফরিদপুর ছিল। (৩) আইন-ই-আকবরীতে (৪) লিখিত আছে যে সরকার সুলেমনাবাদে (হুগলীর উত্তরাংশ এবং নদীয়া ও বর্ধমানের কিয়দংশ) অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য যথাক্রমে ১০০ ও ৫,০০০, সরকার সাতগাঁওতে ৫০ ও ৬,০০০ এবং সরকার মহম্মদাবাদে ২০০ ও ১০,১০০ জন রক্ষিত হইত। (৫) "শান্তিপুর গড়ের ভগ্নাবশেষ

(১) Proceed. Misc. d/3. 10. 1791, Nos 10-12 and d/28. 10. 1731, No. 38

(২) Proceed. Misc. d/1. 4. 1807, Nos. 8-10 : The Cal. Gazette Supplementary, 16. 4. 1807

(৩) Bourdillon—Bengal under the Mahomedans

(৪) Blochmann in the J. A. S. B., 1873, pp. 208-18, No. 3 (৫) রাজেন্দ্রলাল আচার্য—বাঙ্গালীর বল, পৃ ২৭১

বাদশাহের ফৌজদারের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ অঞ্চলের পাঠান অধিবাসীরা (ও রাজপুতেরা) ফৌজদারের ফৌজের লোকগণের বংশধর। এখানে তোপখানার অবশেষ এখনও দেখা যায়। (১)” এককালে শান্তিপুরের তিন দিকে গড় ছিল ও একদিকে রাস্তা ছিল। (২)

পূর্বলিখিত ভবানন্দ মজুমদারের অগ্রে শান্তিপুরের জমিদারী শান্তিপুরের খুন্দকারবংশীয় কাজেম আলির ছিল। খুন্দকার-বাটীতে রক্ষিত আকবর বাদশাহের প্রদত্ত পাঞ্জায় লিখিত আছে যে ইঁহাকে ‘দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে নির্ঝর ও বাব্‌লা, পূর্বে সুরুগড় (সারাগড়) ও পশ্চিমে গোর্ফেয়া’ এই চতুঃসীমান্তবর্তী স্থান জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হইল। (৩) তৎপূর্বে অদ্বৈতাচার্যের সময় দৃষ্ট হয় যে এক জন কাজী শান্তিপুরে থাকিয়া গৌড়ের বাদশাহ হুশেন শাহের নামে শাসন করিতেন। “এই কাজীর নাম গোরাই, ইনি তদানীন্তন নদীয়ার কুলিয়া অংশে কাজী নিযুক্ত ছিলেন।” (৪) কেহ বলেন যে ইনি ফুলিয়ায় থাকিতেন। “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েক জন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া শাসন করিতেন।…এক জন কাজী শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক, তাঁহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল।” (৫) এই কাজীর দ্বারা ব্রহ্ম হরিদাস ফুলিয়ায় নির্যাতিত হন।

---

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ শ্রাবণ, পৃ ১৯৬-৭

(২) যুবক, ১৩৪০, পৃ ২৫

(৩) যুবক, ১৩১৫ বৈশাখ; নদীয়া-কাহিনী

(৪) Dineshchandra Sen—Chaitanya and his Companions

(৫) নদীয়া-কাহিনী

পূর্বলিখিত রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র 'বাবু' (এই নামে ইঁহারা তথা রায়-বংশীয়েরা অভিহিত হইতেন) উত্তম পাখোয়াজবাদক ছিলেন; ইঁহারা বাদ্য শিক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদ আনাইতেন। বর্ধমান-রাজবাটীতে (কোনও মতে, মুর্শিদাবাদের নবাববাটীতে) ইঁহারা দুই ভাই এক সঙ্গে ১৪ হাত পাখোয়াজ বাজাইয়া পুরস্কৃত হন। রামবাবু একবার ও শ্যামবাবু দুইবার শুনিয়া যে কোন নূতন গৎ বাজাইতে পারিতেন। রামবাবু একবার বর্ধমান-রাজবাটীতে নৃত্য করিয়া সিন্দূরাঙ্কিত হর্ম্যতলে একটি সুন্দর গোলাপপুষ্প অঙ্কিত করেন। শান্তিপুরে রাম বাবুর আশী হাত লম্বা ও আশী হাত চওড়া একটি নাচঘর, ও তদুপযুক্ত সতরঞ্চ ছিল; ইঁহার 'বাইজীখানা'য় অনেক বাইজী আসিয়া থাকিত। বর্ধমান-রাজবাটীতে ইঁহাদের প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে।

রামচন্দ্রের পুত্র রাজচন্দ্র, হরমোহন, রঘুনন্দন ও ঈশানচন্দ্র। রাজচন্দ্র প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন, এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাটীতে নিমন্ত্রিত বড় বড় গায়কদিগের মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। (১) ইঁহার হস্তলিখিত পাখোয়াজ সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক ছিল। 'পিতা গান করিতে পারেন, আর পুত্র তাহা পারেন না, এই কথায় বর্ধমান-রাজবাটীতে অপ্রস্তুত হইয়া ইনি নিরুদ্দেশ হন, এবং গান শিক্ষা করিয়া পুনরায় সেখানে গিয়া প্রশংসিত হন। নিজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বাঁয়া, তবলা ও পাখোয়াজ এখনও ইঁহাদের বাটীতে রক্ষিত আছে। দিনাজপুরের মহারাজের মত ব্যক্তিও এই সব উচ্চ মূল্য দিয়া কিনিতে চাহিলে, ইঁহার দরিদ্র বংশধরেরা অসম্মত হন। ইঁহার পৃথক্ বাটীও 'বাইজীখানা' নামে অভিহিত হইত। ইঁহার

(১) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি (পৃ ৯৫)

প্রতিকৃতি বর্ধমান-রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। ইঁহার কথা 'প্রবাসী'তে ও এক খানি সঙ্গীত-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কালোয়াত নথ্‌ খাঁ শান্তিপুরকে 'ছোট দিল্লী' বলিতেন। (১) রাজচন্দ্র বাবুর বাটীতে শান্তিপুরের আদালত বসিত। রাজচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, পরমেশ্বরচন্দ্র ও শ্রীমান্‌চন্দ্র। ঈশ্বর বাবুর জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় ছিল। তিনি সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যথাক্রমে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পুলিশ মোহরার, পুলিশের দারোগা ও পরে ইন্‌স্‌পেক্টর, রেলের কণ্ট্র্যাক্টর (এই কার্যে অকৃতকার্য হইয়া নিরুদ্দেশ হন), দেশীয় রাজ্যের সৈন্য, ঝালওয়ার রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের কর্তা, আজমীর মিউনিসিপ্যাল কমিটির সেক্রেটারী, কোটা রাজ্যের শুল্ক ও আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং পরে ভকীল (এই পদে থাকাকালে বৃন্দাবনের ভীমকুঞ্জ ও গোবর্ধনের কিশোরকুঞ্জ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোটারাজ্য কর্তৃক কৃত মোকদ্দমায় কৃতকার্য হন) এবং ভরতপুরের দেওয়ানরূপে কার্য করেন। তিনি তাঁহার বহু প্রশংসাপত্রসম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। তিনি কৃষ্ণনগর-মহারাজবংশের কুটুম্ব ছিলেন। একবার দিল্লী দরবারে তিনি উপস্থিত থাকেন। তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার ছিলেন; ইনিও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যতীন্দ্রের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র বস্ত্রের নক্সা-শিল্পী। পরমেশ্বর বাবু ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের বিচারসম্পর্কীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র পূর্বলিখিত স্কুলের (যখন ইহা ছোট রায়ের বাটী হইতে উঠিয়া তামাচিকেবাটীতে বসে) সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শরচ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রচন্দ্র। শরচ্চন্দ্র দিনাজপুরের শঙ্কর ও চূড়ামণ জমি-

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ আশ্বিন: শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ; শান্তিপুর-স্মৃতি

দারীতে এবং বরিশালে ওয়ার্ডস্ স্টেটে ম্যানেজার ছিলেন। সুরেন্দ্রচন্দ্র প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ছিলেন।

শ্যামবাবুর পুত্র পূর্বলিখিত শিবচন্দ্র ও কালাচাঁদ (কালীচন্দ্র; পৃ ৪১)। শ্যামবাবুর কীর্তি শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর অদ্যাপি বিদ্যমান। তাঁহার স্বনামধন্যা কন্যা সহায়মণির পোষ্যপুত্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জ্যোতিষী জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রণীত গ্রন্থ 'প্রাণপ্রতিমা' (১৩০৪)। দুঃখের বিষয়, রায়বংশের সহিত অনেক কুকীর্তির কাহিনী জড়িত আছে; নতুবা শান্তিপুরের এই বনিয়াদী জমিদার-বংশের কীর্তিকলাপ নিষ্কলঙ্ক গৌরবে ভাস্বর থাকিত।

চাঁদ রায়ের ভ্রাতা গৌরচাঁদ রায় এই বংশের আদি পুরুষ। কথিত আছে যে চাঁদ রায় শাহজাহান বাদশাহের সময় কর না দেওয়ায় পূর্বাবাস হইতে তাড়িত হন,—এ কথা সত্য কিনা বলা যায় না। যাহা হউক্, তিনি বাঘাঁচড়ায় (নদীয়া জেলার) আসিয়া অবস্থাপন্ন হন, এবং সেখানে চারিটি শিবমন্দির স্থাপিত করেন—ইহার একটিতে তারিখ ১৫৮৭ শক খোদিত আছে। হরিনদী পর্যন্ত ইঁহার নির্মিত জাঙ্গাল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (১) ইঁহার গুপ্তিপাড়াতেও বসতি ছিল। প্রবাদ আছে যে শাক্ত চাঁদ রায় কোনও কারণে গুরুর অভিশাপে দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হন। তৎপরে বৈষ্ণব গৌরচাঁদ রায় নিজ গুরুর নিকট হইতে বিগ্রহ লইয়া শান্তিপুর আসিয়া তাঁহাকে 'গৌরহরি' নামে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পরে পূর্বলিখিত কৃষ্ণানন্দ কাশী হইতে শ্রীমতীর মূর্তি আনাইয়া উক্ত বিগ্রহের পার্শ্বে স্থাপিত করেন। গৌরচাঁদের পৌত্র রামকান্ত বাচস্পতি, তৎপুত্র রামগোপাল সার্বভৌম,—ইঁহার প্রণীত 'কুলার্ণব-কারিকা (সংস্কৃত পদ্য)' নামীয় একখানি প্রামাণিক কুলগ্রন্থ আছে।

(১) যুবক, ১৩২৩ চৈত্র; শান্তিপুর-স্মৃতি

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৺কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী (১) ও রামগোপাল সার্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূটবিচার করিতেন।" (২) রামগোপালের পুত্র পূর্বলিখিত কৃষ্ণানন্দ রায় দীগর। শান্তিপুরের 'পাটী' রায়েরাও এই বংশের আত্মীয়। ইঁহাদের বিবরণ অন্যত্র (৩) লিখিত আছে।

"উমেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ওরফে মতি বাবু,
যাঁর হাতেতে সাহেব সুবো হলেন কত কাবু।
উপন্যাসের মত যাঁর কীর্তিকথা শুনি,
হদ্দ মজার জমিদারী ক'রে গেছেন যিনি।
ঠাকুর তাঁদের গৌরহরি নামটি চমৎকার,
যথারীতি রাসবাসরে দেন গো তিনি বার।" (৪)

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

কলিকাতা পটলডাঙ্গানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তদানীন্তন শান্তিপুর মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া বিভাগকে ৪টি জেলা ও ১৮টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়, এবং ঐ সময় শান্তিপুরে স্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ (ঈশ্বর বাবু এখানে তৎপূর্ব হইতেই ছিলেন) ও ভাগীরথীতে জলপুলিশের বন্দোবস্ত হইলে, শান্তিপুরে দস্যুর উপদ্রব কমে (নিম্নে দ্রষ্টব্য); শান্তিপুরে তাহার বহু পূর্ব হইতেই মহকুমা

(১) মদীয় জ্যেষ্ঠ-পিতামহ (২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক,) পৃ ৪৮৭) (৩) সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট

(৪) মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ ('ইয়ং বেঙ্গল বক্তাবাগীশ')
—শান্তিপুরে রাসলীলা (১৩০১)

ছিল। (১) বাং ১২৫৫ সালে ঈশ্বর বাবু হুগলী জেলার জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ; "(তিনি) যেরূপ সুখ্যাতির সহিত কার্যনির্বাহ করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা এই প্রভাকরে বারম্বার উল্লেখ করিয়াছি।" (২) ঈশ্বর বাবুর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা উলার পেসা পাগলা (প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল মানুষ হইলেও মধ্যে মধ্যে দুষ্টামি ও পাগলামি করিত) গোযানে শান্তিপুর যাইতেছিল ; পথিমধ্যে পাল্কী-আরোহী ঈশ্বর বাবু ইহাকে দেখিয়া বলেন, 'কি রে পাগল! বামুন হ'য়ে গরুর গাড়ীতে চড়েছিস যে!' পেসা উত্তর দেয়, 'বলি, খাওয়ার চেয়ে চড়া ভাল নয় কি?' বলা বাহুল্য, ইহা ইংরাজী শিক্ষায় 'আলোক-প্রাপ্ত' নব্য হিন্দুদের প্রতি কটাক্ষ! (৩) নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা'য় "কোন বিষয়ে কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা রাজদ্রোহ বা শান্তি-ভঙ্গ না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য বন্ধুভাবে" ঈশ্বরবাবু উপস্থিত থাকিতেন। (৪)

ঈশ্বরবাবুরই আন্তরিক চেষ্টায় শান্তিপুরে প্রথম গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয় ; করদাতাগণকে ট্যাক্সের সহিত চাঁদা

(১) কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়া-কাহিনী, ২য় সংস্করণ, পৃ ৯৮, ৩১৮, ৩৩১ ; Minutes of Evidence taken before the Indigo Commission at Krishnagar, 1860, para 2867 ; Garrett—Nadia Dt. Gazetteer

(২) সংবাদ-প্রভাকর, ১৫।৪।১২৫৫ ; বসুমতী, ১৩৪১ কার্তিক, পৃ ১৩৬ (৩) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'উলা' : সাহিত্য, ১৩২০ আশ্বিন ; সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা, পৃ ১২৫

(৪) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, পৃ ১৩১

দিতে হইত। তিনি বনগ্রামে চলিয়া যাইবার পর (১), মহিমাচন্দ্র পাল শান্তিপুরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসেন। মহিমাবাবু শান্তিপুরের রাস্তায় প্রথম ৫০টি আলোক স্থাপন, উলায় মারীভয় নিবারণার্থ জঙ্গলাদি পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য করিলেও, নানা কারণে শান্তিপুরবাসীর শ্রদ্ধা হারান। (২) এক জন কবিওয়ালা ইঁহার নামে যে গান রচনা করে তাহার একটি পদ এইরূপ—

'ঈশ্বর ঘোযাল আর মহিম পালে।
শ্বেত চামর ও ধেড়ের—॥' (৩)

ঈশ্বরবাবু প্রসেসন রোড দিয়া প্রতিমাদির শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন; তাহার পূর্বে বাইগাছির খড়ের আড়তের (বর্তমান ধর্মশালার) নিকট নিমজ্জনের দিন প্রতিমার আড়ঙ্গ হইত। শান্তিপুরের ব্রহ্মাপূজা বহু বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত; গঞ্জ দগ্ধ হওয়ায় ইহার প্রথম প্রবর্তন হয়, তারার পরেও আর একবার গঞ্জ দগ্ধ হয়; ঈশ্বরবাবুর ইচ্ছায় এই পূজায় ব্রহ্মার সাবিত্রী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী ও মহেশ্বরের দুর্গা—এই তিন শক্তিমূর্তির নূতন গঠন হয়।

ঈশ্বরবাবুর পূর্বে শান্তিপুরে দস্যুর উপদ্রব কিরূপ ছিল তাহা লিখিত হইল। ১৮৫৪-৫ খৃস্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রশেখর রায় শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অনেক দুর্দান্ত দস্যুকে ধৃত করেন। তিনি ২৩ বৎসর পুলিশের দারোগা ছিলেন; পরে মাসিক ৩৫০৲ টাকা বেতনে দস্যুদমন-সংক্রান্ত বিশেষ ডেপুটী নিযুক্ত হন, এবং নিজ কার্যদক্ষতার গুণে দস্যুদমন-সংক্রান্ত কমিশনার ওয়ার্ড্ সাহেবের সুপারিশে মাসিক ৫০০৲

(১) সোমপ্রকাশ, ১০।৫।১২৬৯

(২) সোমপ্রকাশ, ১।৯।২, ২৩।৫, ২৯।৮, ২১।৯।১২৭০

(৩) রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (পৃ ৩১)

টাকা বেতনের পদে উন্নীত হন। তিনি যে সব দস্যুকে ধৃত করেন তাহার মধ্যে শান্তিপুরের নবীন ও দেবী ঘোষের দল ছিল; এবং একটি মামলায় শান্তিপুরের দস্যু হরিশ ঘোষের নাম পাওয়া যায়। দস্যুদমন-সংক্রান্ত কমিশনার র‍্যাভেন্‌শ সাহেব ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের দস্যু গোবিন্দ ঘোষকে ধৃত করেন। (১) দস্যুদমনসংক্রান্ত কমিশনার জ্যাক্‌সন সাহেব ও তাঁহার সহকারী উপরোক্ত চন্দ্রশেখরবাবুর সুখ্যাতির কথা অন্যত্র লিপিবদ্ধ আছে। (২) লোকের ধারণা ছিল যে নীলকুঠীর সাহেব ও জমিদার এবং তাঁহাদের নিযুক্ত ৪০০।৫০০ লাঠিয়াল অনেক সময়ে রাত্রে ডাকাতি করিত। (৩) শান্তিপুরের দক্ষিণে গঙ্গায়ও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ডাকাতি হইত। (৪) "বিশেষরূপ ব্যাপককাল পর্যন্ত হুগলির শামিল ডুমুরদহ নামক এক প্রচরক্রপ স্থান ঐ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পর্যন্ত ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খাল প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে যে স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্বিঘ্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল

(১) Selection from the Records of the Govt. of Bengal, Vol. VII—Dacoity Commissioner's Report No. 163½ d/ 3. 5. 1855 to the Comr. for Circuit, Burdwan Division ; Vol. IX—Rept. on the Suppression of Dacoity in Bengal for 1855 ; and Statement showing the names and residences of individuals committed from the office of the Comr. for the Suppression of Dacoity, Appendices D & G ; Vol. XV, App. C ; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৮৭৬-৭

(২) সংবাদ-প্রভাকর, ১৫।৬।১২৬০

(৩) সমাচার-চন্দ্রিকা, ১২৫১ ; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৮৭৭

(৪) সংবাদ-প্রভাকর, ১৪।৯।১২৫৭

তথাপি মধ্যে মধ্যে ঐ দুরাত্মা নির্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশ হওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে দুরাত্মাদিগের কুকর্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থূল লিখিলাম। (১) লং সাহেব লিখিতেছেন, "স্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ভাগীরথী-তীরস্থ সকল স্থানের মধ্যে শান্তিপুরেই বেশী ডাকাতি হইত। এমন কি জমিদারেরা ও ভদ্র 'বাবু'লোকেরা পর্যন্ত ডাকাতদের সহিত যোগ দিত। রাত্রিতে কেহ শান্তিপুরের ধার দিয়া যাইতে সাহস করিত না। এখন প্রহরী-নৌকা রাখা হইয়াছে, উহারা ক্ষিপ্রগতি এবং উহাদের জন্য নদীতে ডাকাতি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।" (২)

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী মালের গুদাম-রক্ষক শান্তিপুরের কারখানায় নিযুক্ত কোম্পানীর গোমস্তাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত অভিযোগটি বোর্ডের নিকট পেশ করেন।—"রামচন্দ্র সেন (৩) (সাহা?), পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন, সহসা দুই তিন শত অশ্বারোহী সিপাহী ও বরকন্দাজ লইয়া 'শান্তিপুরের আড়ঙ্গে' উপস্থিত হয়। পঞ্চাশ জন লোক আড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা আমাদিগকে বলে যে রামচন্দ্র সেনের নিকট আমাদের তখনই হাজির হইতে হইবে। আমরা ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহারা বলপূর্বক আমাদের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্যকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভট্টাচার্য কোম্পানীকে সূতার

(১) সমাচার-দর্পণ, ২৬।১১।১২৪০ (ইং ৮।৩।১৮৩৪); বসুমতী, ১৩৪১ কার্তিক, পৃ ১৩৬

(২) Selections from the Unpublished Records of the Beng. Govt. (1869); Nadia Dt. Gazetteer

(৩) পৃ. ২২৩ দ্রষ্টব্য

যোগান দিত। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর কায অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এরূপ করিবার কারণ যে কি তাহা আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা নিধিরাম (হৃদয়রাম ?) মুখোপাধ্যায় ও গোপাল ভট্টাচার্যকে আপনাদিগের নিকট কলিকাতায় পাঠাইতেছি। ইহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আপনারা এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" (১)

প্রায় ১৮০০ খৃস্টাব্দের সমকালে উলাকে ডাকাত ধরার জন্য 'বীরনগর' আখ্যা প্রদানের পর, "শান্তিপুরে দস্যুভীতি হওয়ায় তত্রস্থ অধিবাসিগণ নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সাহেব তাহাদের ভয় দেখিয়া শান্তিপুরের 'গাধানগর' নামকরণ করেন।" (২) "নদীয়া-কাহিনী-প্রণেতার এই বর্ণনা সম্ভবত প্রমাণসাপেক্ষ নহে।" (৩) এখানে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে শান্তিপুরের বীর আশানন্দ 'ঢেঁকি' দস্যুদের পক্ষে যমস্বরূপ ছিলেন। (৪) শান্তিপুরের আরও একটি গৌরবের বিষয় এই যে ১৮০৮ খৃস্টাব্দে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট্ ইলিয়ট সাহেবের সহকারী সি-ব্ল্যাকোয়্যার কলিকাতা হইতে গোরা সৈন্য আনাইয়া শান্তিপুরের বলিষ্ঠ লাঠিয়াল গোড়ো উপরগোষ্ঠি (গোয়ালা) এবং বিখ্যাত দস্যু বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্যনাথের সাহায্যে বিশ্ব-

(১) Long—Selections ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, সেকালের ও একালের : Proceedings of the Secret Dpt. d 12. 11. 1764 ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ৫৮)

(২) নদীয়া-কাহিনী (পৃ ৩২৬) ; সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা, পৃ ২২

(৩) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৮৭৫

(৪) প্রবুদ্ধ ভারত, ১৩৪০ আশ্বিন ও কার্তিক ; চণ্ডীচরণ দে—বীর আশানন্দ (২য় সংস্করণ)

নাথকে গ্রেপ্তার করেন। (১) "শতাধিক বর্ষ পূর্বে (প্রায় ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে) উলার মুস্তৌফী-বংশের অনাদিনাথ শিবে শনি নামক শান্তিপুরবাসী গোপজাতীয় জনৈক ডাকাতকে স্বহস্তে ধৃত করেন। উক্ত ডাকাতের দুই বাহু ছেদন করিলে উহার মৃত্যু হয়। সেই সময় একটি ছড়ার প্রচলন হয়, তাহার শেষাংশ এইরূপ—

শিবে শনি মাশুল চোর,
ছোক্‌রাতে ক'রেছে পাকড়া,
ধন্য উলা বীরনগর।" (২)

শিবে শনি আর একবার ধরা পড়িয়া মুক্তিলাভ করে; এবার নিজ গুরুকে নির্যাতিত করিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজে ধরা দেয়; ধরা পড়িবার সময় সে বলে, 'টিক্‌টিকির হাতে ম'লাম'। তার বাটী ছিল শান্তিপুরের ঘুরপেকে পাড়ায়। সে রীতিমত অভিনব সাজসজ্জায় ডাকাতি করিতে যাইত। বিখ্যাত দস্যু কালাঠেঁটা বোধ হয় শান্তিপুরবাসী ছিল। (২)

১৮০৮ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরে দস্যুদমনের জন্য বর্ধমানের কাপ্তেন লাড্‌লোর অধীনস্থ দুই জন নায়েক ও পঞ্চাশ জন সিপাহী নিযুক্ত ছিল। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে নদীয়ার ম্যাজিস্‌ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী কোম্পানী দস্যুতার সংবাদ বহনের জন্য শান্তিপুর থানায় প্রত্যেকের ৩৲ টাকা মাসিক বেতনে দুই জন পাইক নিযুক্ত করেন; এবং বর্ষাকালে শান্তিপুর

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal (Nadia Dt.), Vol II (1875); Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910); নদীয়াকাহিনী (পৃ ৬১); সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (পৃ ১৩৪৭; ৬ষ্ঠ সংস্ক)

(২) বসুমতী, ১৩৩২ ফাল্গুন, পৃ ৬৯০; উলা

(৩) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৮৭৬

হইতে সুখসাগর পর্যন্ত গঙ্গার উপরে লক্ষ্য রাখিবার জন্য মাসিক ১৪৲ টাকা ভাড়ায় একখানি নৌকা নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করেন। (১)

পূর্বলিখিত ব্ল্যাকোয়্যার সাহেব সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানের স্মৃতি-ফলকে এই কথাগুলি খোদিত আছে ঃ—উইলিয়াম কোট্‌স্ ব্ল্যাকোয়্যার (William Coates Blacquiere) ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট মারা যান; তিনি ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন; তিনি হুগলী, নদীয়া, যশোহর এবং বাখরগঞ্জ জেলায় দস্যুদমনে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান; তিনি ৫৩ বৎসরেরও উপর কলিকাতার ম্যাজিস্‌ট্রেট ও জস্‌টিস্ অব দি পিস ছিলেন; ইত্যাদি। (২) দেখা যাইতেছে যে তিনি অল্প বয়সে ভারতে আসেন। "ব্ল্যাকোয়্যার শান্তিপুরস্থ ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বস্ত্রবিষয়ে বিশেষজ্ঞের সন্তান।...ইনি কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্‌ট্রেট এবং ৬০ বৎসর ধরিয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনুবাদক ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই বাংলায় বাস করেন, এবং বাংলা ভাষা ও দেশবাসীদের আচারব্যবহারে অভিজ্ঞ ছিলেন। সরকার ইঁহাকে নদীয়ার যুগ্ম-ম্যাজিস্‌ট্রেট করিয়া পাঠান। তৎপরে ১৮০৮ খৃস্টাব্দে দস্যুদমনের জন্য অষ্টম ও দশম আইন পাশ হয়। ব্ল্যাকোয়্যার ম্যাজিস্‌ট্রেট সাহেবের সহযোগে নদীয়া জেলায় এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। সেই জন্য তিনি যদিও কোম্পানীর অঙ্গীকারবদ্ধ (covenanted) কর্মচারী ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে নদীয়ার ন্যায়

(১) Judicial Dpt. Proceedings, Criminal, No 6, d/ 7. 10. 1808; Ibid, No. 17, d/ 11. 2. 1809; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৮৭৬

(২) Bengal, Past and Present, 1910, Vol. V, p. 312

অন্য দস্যুপীড়িত জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তিনি গোয়েন্দা ও সর্দার নিয়োগ করিয়া দস্যুদমনে কৃতকার্য হন।" (১) এই সব কার্যের জন্য তাঁহাকে ৬,০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হয়, এবং মাসিক বেতন ৫,০০৲ টাকায় বর্ধিত হয়। তাঁহার সহকারী পি-এণ্ড্রুজেরও মাসিক বেতন ৫,০০৲ টাকায় বর্ধিত করা হয়। সরকার হইতে তাঁহাকে বিস্তর সুখ্যাতিপত্র প্রদত্ত হয়। যে তিনটি নদীয়ার দস্যুঘটিত প্রধান মামলা নিজামত পর্যন্ত যায় তাহাদের মধ্যে একটি বিশ্বনাথের আর একটি শম্ভু শনির। (২)

শান্তিপুরের 'দেওয়ান চট্টজ' বংশীয়দের সহিত (পূর্বলিখিত স্যর অতুলচন্দ্র এই বংশের সুসন্তান) ব্ল্যাকোয়্যারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। "মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কাল পর্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্লাকির সাহেবের দেওয়ানী কর্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎকর্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে (কাশীনাথ) সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্তমত কর্ম করিতেছেন।" (৩) "আমরা অত্যন্ত খেদপূর্বক সকলকে জানাইতেছি যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্লাকিয়র সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি

(১) Fifth Rpt. from the Sel. Com. of the H. of Commons on the Affairs of the E. I. Co., 28-7-12, Vol. 1, pp. 135-8 (ed. Firminger) ; Bengal, Past and Present, Vol. II, p. 164 (২) Fifth Report, etc., Vol. II, Appendices, pp. 631, 697, 711-2, 731-3

(৩) সমাচার-দর্পণ, ২৪।৬।১৮২০ (১২।৩।১২২৭); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ ; বংশ-পরিচয়

বহুকালাবধি দেওয়ান হইয়া ঐ কর্ম নির্বাহ করেন এবং সব্যভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠা রোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে এতন্নগরে আবাল-বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমাদিগের এবং অনেককে যে মত সুখে রাখিয়াছিলেন তদনুরূপ তাঁহার পরকাল সুখে যাপন হয়।" (১)

শুনা যায় যে এক সময় শান্তিপুরের কুঠীয়াল বিলাতগামী জাহাজে উঠিবার কালে শিশুপুত্রকে (উপরোক্ত ব্ল্যাকোয়্যার) তীরে হারাইয়া ফেলেন। সেই সময় পূর্বলিখিত রামমোহনের পিতা রামসুন্দর তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া শান্তিপুরে নিজ বাটীতে লালনপালন করেন। শিশুটি সেখানে বাঙালির খাদ্য খাইয়া লেখাপড়া করেন। পরে উদ্বিগ্ন পিতা ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের সংবাদ পান। পুত্র পরে বিলাত গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ফিরিয়া আসেন। স্মরণার্থে পিতার ডায়েরীর পাতা ছিন্ন করিয়া রাখিয়া পুত্র সময়ে চট্টোপাধ্যায়-বংশের উপকার করেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে শান্তিপুরের শেষ কুঠীয়ালের পূর্ববর্তী কুঠীয়াল মাজবিন্ সাহেব (J. Marjoribanks) ১৮২৮ খৃস্টাব্দে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু-পুত্র ব্ল্যাকোয়্যার শান্তিপুরের চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে আশ্রয় পান ইত্যাদি কথা (২) প্রমাণসহ নহে। লং সাহেব মাজবিন্কেই শান্তিপুরের শেষ কুঠীয়াল বলিয়া লিখিয়াছেন (৩)। কিন্তু তাঁহার পরও কুঠীয়াল ছিল, কারণ কলিকাতা

---

(১) সমাচার-দর্পণ, ২১।৬।১৮২৮(৯।৩।১২৩৫); সংবাদপত্রে সে-কালের কথা, ১ম ভাগ (২) শান্তিপুর-স্মৃতি

(৩) The Cal. Rev., Vol. 6, 1846: The Banks of the Bhagirathi

গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে শান্তিপুরের বাণিজ্যিক কুঠীয়ালের সহকারী জে-জি-লারল্ ৩।৪।১৮৩৩ হইতে এক সপ্তাহের ছুটী পাইলেন। (১) উক্ত মাজবিন্ সম্বন্ধে লিখিত আছে—"উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে কোম্পানীর শেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণের মধ্যে জে-মার্জরি-ব্যাঙ্ক স্ নামীয় এক জন বাৎসরিক ৫,০০০ পাউণ্ড বেতন ভোগ করিতেন, এবং ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সুবৃহৎ শ্বেতমর্মরতলমণ্ডিত অট্টালিকায় বাস করিতেন; এই বাটী ১৮২৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার অবসর গ্রহণের পর ২,০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। ইনি চুয়াডাঙ্গা মহকুমার নিশ্চিন্দিপুরস্থ হিল্ সাহেবের নীল-ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন। তখন শোর নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও অগিল্‌ভি কলেক্টর ছিলেন। (২) লং সাহেব উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে শান্তিপুরের এই প্রাসাদেই বড় লাট মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি আগমন করিয়া দুই দিন থাকেন। এই কুঠী ১৮৭০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ভাঙ্গিয়া বিক্রীত করা হয়; 'কুঠীরপাড়া' নাম এখনও বর্তমান। (৩)

তোপখানার মসজিদ (পৃ. ১২৭)

আকবর শাহের রাজত্বকালে শান্তিপুর সূত্রাগড়ে সৈন্যাবাস স্থাপিত হয়। পরে আওরঙ্গজেবের সময় সৈয়দ মহ্‌বুব আলম নামে এক জন

(১) সমাচার-দর্পণ, ২৯।৩ ও ৩।৪।১৮৩৩

(২) Cotton—Indian and Home Memories ; উক্ত বেতন = ৪২,০০০৲ টাকা, উক্ত বাটীনির্মাণের ব্যয় = এক লক্ষ টাকা, বিক্রয়মূল্য = ২,০০০৲ টাকা—Garrett : Nadia Dt. Gazetteer

(৩) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910)

ধার্মিক মুসলমান (শান্তিপুরের বর্তমান সৈয়দ-বংশের আদি পুরুষ) বোগদাদ হইতে ভারতবর্ষে তথা শান্তিপুরে আসেন। তিনি বাদশাহের গুরু ছিলেন, এবং তাঁহার সমগ্র কোরাণ মুখস্থ ছিল বলিয়া প্রবাদ। তখন উক্ত সৈন্যাবাসে ১,৩০০ পাঠান ও ৯০০ রাজপুত সৈন্য বাস করিত। তাহাদের ভরণপোষণ, অতিথি-সেবা, মাদ্রাসা-স্থাপন ও উক্ত সৈয়দ সাহেবের সাংসারিক ব্যয়নির্বাহার্থ দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বহু আয়মা সম্পত্তি দান করেন। সম্ভবত উপরিলিখিত মসজিদ-নির্মাতা গাজী ইয়ার মহম্মদ ঐ সৈন্যগণের সর্দার ছিলেন। ইনি ইঁহার গুরু উক্ত আলম সাহেবের আদেশে ও মাতৃবাক্যে এই মসজিদ নির্মাণ করান। তখন বাংলার শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিমুস্‌সান। ইহার পাশে সৈয়দ সাহেবের আস্তানা ছিল; এবং ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে গাজী সাহেবের ও তাঁহার পুত্রের (গাজী মহম্মদ এস্‌মাইল) কবরস্থান আছে, সম্ভবত গাজী সাহেব কোনও যুদ্ধে নিহত হন। এই কবরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পীর মোবারক গাজী সাহেবের আস্তানা ছিল, এই স্থানের নাম পীরের হাট। ঐ মসজিদের প্রস্তরফলকে এইরূপ খোদিত আছে—

(আরবী)

হু আল্লাহু বাদা কুল্লাশাইন	বিস্‌মিল্লা আর্‌রহমান আর্‌রহিম লা ইলাহা ইল্লালাহো মহম্মদর রসুল আল্লা	হু আল্লাহু কব্‌লা কুল্লাশাইন

(পারসী)

চেরাগ ও মসজেদ ও মেহ্‌রাব ও মিম্বর
আবিবকর ও উমর ও উস্‌মান ও হায়দার
বেহান্দে শাহান্‌শাহে আওরঙ্গজিব
বেনা করদাহ্‌ মসজেদ ও সদকে ও হাসিব
সজ্‌ ও পাঞ্চদা সাল বেশ আজ হাজার

(অর্থ)

আল্লাহ্‌ সর্ব বস্তুর পশ্চাতে	পরম দাতা ও দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ, আল্লাহ্‌ ভিন্ন দ্বিতীয় আল্লাহ্‌ নাই এবং হজরত মহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত।	আল্লাহ্‌ সর্ব বস্তুর অগ্রে

প্রদীপ ও মসজিদ ও মেহ্‌রাব ও বেদী আবিবকর ও উমর ও উস্‌মান ও হায়দার (আলি)	আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে ১১১৫ হিজরী সালে ইসমাইল গাজীর বংশধর ইয়ার মহম্মদ নির্মাণ করান।

১৩৩০ সালে ইহার সংস্কার হয়। (১) "মোগল সম্রাট্‌গণ শান্তিপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন; বর্তমান কালের সূত্রাগড়, সারাগড় ও তোপখানা নামক স্থানগুলির নাম দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হয়। ১৭০২-৩ খৃষ্টাব্দে তোপখানা মসজিদ নির্মিত হয়।" (২)

স্বর্গীয় বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ

ইনি তামাচিকাবাটীস্থ বঙ্গবিদ্যালয়েরও প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় ১০০ বৎসর হইয়াছিল। (৩) ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ—ভ্রান্তিনিরাস, সাগরপ্রকাশ (১২৮৬)। ইঁহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ (কৌণ্ডীন্যগোত্রীয়); ইনি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ইঁহাদের বংশ সম্বন্ধে যে সমস্ত কটূক্তিপ্রয়োগ প্রচলিত আছে তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।—'সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে। চারি মেলের নিস্তার দেখি কুলজিতে॥' এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র (৪) লিখিত আছে।

---

(১) মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ—প্রাথমিক রচনাশিক্ষা: শান্তিপুর (তাঁহার মুখেও শ্রুত); যুবক, ১৩২৩ শ্রাবণ, ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ মাঘ; Abdul Wali—The Topekhana Mosque at Santipore [পুস্তিকা ও প্রবন্ধ; The Jnl & Proceed., R. A. S. B. (New Series), Vol. 13, 1917, No. 3—5. 7. 1917]; ব্রজমোহন দাস—শান্তিপুরে: সওগাত, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ

(২) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910)

(৩) যুবক, ১৩২১ আশ্বিন

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ (২য় সংস্করণ); সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ ও ক্রোড়পত্রাদি; শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণবংশ-বৃত্তান্ত (পৃ ৪৪, ৪৯; ৩য় সংস্করণ); রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি (পৃ ১৬-৯); বন্দ্যবংশ

ইঁহার পুত্র অমৃতলাল বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ—মুকুল (সংস্কৃত ; ছাত্রপাঠ্য)। তিনি শান্তিপুর, বৈষ্ণব, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন ; তাঁহার শান্তিপুরসম্বন্ধীয় লিপি—শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের জন্মোৎসব উপলক্ষে (১)। তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিবরণী-পুস্তকে (১৩৩১) দৃষ্ট হয়। তিনি শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের সভা (কথনও সভাপতিরূপে) ও সাহিত্য-সম্মেলন, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। তিনি মাজু বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

রাসযাত্রা

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন যে শান্তিপুরের রাসযাত্রা, ঢাকার জন্মাষ্টমী ও বৃন্দাবনের ঝুলন দেখিবার মত জিনিস। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের রামগোপাল, রামজীবন, রামচরণ ও রামভদ্র খাঁচৌধুরী ৺গোপীকান্ত দেবকে লইয়া রাসোৎসব বা মেলার প্রবর্তন করেন। বোধ হয় তাহার পূর্বে হিন্দুর নিয়মরক্ষা হিসাবে রাসপর্বের সমাধা হইত। যাহা হউক্, ১০।১৫ বৎসর মধ্যে ১৬৪৮ শকে তাঁহারা ৺শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তৎপরবৎসর হইতে রাজপথে রাসের শোভাযাত্রা বহির্গমনের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহারা ক্রমে বড় গোস্বামী মহাশয়দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে পুরোভাগে রাখিয়া নিজেরা তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। ক্রমে অন্য গোস্বামীরা আসিয়া যোগ দেন, এবং খাঁচৌধুরীদিগের অনুগমন করেন। পাগলা (আউলিয়া) গোস্বামীগণ ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাওয়ায়, বড় গোস্বামীদের সহিত তাঁহাদিগের প্রায় প্রতি বর্ষে লাঠালাঠি হাঙ্গামা হইত। এইরূপ

(১) ১৩৩৬ শান্তিপুর, পৃ ১৮০

এক হাঙ্গামার কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ হাঙ্গামার জন্য গোস্বামী ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের শোভাযাত্রা বন্ধ হইয়া যায়। ৺পটেশ্বরীর (রাসকালী) লোকদিগের সহিত এবং অন্যান্য কয়েক স্থলে এইরূপ হাঙ্গামা হয়। মহকুমা-হাকিম বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় এই সব গোল-যোগ বন্ধ করিয়া দেন। (১)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন (২)—

"আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা-প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাঁহার সঞ্চার॥
ন'দে শান্তিপুর হ'তে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥
কার্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবে হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥ (৩)

শান্তিপুরে এ হেন রসের খেঁড়ু লুপ্ত। বোধ হয় আমার আগমনের পূর্বে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ সময়ে সময়ে গাইতেন। 'চোরপুকুর' সংস্কারের সময় তাহা বিশেষরূপে গাত হইয়াছিল। (৪) শান্তিপুরের রাস বঙ্গবিখ্যাত। পূর্বে শান্তিপুর-সীমন্তিনীদের অন্তঃপুর-কপাট ও

(১) তন্তু ও তন্ত্রী এবং তন্তুবায়-সমাচার, ১৩৪১ আষাঢ়; বঙ্গরঙ্গ, ১৩৪২; ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ—রাসমেলা (হস্তলিখিত)

(২) আমার জীবন; যুবক, ১৩৩৭, পৃ. ১০৯

(৩) ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল : বিদ্যাসুন্দর (সুন্দরের প্রতি বিদ্যার উক্তি)

(৪) কবিবরের অযথা আক্রোশের ফলে এই সব উক্তি।

হৃদয়কপাট উভয়ই রাসের সময় খুলিয়া যাইত। তাঁহারা পালে পালে রাসদর্শনোপলক্ষে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাসপৌর্ণমাসীর শিশির-ম্লান কৌমুদীকে তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত রূপজ্যোৎস্নায় ও হাসির ঝলকে সমুজ্জ্বল করিতেন, এবং 'রসের' ছড়াছড়ি হইত। বোধ হয় সে 'রস'ও লুপ্ত, কিম্বা তাহা অনুভব করিবার আমার অবসর ও সুযোগ ঘটে নাই। (১)

"চাক্‌ফেরা গোস্বামীবাটীতে ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, চতুর্দিকে যুগ্ম গোপ-গোপীসমূহ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া একটি কাষ্ঠচক্রে ঘূর্ণন করে। অন্যান্য স্থলে ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্তি সজ্জিত দেবালয়ে দুই দিন বহু সমারোহে পূজিত হন, এবং তৃতীয় দিবস নানাবিধ পৌরাণিক ও 'নৌতুনিক' পুত্তলিকার শ্রেণীসহ নগর পরিক্রমা করে। এই উপলক্ষে সমস্ত নগরটি আনন্দে মাতিয়া উঠে। গোস্বামীদিগের বাটীতে বহু শিষ্যের সমাগম হয়, এবং দুই রাত্রি খুব নৃত্যগীত হয়। তৃতীয় দিবস ঐ নগর-পরিভ্রমণ (২) 'ভাঙ্গা রাস' দেখিতে বহু দূর হইতে লক্ষ দর্শকের সমাগম হয়। এবং এ সময়ে ওলাদেবীর যে রাস হয় তাহা সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।......

"সুবন্দোবস্তের কার্য শারদীয়া পূজার পর হইতেই আরব্ধ করা হইত। (৩) শৌচকার্য, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগী-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইত। খালের জল কেহ স্পর্শ করিতে না পারে এজন্য পুলিস মোতায়েন রাখা হইত। কেবলমাত্র গঙ্গাজলেই অবগাহন ও গঙ্গাজল-পানেরই আদেশ ছিল। রাসের তিন দিন, বিশেষত ভাঙ্গা রাসের

(১) এইরূপ অনুচিত অভিব্যক্তি কবিজনোচিত দৌর্বল্যমাত্র।

(২) প্রসেসন রোড দিয়া

(৩) ১৮৯৩-৪ খৃ

দিন, আমি প্রায় সমস্ত ক্ষণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তদারক করিতাম। পূর্বে এক বাটীর শোভাযাত্রা বাহির হইলে বহুক্ষণ পরে অন্য বাটীর শোভাযাত্রা বাহির হইত। পরম্পরায় ক্রম চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট ছিল, এবং ইহা লইয়া সময় সময় ভীষণ দাঙ্গা হইত। অনেক সময় স্বেচ্ছায় অপরকে ক্লেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে মিছিল বিলম্ব করিয়া বাহির করা হইত। আমি প্রত্যেক বাটীর মিছিল কোন্ সময়ে বাহির হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলাম, এবং প্রত্যেক রাসবাটীতে পুলিস প্রহরী স্থাপন করিলাম। প্রসেসন রোডের এক পার্শ্বে শিবির সংস্থাপন করিয়া প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত আমি সেখানে উপবিষ্ট রহিলাম। বড় গোস্বামী বাটীর মিছিল আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি উহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া ও কর্তৃপক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম, এবং কোন্ পুতুলের কি অর্থ তাহা জিজ্ঞাসা এবং উহার শিল্প-কল্পনার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কোথায়ও পৌরাণিক ইন্দ্রের সভা, রাবণের সীতাহরণ, লবকুশের রামায়ণগান ইত্যাদি বিষয়ক মূর্তি, এবং কোথায়ও বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক বিভ্রাটের প্রহসন ইত্যাদি সংক্রান্ত মূর্তি অবস্থিত ছিল। এইরূপ কৌশলে ক্রমশ সমস্ত শোভাযাত্রাই পর পর আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পুলিস পূর্বে নানা স্থানে অবস্থিত থাকিত, এ দুবার শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইয়া চলিল। শেষ শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে আমি বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিবারণব্যপদেশে অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়া যাইতাম, এবং প্রায় অর্ধরাত্রে অর্ধমৃতাবস্থায় সৈকতস্থ উদ্যানবাটিকায় (১) প্রত্যাগমন করিতাম। এ দুবার নিয়মিত ব্যয়ে সব বন্দোবস্ত ঠিকমত সম্পন্ন হইল। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পার্শ্বে যে সব দোকান বসিত

(১) ইহা ৺মহাভারত দের সম্পত্তি।

তাহার ভাড়া পূর্বে ভূম্যধিকারী কমিসনারগণ লইতেন। এ দুবার আমি উক্ত আয় মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করাইয়াছিলাম।" (১)

নবীন বাবুর উল্লিখিত 'খেঁড়ু'র প্রথা কিরূপে বন্ধ হয় তাহা লিখিত হইল। "দুর্গোৎসবের নবমীর দিন শান্তিপুরে অশ্লীল ও নিতান্ত অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। সাধারণের সমক্ষে বা প্রকাশ্য পথে এ প্রকার গান, এবং কুভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্যপ্রদর্শন ভাল নয়। ডাবরিয়া পল্লীর কতিপয় ব্যক্তি ঐরূপ গান বন্ধের জন্য মহকুমা-হাকিমের নিকট আবেদন করায়, তিনি উহা বন্ধের জন্য পুলিসের উপর আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এ বৎসর ঐরূপ গান হয় নাই। পূর্বে আইন থাকিলেও উহা ভঙ্গ হইত।" (২)

উক্ত শোভাযাত্রায় পূর্বলিখিত গোস্বামীগণ, খাঁচৌধুরী ও পটেশ্বরীর কর্তৃপক্ষগণ ব্যতীত রায়বংশীয়গণ, মঠেরা, যাদুনাথ কাঁসারী, প্রামাণিক-বংশ, মহাভারতে দে. হীরালাল সাহা, ভজহরি পোদ্দার, কালাচাঁদ পোদ্দার প্রভৃতি যোগদান করিতেন; বর্তমানেও ইঁহারা বা ইঁহাদের বংশীয়গণ, গোপসমিতি, সতীশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মীতলার রাসকালীর কর্তৃপক্ষগণ প্রভৃতি যোগদান করেন। শোভাযাত্রায় স্বর্ণরৌপ্যখচিত বিগ্রহের হাওদা, রাধিকা-রাজার হাওদা, বালক-নৃত্যের হাওদা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা (ইহার উপর নৃত্যগীত চলে), বিরাট 'থাকা' (রাজসভা), পুতুল ও মানুষ-সং, আশাশোটাধারী পাইক, নানাবিধ বাদ্য, রোশনাই প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। বড় গোস্বামীদিগের প্রাণনাথ গোস্বামী তাঁহাদের শোভাযাত্রায় প্রথমে প্রায় ৫০০ ঢাকের বন্দোবস্ত করেন, এবং পূর্বে উহাতে প্রায় ৩।৪০০

(১) ভাব সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনেক স্থলে কবির ভাষা পরিবর্তিত করিতে হইয়াছে।

(২) যুবক, ১৩০৯ আশ্বিন

সুদীর্ঘ বংশী বাজান হইত ; এখন ওরূপ বংশী নাই, ঢাকের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। রাসবাটীতে নহবৎখানা, নৃত্যগীতাদি, সাজসজ্জা, ভোজনোৎসব, পূজার্চনা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয়। ভাঙ্গা রাসের পর দিন 'ঠাকুর তোলা' উৎসবও সমারোহে সম্পন্ন হয়। দাতা শ্রীরজনীকান্ত মৈত্র মহাশয় রাসে ও দুর্গোৎসবে বহু দীনদুঃখীকে অন্ন বিতরণ করেন ; তিনি যাত্রীদের সুবিধার্থ স্বেচ্ছাসেবকেদলের সৃষ্টি করিয়াছেন। (১) এই সময়ে শান্তিপুরে অনেক প্রকৃত সাধুর আগমন হয়। সংবাদপত্রে এই রাসযাত্রার বিবরণ বাহির হয়। এ বিষয়ে অসংযত বিদ্বেষপ্রসূত একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইল।—"মহাশয়! প্রতি বৎসরই রাসের মেলায় বড় জাঁক হইয়া থাকে।...শান্তিপুর একটি বড় গ্রাম (নগর বলিলেও হানি নাই)। ইহাতে অনেক ছাঁদের লোক পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে বৈষ্ণবের ভাগই অধিক, এমন কি, শান্তিপুরকে একটি বৈষ্ণবের বড় আড্ডা অথবা আখড়া বলিলেও কেহ দোষ দিতে পারেন না। বৈষ্ণবদল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গোস্বামীরা প্রথম শ্রেণী, গ্রামের স্ত্রীমণ্ডলীর ¾ অংশ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ইতর লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই তিন শ্রেণীর কোনটিই দলে কম পুষ্ট নয়। পূর্বে তৃতীয় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্প ছিল, কিন্তু ১২৬৪ সাল অবধি চাউলের বাজার গরম হওয়াতে উক্ত শ্রেণীর বৈষ্ণবসংখ্যাও বন্যার জলের ন্যায় বাড়িতে আরম্ভ করিয়া অপর দুই শ্রেণীর সমান হইয়া উঠিয়াছে। এই পত্রে এই তিন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ধর্মের উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না। গোস্বামীদিগের ধর্মাধর্ম আমি আজি পর্যন্ত ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। স্ত্রীলোকের ধর্মের ত কথাই নাই, তাহারা

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩১৪ শ্রাবণ : শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ

দিনের মধ্যে দশবার নূতন ধর্ম কাড়ে! ঝাঁটা, শীল, নোড়া সকলই তাহাদিগের পরম দেবতা! এখন তৃতীয় শ্রেণীর সাধু(বৈষ্ণব)দিগের ধর্মের বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে উদর পূর্ণ এবং কোন দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদিগের ধর্মনিষ্ঠার কারণ।

"পূর্বে শান্তিপুরে রাসের বড়ই জাঁক ছিল। বৃদ্ধদের মুখে এ বিষয়ে এমন লম্বা লম্বা জাঁকাল গল্প শুনিতে পায় যায় যে, তাহা দুদিনেও ফুরায় না। এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা দেখিলেও বৃদ্ধদের কথার এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩।৪ বৎসর পূর্বে দেখা গিয়াছে, রাসের সময় শান্তিপুরের প্রতি গলিতে যাত্রীর কলরব, আমবাগানের প্রতি গাছে ভাতের হাঁড়ী টাঙান, এবং পুকুরের পাড়ে বিষ্ঠা ছড়ান। কিন্তু এ বৎসর কিছু কম দেখা গেল। হাজার হউক্, শান্তিপুরের যে একটি কুৎসিত জাঁক (লাম্পট্য প্রভৃতি) আছে, তাহা শীঘ্র যাইবার নয়। পুলিসেরও তন্নিবারণে ক্ষমতা নাই। ফলত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পাপীর পরিত্রাতা হওয়াতেই এইটি ঘটিয়াছে।

"প্রতি রাসবাড়ী গড় করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শান্তিপুরে গোঁসাইদের রাসের কেবল উপরে জাঁক। গোটা কতক আলো আর গোটা দুই ঢাক। কাজের বিষয় কিছুই দেখা যায় না। উপসংহারস্থলে এই মাত্র বলা উচিত যে, যদি এখানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি বাংলা বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, এবং একটি ব্রাহ্মসমাজ (১) না হইত, তাহা হইলে এতদিন শান্তিপুর শ্রীকৃষ্ণের······ অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইত।" (২)

উপরিলিখিত লাম্পট্যের কতিপয় বিবরণ উদ্ধৃত হইল। "এখানে

(১) লেখাটি হয় ত কোন ব্রাহ্মের।

(২) সোমপ্রকাশ, ৭।৯।১২৭০

কখনও কখনও তান্ত্রিক ব্যভিচার-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে একটি হইতেছে নগ্নিকা স্ত্রীলোকের পূজা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ একটি চর্মকারকন্যার (১) সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করে; মহারাজের আজ্ঞায় তাহার ধোপানাপিত বন্ধ হয়; সে বৃথা মহারাজ ও নবাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; পরে মহারাজের করুণা হয়, কিন্তু লোকের আপত্তিতে উহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াই থাকে।" (২) "এখানে দুই বৎসর পূর্বে পর্যন্ত নিকৃষ্টতম লাম্পট্যের বিধিবদ্ধ প্রথা দৃষ্ট হইত,—তাহা প্যারিস রাজকীয় ভবনে বা ভার্সেইতে অনুষ্ঠিত ব্যাপারকেও অতিক্রম করিত।" (৩) এই সব ঘটনা তদানীন্তন বঙ্গীয় (তথা ভারতীয়) হিন্দুর মসীলিপ্ত সামাজিক জীবনের অংশ মাত্র।

কার্তিকী পূর্ণিমাতে এই রাসোৎসব হয়। এই মেলা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ, এমন কি, মণিপুর হইতেও বহু লোক আগমন করিয়া থাকে। সাধারণত ৩০-৫০ সহস্র লোকের সমাগম হয়, এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদির খরিদবিক্রয় হয়। (৪) এখন বড় রেল হওয়াতে যাত্রীদের আগমনের সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইতে নবদ্বীপের পট-পূর্ণিমার নিমজ্জন শান্তিপুরের ভাঙ্গারাসের দর্শনার্থীগণকে আকর্ষণ করায়, শান্তিপুরের যাত্রীসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

"বড় গোস্বামী প্রভুদিগের কীর্তি চমৎকার,
নামটি যেমন কামেও তেমন কারচুপি নাই তার।

(১) 'চর্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।'—রুদ্রযামল তন্ত্র

(২) The Cal. Review, Vol. 6, 1846—Long : The Banks of the Bhagirathi

(৩) The Friend of India, 24. 4. 1845

(৪) নদীয়া-কাহিনী (পৃ ২৫৬); Nadia Dt. Gazetteer

এঁদের নিয়েই রাসযাত্রা রাষ্ট্র জগৎময়.
কাণ্ডখানা দেখ্‌লে প্রাণে ধন্দ লেগে যায়।
পাহাড় প্রমাণ নবৎখানা স্থষ্টিখানা জোড়া,
আকাশে তার ঠেক্‌ছে মাথা পাতালেতে গোড়া।
দুর্জয় সে সামিয়ানা মাঠময়দানে ঘেরা,
ঝাড় লণ্ঠন বেল ফানুসে দেখ্‌তে মনোহরা।
দু দশ হাজার লোক যে তাহার থাকতে পারে তলে,
ধন্য ধন্য গোঁসাইজীদের কীর্তি ভূমণ্ডলে।
রাসের ক'দিন নবীন প্রবীণ এঁরা সর্বজনে,
অন্নদানে অতিথিগণে দর্শকে আহ্বানে।

* * * * *

বারোয়ারী পটেশ্বরী সহর শান্তিপুরে,
এক মাত্র (১) পটপ্রতিমা হয় যে আড়ম্বরে।
ননীবাবু যে বার কাবু হয়েন পেসার করে,
মেরে তলওয়ার করে ওয়ার বিষম রাগের ভরে।
জনেক গেল যমসদনে পেসা আগুমানে,
সেবার পূজোর পাঁচ শো রগড় ষোড়শ উপাদানে। (২)

* * * * *

ফেল হইলেন তারণ বাবু (৩) হায় কপালের ফেরে,
জলের মত আর কে খরচ করে তেমন ক'রে।" (৪)

(১) রাসের সময় এখন আর দুইখানি ৺কালীমাতার পটপ্রতিমা হয়। (২) নিম্নে 'হরিমোহন প্রামাণিক' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(৩) নিম্নলিখিত তারিণীচরণ প্রামাণিক (৪) মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ ('ইয়ং বেঙ্গল বক্তাবাগীশ')—শান্তিপুরে রাসলীলা

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ৺শ্যামাচরণ লাহুরী বাং ১২৯৯ সাল হইতে ৩।৪ বৎসর শান্তিপুরে চৈত্র মাসে ঘোড়ালে হইতে আনীত বলরামের মূর্তি সহ সরস্বতী বৈষ্ণবীর বাটীতে রাস করেন। (১)

৺শ্যামচাঁদের মন্দির

স্বর্গীয় রামগোপাল খাঁচৌধুরীরা চারি ভ্রাতা ১৬৪৬ শকে ৺রাধা-শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৬৪৮ শকে ৺শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ; মন্দিরফলকে লিখিত আছে—

শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য
মন্দিরং পূর্ণতামিয়াৎ
বসুবেদর্তু শুভ্রাংশু-
সংখ্যয়া গণিতে শকে।

বঙ্গদেশে ইষ্টকরচিত মন্দিরের মধ্যে ইহা বৃহত্তম ; ইহার গঠন-সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। ইহার বহির্ভাগ দ্বিতলসমন্বিত, সম্মুখভাগ সুন্দর কারুকার্যখচিত, এবং ইহার সুউচ্চ চূড়াদেশে ত্রিশূল ও ধাতুনির্মিত কতিপয় পতাকা শোভা পাইতেছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কাশীকাঞ্চীদ্রাবিড়মথুরা, 'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ' প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহূত হন, এবং প্রায় ৮।৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। মন্দিরনির্মাণে দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। (২) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (৩) সভার শোভা বর্ধন করেন। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি

(১) তন্ত্র ও তন্ত্রী, ১৩৩৩ বৈশাখ : শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণোৎসব

(২) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer

(৩) কিন্তু দৃষ্ট হয় যে ইনি ১৭২৮ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রাজগদী লাভ করেন।—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ৪১, ২৯৫)



৺শ্যামচাঁদের মন্দির



কোতওয়ালার মসজিদ

২৫,০০০৲, ৫০,০০০৲, ৭৫,০০০৲ এইরূপে ক্রমশ বর্ধিত লক্ষ টাকা গ্রহণে এই সভায় আগমন করিতে সম্মত হন। রামগোপাল জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নামেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা আরোপিত হইয়া থাকে।

মণিময় ৺শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামে এবং স্বর্ণময়ী রাধিকা মূর্তিকে গুরু রাধাবল্লভ গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতির (উড়িয়া গোস্বামীগণের আদি পুরুষ) নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় দেশদেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আগমন করেন। তন্মধ্যে গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠের শ্রীপাদ সোমকানন্দ পণ্ডিত-মণ্ডলীসহ উপস্থিত থাকেন, এবং ইঁহাদের সঙ্গে আগত নীলমণি ভট্টাচার্য কৌশলে খাঁচৌধুরীদের ভ্রম (নিজেদের নামে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার) বুঝাইয়া পূর্বলিখিতমত গুরুর নামে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করান। বিগ্রহের পাদ-পদ্মাসনে উক্ত চারি ভ্রাতার নাম খোদিত আছে। ইঁহার সেবার জন্য লক্ষাধিক টাকার ভূসম্পত্তি দেবোত্তররূপে রক্ষিত হয়। (১)

কেহ কেহ বলেন যে উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই খাঁদিগকে 'চৌধুরী' উপাধি দান করেন, এবং মহারাজ দুই লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন (২); কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে এই উপাধি নবাবপ্রদত্ত (৩)। উড়িষ্যার রাজার সহিত যখন মুর্শিদাবাদের নবাবের যুদ্ধ হয়, তখন যাত্রাপথে ইঁহার

---

(১) যুবক, ১৩২৩ শ্রাবণ, ১৩২৪ বৈশাখ

(২) শান্তিপুর-স্মৃতি, পৃ ১০৪; যুবক, ১৩২৪ বৈশাখ: হরিচরণ দের কবিতা—শান্তিপুরে শ্যামচাঁদ (শ্রীকালাচাঁদ দালালের 'শ্রীঅদ্বৈতের পাট শান্তিপুর-ধাম' পুস্তকে উদ্ধৃত)

(৩) তন্তু ও তন্ত্রী এবং তন্তুবায়-সমাচার, ১৩৪১ আষাঢ়; বঙ্গরত্ন, ১৩৪২

সৈন্যবাহিনী অষ্টাদশ দিবস বর্ষা প্রভৃতি নানা কারণে শান্তিপুরের চরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে সময় রামগোপালের পিতামহ যাবতীয় রসদ সরবরাহ করেন, এবং তিনি অর্থগ্রহণে অসম্মত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। সেই সময় হইতে দুইটি বংশ হয়—খাঁ ও খাঁচৌধুরী ; এখন কেবল খাঁবংশ বর্তমান আছেন। এই শ্যামচাঁদ বিগ্রহ রাসে বাহির হন না ; মাত্র দোলের সময় ইঁহাকে সমারোহ এবং 'লাল মেরে লাল মেরে কানাইয়া হো' রবের সহিত গুরুবংশীয় উড়িষ্যা-গোস্বামীগণের প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয় ; এবং ইনি যাইলেই অন্যান্য সমাগত বিগ্রহের সহিত ইঁহাকেও 'ডালি' প্রদান সম্পন্ন হয়। ৺শ্যামচাঁদের মন্দির-সংস্কারে স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বিদ্যান্তের এবং নাটমন্দির ('শান্তিমণ্ডপ') নির্মাণে শ্রীভগবতীচরণ দাস, এম-এর সাহায্য উল্লেখযোগ্য। বিগ্রহের ভূতপূর্ব পূজারী ছিলেন ৺কৃষ্ণকান্ত স্মৃতিরত্ন।

পূর্বলিখিত রামজীবন ৺কালাচাঁদ, রামচরণ পূর্বলিখিত ৺গোপীকান্ত, রামভদ্র ৺কৃষ্ণরায়, এবং তাঁহাদের চারি ভ্রাতার পত্নীগণ পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ শ্রীমতী সহ প্রতিষ্ঠা করেন। (১) ইঁহাদের ৺রাধাকান্ত বিগ্রহ পারিবারিক বসতবাটী হইতে আনীত হইয়া ৺রাধাশ্যামচাঁদের মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছেন। মতান্তরে, শ্রীমন্ত খাঁর পুত্র রঘুনাথ ৺গোপাল রায়, কৃষ্ণবল্লভ ৺গোপীকান্ত ও ধনশালী বিশ্বেশ্বর ৺রাধামোহন ও ৺কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। (২) খাঁচৌধুরীরা মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন পুরীর পথে ১০৮টি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন ; রাঢ়ের কতিপয় স্থানে কতিপয় পুষ্করিণী 'খাঁদের পুকুর' বলিয়া বর্ণিত হয়। (৩) ইঁহারা দীঘ্‌নগরের সন্নিকটে দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করেন ; এই

(১) যুবক, ১৩২৪ বৈশাখ (২) শান্তিপুর-স্মৃতি, পৃ ১০৪
(৩) শ্রীঅদ্বৈতের পাট শান্তিপুর-ধাম, পৃ ১৭

উপলক্ষে বাহির হইতে বহু পণ্ডিত আসেন, এবং ইঁহারা 'জাতে উঠেন' বলিয়া জনশ্রুতি (এই কথা বিদ্বেষমূলক বলিয়া সন্দেহ হয়)। ইঁহারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ (তন্তুবায়) শ্রীঅদ্বৈতের সেবক হইয়া শ্রীহট্ট হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

"শান্তিপুরবাসী যত তন্তুবায়গণ।
আইলা প্রভুগৃহে করিতে কীর্তন॥
এমনি মধুরভাবে করিলা কীর্তন।
শুনিয়া ভকতগণ ভাবে অচেতন॥" (১)

এ ঘটনা চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর হয়; শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের জন্মোৎসবেও এরূপ ঘটনা হয়। যাহা হউক্, গোবিন্দের বিবাহাদি করণকারণ জাঙ্গীপুরেই (দীঘ্‌নগরের নিকটস্থ) হয়। ৺শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাকালে ইঁহারা বিদ্যান্তপুরের 'বিদ্যান্ত'গণ, নবাবপুরের 'বঙ্গ'গণ ও পূর্ববঙ্গের মৌদ্গল্যগোত্রীয় সাহাগণ (তন্তুবায়) প্রভৃতি কুটুম্বগণকে আনয়ন করেন; এবং শান্তিপুরের সেন কাষ্ঠ প্রভৃতি তন্তুবায়গণও এই কার্যে উপস্থিত থাকেন। মাত্র কয়েক ঘর তন্তুবায় পৃথক্ থাকেন। সম্প্রতি ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়াছেন। গোবিন্দের বংশধরেরা পরে কুঠীরপাড়ায় বাস করেন। গোবিন্দের পুত্র গৌরী ব্যবসায়ে অর্থবান্ হইয়া 'ভাগ্যবন্ত' উপাধি পান। গৌরীপুত্র পূর্বলিখিত শ্রীমন্ত নবাব সরকারে ঋণ দান করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার 'খাঁ' উপাধি লাভ হয়। খাঁচৌধুরীরা নিমন্ত্রণে দ্বিগুণ বিদায় পাইতেন; শান্তিপুরের মনোহর পাল 'চৌধুরী' উপাধি লাভের জন্য মাতৃশ্রাদ্ধের সমাজ-আহ্বানে খাঁ-চৌধুরীদের আমন্ত্রণ করিয়া উক্তরূপ বিদায় দেন। এই বংশের এখন

(১) নরহরি দাস—চৈতন্যমঙ্গল

হীনাবস্থা। শ্রীরাধারমণ খাঁ, এম্‌-এস্‌সি, 'শান্তিপুর', 'তন্তু ও তন্ত্রী' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লিখিতেন; ইঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি—৺নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক (তন্তু ও তন্ত্রী, ১৩৩৩ কার্তিক)। এই বংশের সত্যচরণ খাঁর সখের পাঁচালীর দল ছিল; ইনি শান্তিপুরে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর শেষ গায়ক ও প্রচারক—ইঁহার পূর্ববর্তীগণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (পেশাদার, ব্রহ্মশাসনের) ও বামাচরণ প্রামাণিক (সখের, বয়রার); সত্যচরণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন; ইঁহাকে ৯।৯। ১৩৩৬ তারিখে ভাটপাড়ার শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ৺কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি কর্তৃক 'ভক্তিসাগর' উপাধি প্রদত্ত হয়:—'দাস শ্রীসত্যচরণো হরিভক্তিপ্রকাশনাৎ । মুগ্ধৈরস্মাভিরাহূতো ভক্তিসাগরসংজ্ঞয়া ॥' —পঞ্চতীর্থোপাধিক শ্রীনৃত্যগোপাল দেবশর্মভিঃ। (নৃত্যগোপাল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে কোচবিহারে গমন করেন।)

কবি হরিমোহন প্রামাণিক (১)

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ এই মহাজনকে কিরূপ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা লিখিত হইয়াছে (পৃ ৬৩-৪)। কেশবচন্দ্রের শান্তিপুরাগমন-সময়ে (পৃ ১৩-৪) তাঁহার সঙ্গী ৺গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়কে (২) হরিমোহন বলেন যে, তিনি শঙ্করাচার্যের মত গ্রাহ্য করেন এবং মুসলমানেরা যে 'আন্‌ অল হক্‌' বলেন তাহাতে শঙ্করের মত সমর্থিত হয়। তিনি উপাধ্যায় মহাশয়কে 'সর্বসংবাদিনী', 'প্রমেয়-রত্নাবলী' ও 'বেদান্তস্যমন্তক' নামে

(১) এই প্রবন্ধের উপাদান পূর্বলিখিত 'শান্তিপুর-রত্ন' গ্রন্থ হইতে কতকাংশে গৃহীত।

(২) ইনি শান্তিপুরে দুইবার আগমন করেন।

তিনখানি গ্রন্থ প্রদান করেন; উপাধ্যায় মহাশয় প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেন (কিয়দংশ 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত)। (১) হরিমোহনের ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না; ব্রাহ্মসভায় (এবং হরিভক্তিপ্রদায়িনী, আর্যধর্মরক্ষিণী প্রভৃতি সভায়ও) নিমন্ত্রিত হইলে তিনি নিজ বক্তব্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি উপবীতত্যাগী, এমন কি, বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মকেও (পূর্বলিখিত রাধিকাপ্রসাদ মৈত্র ও প্রাণনাথ মল্লিক প্রভৃতিকে) প্রণাম করিতেন।

হরিমোহন হরিনাম ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীত বা কীর্তন রচনা করিতে পারিতেন, এবং নিজে গীতবাদ্যে কৃতী ছিলেন। তিনি ভক্ত গায়কগণের নিকট শ্রবণ করিয়া বা লিখিয়া লইয়া কীর্তন শিখিতেন। তিনি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষত খোল ও পাখোয়াজ, বাজাইতে পারিতেন। এ বিষয়ে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও মাধবচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শান্তিপুরের খোলবাদক মথুরানাথ প্রামাণিক ও কীর্তনীয়া কাঙ্গালীচরণ দাস বাবাজী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি ধনী হইয়াও নগরকীর্তনে বাহির হইতেন, এবং 'ধূলোটের' সময় প্রসাদান্ন কুড়াইয়া খাইতেন। তিনি মহাজনীপদে মহড়া (মোহারা) ও মিল বাঁধিয়া নগরকীর্তনের আকারে পরিণত করিয়া লইতেন। তৎকৃত মাথুর পদের একটি মহড়ার দৃষ্টান্ত—

আজ কুঞ্জ কি আনন্দময়!
বুঝি তৃষিত চাতকীর ভাগ্যে
জলধর হইলেন উদয়!
শুকসারীগণ, সুখে করে গান,
আজ বৃন্দাবন সুখময়;—

(১) যুবক, ১৩৩৬ আশ্বিন, পৃ. ৬০-১

আমার পরাণ বঁধুয়া আজ পেলাম গো,
জুড়াল হৃদয় !

তাঁহার ঠাকুরবাটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এক প্রহর দেড় প্রহর পর্যন্ত কীর্তন হইত। তিনিও কীর্তনীয়াদের সহিত গান করিতেন। তিনি ও আর সকলে নিরাসনে বসিতেন। রাস ও ঝুলনোপলক্ষে কতিপয় দিবস মধুসূদন দাস দে, কৈলাসচন্দ্র সরকার প্রভৃতির কীর্তন হইত। বিদায়-দিনে হরিমোহন কৈলাসচন্দ্রকে জামা গায়ে দিয়া কীর্তন করিতে নিষেধ করেন। শিবনাথ প্রামাণিক প্রধান কীর্তনীয়া ছিলেন। তাঁহার সুদৃশ্য ঠাকুরবাটীতে নহবৎ ছিল, বত্রিশ যন্ত্রে বাদ্য হইত, সায়াহ্নে মহা আরতি হইত, এবং মধ্যাহ্নে ভোগ ও সাধুসেবা হইত। তিনি ফরিদপুরবাসী অদ্বৈতসন্তান রাসমোহন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই মালা ও তিলক ধারণ এবং বৈষ্ণবীয় ব্রত পালন করিতেন। সিরাজগঞ্জ ভাঙ্গাবাড়ী-নিবাসী ৺গুরুপ্রসাদ সেন তাঁহার পদগ্রন্থে (১) হরিমোহনের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

শান্তিপুর নিবসতি শ্রীহরিমোহন,—
আখ্যা যাঁর প্রামাণিক আছে ত ঘোষণ॥
ভকতি-শাস্ত্রের তেঁহ পণ্ডিত ভাল,
দরশ না পানু মুই ভকতি কাঙ্গাল।
... ...
তাঁহাদের পদে মোর বহুত প্রণতি।

হরিমোহন সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। সেকালে শূদ্রের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বটে। কলিকাতা বেনিয়াটোলা হইতে ৺নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ১।৬।১২৭৮ তারিখে তাঁহাকে যে পত্র লিখেন

(১) পদচিন্তামণিমালা

তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণব পণ্ডিতমহলে কত উচ্চ স্থান ছিল জানা যায়,—"কল্য সংক্রান্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লেখাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে; তুমি যত শীঘ্র পার, গোস্বামি-ভট্টাচার্যের টিপ্পনী ও যে যে টীকা পাওয়া যায় তৎসমুদয় এবং গোস্বামি-গ্রন্থের তালিকা পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশ্রী৺গ্রন্থ লেখা তোমার অপেক্ষায় বন্ধ রহিল। ঐ সকল টীকা টিপ্পনী না হইলে কিরূপে লেখাই? এক গ্রন্থেই সব টীকা লেখাইতেছি। তোমার সেই জিন্দ্ ভাষার ব্যাকরণ অদ্যাপি পাই নাই; উহার জন্য পুনর্বার লিখিলাম। শুভার্থিনঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামিনঃ।"

একবার একাদশী পূর্বাহ্নে কি পরাহ্নে এই লইয়া শান্তিপুরে মতভেদ হয়। ব্যবস্থাপকেরা 'পর দিন' মত করায় অনেকেই পূর্ব দিন আহার করে। হরিমোহন তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষাগুরু (১) ও চিকিৎসক কালিদাস সেন বৈদ্যরত্নকে বচনসমেত পূর্ব দিবসের পক্ষে মত দিয়া বড় গোস্বামীদের ৺গোরাচাঁদ গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি 'বৈষ্ণবীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে হরিবাবুর মতই অনুসরণীয়' এই কথা বলায়, যাঁহারা আহার করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা নাকি ঐ সময় আশীর্বাদস্থলে বলেন, 'তোমার গলায় পৈতা পরাইয়া দিতে ইচ্ছা করে।' [হ]রিবাবু নিজে 'উত্তম কল্প' একাদশীই করিতেন। একদা তাঁহার বাটীতে একাদশীর দিন ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, "আমি উত্তম কল্প করি" (অর্থাৎ লুচি ইত্যাদি খাই; ইহার অর্থ যে উপবাস [তাহা ব্রাহ্ম]ণ জানিতেন না); শেষে অনেক বেলা হইয়া যাওয়ায় ব্যাপার বুঝিতে [পা]রিয়া ব্রাহ্মণ বলেন, "না, না, আমি অধম (অনু-) কল্পই করি।"

(১) শূদ্রের চতুষ্পাঠীতে পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। বহুকাল পরে কালু ভট্টাচার্য জনৈক শূদ্র অধ্যাপককে সংস্কৃত শিক্ষা দেন।—যুবক, ১৩১৫ চৈত্র

একবার 'রাখাপণী' ব্যবস্থা লইয়া দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় কমললোচন রায় সাহেব ও রাজসভাপণ্ডিত কিশোরীমোহন শিরোমণির সহিত হরিমোহনের পরিচয় হয়। তাঁহারা পরে নবদ্বীপে আসেন, এবং তথা হইতে কালনায় গমন করিয়া হরিমোহনকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইনি গমন করিলে ইঁহার সহিত তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনা হয়। ইঁহার প্রস্তাবে শান্তিপুরের ৺মদনগোপালের মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধূলোট উৎসবের জন্য তাঁহারা প্রচুর অর্থের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বহু দিন উক্ত সাহায্য করেন।

বাং ১২৮০ সালে হরিমোহন রথপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাকুড়-রাজবাটীতে (সেখানে চাকরী করিতেন) নিমন্ত্রিত হন। তিনি সেখানে ব্রাহ্মণ ও নারায়ণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যান; কারণ তিনি অন্যের অন্ন খাইতেন না। তত্রাগত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী একটি শাস্ত্রীয় মীমাংসায় অসমর্থ হওয়ায়, হরিমোহন তাহার সদুত্তর দেন।

একবার বৃন্দাবন হইতে জয়পুর মহারাজের সভাস্থ জনৈক শৈব কর্তৃক বৈষ্ণবদের পরাজয় সম্ভাবনায় স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হরিমোহনকে আহ্বান করেন; দুঃখের বিষয়, তিনি সেবার বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই। তিনি একবার যৌবনে আমন্ত্রিত হইয়া স্যর রাধাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সামান্য বেশ ছিল, এবং তিনি প্রথমে নিজ পরিচয় দেন নাই। পরে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার আলাপে স্যর রাধাকান্ত সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি শান্তিপুরের হরিমোহন বাবু?" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত হরিমোহনের পত্রব্যবহার চলিত।

হরিমোহন নিরামিষাশী ছিলেন, যানারোহণ করিতেন না, এমন কি,

পিরাণাদি পর্যন্ত ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার ধর্মভাব ও দানপ্রবৃত্তির জন্য বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। একবার গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৪০০৲ টাকা মাহিনার চাকরীর সংবাদ শুনিয়া তিনি 'কুঞ্জভঙ্গ গান শেষ হইলে যাইব' বলায়, অন্যে তাহা পায়। একবার ৺শ্রীধর বিগ্রহ অপহৃত হওয়ায়, তিনি দুই দিন উহা না পাওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকেন। আর একবার জন্মাষ্টমীর দিন উপবাস করিয়া বাহিরে জপতপ করিবার সময় বৃষ্টি পড়িতে থাকে, কিন্তু তিনি উঠেন না। ইতিপূর্বে কয়েক দিন গুরুতর পরিশ্রম ও আহারনিদ্রার অনিয়ম হইয়াছিল। সুতরাং তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, তবু 'উত্তম কল্প' একাদশীই করেন। ফলে, ৬।৫।১২৮০ তারিখে দ্বাদশীর দিন তিনি সজ্ঞানে তনুত্যাগ করেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে হরিমোহন বৈষয়িক ব্যাপারে বিব্রত হইয়া পড়েন, তথাপি নির্লিপ্তভাবে দৈনন্দিন কার্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করেন। প্রাতে ধর্মচিন্তা, এগারটা পর্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, স্নানানন্তর দুই ঘণ্টা পূজাহ্নিক, বৈকালে অধ্যয়ন, সন্ধ্যায় গৃহদেবতার মন্দিরে নামগান ও সঙ্কীর্তন, রাত্রি নয়টা হইতে এগারটা পর্যন্ত অধ্যয়ন—এই ছিল তাঁহার কার্যের তালিকা। অতিরিক্ত অধ্যয়নে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শত্রু ছিল না; তিনি আদর্শচরিত্র ছিলেন।

হরিমোহন স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেন; দুইটি সফল স্বপ্নের ও দুইটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় অন্যত্র (১) লিখিত আছে। তাঁহার বাক্যনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল। একবার নবদ্বীপের নিকট হরিমোহনের জমিদারীভুক্ত সাতকুলচর বিক্রয়োপলক্ষে ইনি ভালুকাগ্রামের সিংহ উপাধিধারী এক ভদ্রলোককে প্রতিশ্রুতি দেন। তৎপরে ইঁহার প্রতিবেশী

(১) শান্তিপুর-রত্ন

প্রসিদ্ধ উকীল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধিক অর্থের লোভ ও নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইঁহার নিকট হইতে উক্ত জমিদারী ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া ইঁহাকে 'নির্বংশ' হইবার অভিশাপ দেন। ইনি সহাস্যে উত্তর দেন, "বৈষ্ণবের বংশ থাকা অপরাধের চিহ্ন, নির্বংশ হওয়াই পুণ্যের পরিচয়।"

হরিমোহন ৫।৯।১২১৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' গ্রন্থে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে সূত্রধারের মুখে একটি শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। তার পরই 'তস্য মহোদয়স্য অভ্যুদয়ার্থম্' নারায়ণস্তোত্র লিখিত হইয়া উক্ত গ্রন্থের শেষ হইয়াছে। এ অংশটি ৺রামনাথ ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়) তর্করত্ন দ্বারা লিখিত।

ধাত্রী ধাত্রী স্বয়মপি কিমুৎপত্তিকালেঽস্য জাতে-
ত্যানন্দেনাদ্ভুতহরিহরিধ্বনিমগ্নঃ পুরেঽভূৎ।
তস্মাহাত্ম্যাদিব হরিকথাকৃষ্টজন্মতো য-
স্তস্যৈবেয়ং কৃতিরপি হরের্দাস ইত্যাদৃতস্য ॥ (১)

[টীকা—বৃত্তান্ত এই, গ্রন্থকর্তার জন্মসময়ে কোন ধাত্রী উপস্থিত ছিল না; ইনি অনায়াসেই স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হন। ইহাতে অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই হঠাৎ আনন্দধ্বনি করাতে ইঁহার পিতা তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পুত্রসন্তান হইয়াছে। অতএব সন্তান জন্মাইবার পূর্বে পিতার অন্তঃকরণে যেরূপ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা কিছুমাত্র না হওয়াতে তিনি হর্ষপূর্বক হরিধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে সকলে মিলিত হইয়া হরিধ্বনি করিয়াছিল, এবং তদনুসারে ইঁহার নামও রক্ষিত হইয়াছিল। জন্মকালে উলূলুধ্বনি ব্যতীত হরিধ্বনি হওয়ার কখনই সম্ভাবনা নাই। অতএব ইঁহার জন্মকালে যে হরিধ্বনি

(১) উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৯১

হইয়াছিল ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার বটে।·····মূলস্থ 'অপি' শব্দটি অমুক্তসমুচ্চয়ার্থে প্রয়োজিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা ইহা জানাইতেছে যে সংস্কৃত 'কোকিলদূত'খানিও ইঁহার প্রণীত। এতদ্ভিন্ন শব্দ, অলঙ্কার, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছেন। এবং ইনি সম্প্রতি 'কবিসময় নিরূপণ' (যাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের বর্তমান সময় নিরূপিত হইয়াছে) নামক গ্রন্থও প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।] হরিমোহন রাধামাধবের সপ্তম পুত্র। (১)

হরিমোহনের প্রণীত গ্রন্থ—কোকিলদূতং (কাব্য); কমলাকরুণা-বিলাসো নাম শুভাঙ্কঃ (নাটক); ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ; An Address to Young Bengal (আর্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-সংস্থাপক অমুদ্রিত প্রবন্ধ)।

১৮৭১ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হরিমোহন নিজকৃত গ্রন্থতালিকা এইরূপ লিখেন।—

In Sanskrit

1. A Dramatic Poem founded upon the Subject of an Episode of the Puran and written also with reference to the late famine, containing some moral precepts as regards the acquisition and the proper use of wealth

In Vernacular

2. A Sanskrit Dissertation of Rhetoric translated for the first time

3. A Chronological Biography with critical remarks of some eminent Indian poets

(১) যুবক, ১৩১৫ চৈত্র

4. A Philosophical Work with a brief synopsis showing the coincidence existing in some points between the Eastern and the Western tenets of Philosophies

5. An Alphabetical Lexicon showing the different modes in which Sanskrit words may be written

6. A new Guide for learning easily the Rules for distinguishing the Numbers and Genders of certain Sanskrit words

7. A Comparative Grammar (Incomplete)

8. The Common Source of Religion (Incomplete) (১)

এতদ্ব্যতীত হরিমোহন 'ইউরোপীয় বর্তমান ও প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত-মূলক' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এক বিস্তৃত গ্রন্থের সূত্রপাত করেন। তৎপুত্র হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির তেজস্বী কমিশনার স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক, এম্-এ (প্রথম শ্রেণী), বি-এল, লিখিতেছেন, "গ্রন্থকারের রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে; সেগুলিও ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত করিবার বাসনা আছে। ঐ সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'কবিকল্পলতাকুসুম' নামক অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ, 'দ্বিরূপকোষ ও উপসর্গার্থনির্ণয়', 'তত্ত্বসংগ্রহ,' 'বচনের নিয়ম' ও 'লিঙ্গার্থ সংগ্রহ', এবং ইংরাজী ভাষায় 'The Common Source of Religion' বহুমূল্য বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার যে 'A Comparative Grammar' নামক পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।" (২)

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিরূপণ (যশোদানন্দন প্রামাণিক কৃত ১৩০২ সালের সংস্করণ); যুবক, ১৩৩৭, পৃ ৫৯-৬০ : সাধু হরিমোহন প্রামাণিক (শান্তিপুর-রত্ন)

(২) 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' গ্রন্থের প্রকাশকরূপে নিবেদন

কোকিলদূতং' ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে রচিত হয়, এবং ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের স্বর্গীয় হরলাল মৈত্র মহাশয়ের 'কাব্যপ্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

সিন্ধুস্বর্গাশ্বশুভ্রাংশৌ শকে দেবপ্রসাদতঃ।
বসন্তদূতদূতাখ্যং জাতং কাব্যামৃতং গবি॥

ইহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ—

বৃন্দাবৃন্দমকরন্দবিন্দুনিচয়স্যন্দেন সন্দীপিতাদ্
গন্ধাদ্যস্য সনন্দনাদিরমৃতানন্দেঽপি মন্দাদরঃ।
মোক্ষানন্দথূনিন্দি সেবনসুখস্বাচ্ছন্দসন্দোহদং
তদ্বন্দেঽহি নন্দনন্দনপদদ্বন্দারবিন্দংমুহুঃ॥

এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোক—

বৃন্দারণ্যান্মধুপুরমিতে মাধবে তস্য পশ্চা-
দায়াস্যামি ত্বরিতমিতিবাগ্বীজসম্ভূতমেকং।
আশাবৃক্ষং নয়নসলিলৈঃ সিঞ্চতী বর্ধয়ন্তী
রাধা বাধাবিবশহৃদয়া যাপয়ামাস মাসান্।

যশোদাবাবু লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত কোকিলদূত-প্রণেতার নাম সর্বশেষে উল্লেখ করিলাম। যদিও কাব্যাদি রচনা বিষয়ে ইঁহার যথোচিত যত্ন থাকা দেখিয়া অনেকেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি কি ইনি কবি নামের যোগ্য হইতে পারেন? 'দ্যুতিমাত্রেণ খদ্যোতঃ কিং খদ্যোতসমো ভবেৎ।' যদিও এই কাব্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার, সোমপ্রকাশ পত্রের, এডুকেশন গেজেটের এবং রহস্যসন্দর্ভের সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সহৃদয় মহোদয়গণ কর্তৃক সমালোচিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছে বটে, তথাপি ইহার দোষগুণের বিচার চারু-দৃগ্ ব্যক্তিদিগের প্রতি থাকিল।" (১)

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ (যশোদানন্দন-কৃত সংস্করণ)

এই গ্রন্থে ২৫২ পৃষ্ঠা আছে এবং ইহা বিতরণের জন্য মুদ্রিত হয়। ইহা বাহুত পূর্বলিখিত কালিদাস সেনের সংস্কৃত টীকা এবং কবির জ্যেষ্ঠতাত-পৌত্র পূর্বলিখিত দীনদয়াল প্রামাণিকের বাংলা টীকাসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। "বস্তুত এই দুই টীকা হরিমোহনেরই।" (১) ইহার প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ইহা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক 'সমালোচিত' হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় সংস্কৃতের অনাদরের জন্য দুঃখ-প্রকাশ, উহার গুণকীর্তন এবং পণ্ডিতদিগকে উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহাতে শ্লেষার্থ দ্বারা দর্শনশাস্ত্রের অর্থ ও জ্ঞানপ্রদ বিবিধ গুরুতর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষের শেষে সাকার ও নিরাকারবাদিগণের মতের মীমাংসা করিয়া এক বিশুদ্ধ উদার অসাম্প্রদায়িক মতের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে বনোয়ারীলাল রায় প্রণীত বাংলা ভাষায় 'কোকিলদূত' নামক একখানি কবিতাগ্রন্থ আছে। "দ্বাদশ শতাব্দীতে ধোয়ী পবনদূত, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেদান্তদেশিক মেঘদূতের অনুকরণে হংসসন্দেশ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রূপ গোস্বামী হংসদূত এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম পদাঙ্কদূত (২) রচনা করেন। রূপ গোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত এবং কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের পদাঙ্কদূত মেঘদূতের অনুকরণে রচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্য। কোকিলদূতও ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ।" (৩) সম্প্রতি শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'হংসদূত' লিখিয়াছেন।

১৮৬৫-৭১ খৃসটাব্দের মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ',

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ (যশোদানন্দন-কৃত সংস্করণ)

(২) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮, পৃঃ ১৪০৬ (৩) জাহ্নবীচরণ ভৌমিক—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৬১-২, ২৫০

'কমলাকরুণাবিলাসঃ' প্রভৃতির সূত্রপাত হয়। হরিমোহনের মৃত্যুর পরে যশোদানন্দন বাবু বাং ১৩০২ সালে প্রথমোক্ত গ্রন্থ (১২৭৩ সালে প্রণীত) ও ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় গ্রন্থ (দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথ রায়ের নামে উৎসর্গীকৃত) প্রকাশিত করেন। প্রথম গ্রন্থে প্রায় ১৩৬ (১) জন কবির বিবরণ আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ নূতন প্রকৃতির নাটক এবং গভীর দর্শনজ্ঞান, ধর্মভাব, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। (২)

'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ' গ্রন্থখানি স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ও রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক এবং কলিকাতা গেজেট (৩), এডুকেশন গেজেট, বেঙ্গলী (৪), বঙ্গবাসী, সময় (৫), 'পুরোহিত ও অনুশীলন' প্রভৃতি পত্রে প্রশংসিত হয়।

'কমলাকরুণাবিলাসঃ' গ্রন্থের প্রণয়নে পূর্বলিখিত রামনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের যেরূপ সাহচর্য ছিল তাহা উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—"শান্তিপুরের প্রধান স্মার্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের উৎসাহক্রমেই এই নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে; এজন্য তাঁহাকে ইহার দ্বিতীয় রচনাকর্তা বোধ করিয়াই আমি এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে সর্বত্রই 'আমি' এই শব্দের স্থলে 'আমরা' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি; অতএব তাঁহার যত্নের কথা অধিক লেখা বাহুল্য।" এই গ্রন্থের 'নান্দী' রামনাথ তর্করত্ন কর্তৃক রচিত—

যা ক্লিষ্টমালোক্য পতিং নিরন্নং,
ত্যক্ত্বাষ্টহস্তান্ দ্বিভুজান্নপূর্ণা।
সা বিশ্বমালোক্য নিরন্ননষ্টং
দুর্ভিক্ষনাশে ভবতু প্রসন্না॥

(১) ১৬১ (?)—সময়, ৩০।১।১৩০৩ (২) সাহিত্য-পঞ্জিকা, ১৩২২ (পৃঃ ২৫) (৩) ১৭।৬।১৮৯৬ (৪) ২৮।১২।১৮৯৫ (৫) ৩০।১।১৩০৩

হরিমোহন এই শ্লোকের টীকায় তর্করত্ন মহাশয়কে 'বালকবি' বলিয়া লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা (শেষ) পর্যন্তও ইনি লিখিয়াছেন; হরিমোহন উক্ত স্থানের প্রথমে টীকায় সূত্রধারের প্রবেশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন, "অতঃপর যে সকল শ্লোকাদি লিখিত হইল, ইহা সমুদয় শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রণীত। মধ্যে মধ্যেও তাঁহার শ্লোক আছে, এখন তাঁহার পাঠ্যাবস্থা, তিনিই এই নাটকের সূত্রধার।" যশোদানন্দন বাবু এই গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদনে লিখিতেছেন, "মূল পাণ্ডুলিপিখানি গ্রন্থকার ক্ষুদ্রাক্ষরেও অনেক স্থলে এতদূর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন যে, সমগ্র উদ্ধার আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অথচ সে সকল পরিত্যাগ করাও অন্যায় বোধে এত দিন মুদ্রাঙ্কনে চেষ্টা হয় নাই। গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর পাঠে 'বাসুদেব-বিজয়'-কর্তা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ সমর্থ; বিশেষত গ্রন্থকার তাঁহাকে এই নাটকখানির দ্বিতীয় রচনাকর্তা বলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার যত্ন ও সাহায্যলাভ করিয়া যতদূর সাধ্য গ্রন্থকারের লিপি উদ্ধার করত এই নাটকখানি এত দিন পরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের রচনার একটি কথাও পরিবর্তিত বা তাহার কোন অংশ পরিবর্ধিত হয় নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার হস্তাক্ষর অনেকাংশে লুপ্তপ্রায় হওয়ায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।" হরিমোহন লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে পূর্বলিখিত কালিদাস সেন, শান্তিপুর রামনগরস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক (পূর্বলখিত) বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ এবং শান্তিপুরের প্রধান নৈয়ায়িক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয়ের 'পরিশ্রম স্বীকার ও সানুকম্প দৃষ্টি' ছিল। প্রকাশকও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাহায্য পান।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরিমোহন বাবুকে তাঁহার 'কোকিলদূতং' সমালোচনাকালে যেরূপ "যথোচিত মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান" করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাইয়াও সেইরূপ উৎসাহ দেখান—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়েষু,

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং,

ভবদীয় 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' নামক সংস্কৃত নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, এবং মহাশয় তদ্রচনায় ও সংস্কৃত বিদ্যায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, এতদ্দৃষ্টে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি মহাশয় অবিলম্বে নাটকখানি মুদ্রিত করাইয়া সাধারণ জনগণের প্রীতি সম্পাদন করিবেন। ইতি, ১৭।৫।১২৭৪।

নিঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।"

গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—

"শাকে বসুগজাশ্বীন্দৌ শুভাঙ্কোঽয়ং কৃতো ময়া।
দুর্ভিক্ষাদিবিনাশিন্যা লক্ষ্ম্যাঃ প্রীত্যৈ সুলক্ষণঃ॥

'ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা-
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥'

কয়েক বৎসরাবধি মারীভয় ও প্রবল ঝটিকা দ্বারা লোকসকল যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিতেছে। বিশেষত গত বর্ষাবধি নিয়মিত বর্ষাভাবে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ক্লেশের এক প্রকার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে।...এজন্য আমরা সেই সর্বাপদে শান্তিকরী লোকমাতা লক্ষ্মীর

উদ্দেশে বাঙ্ময় উপহার প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া এই ক্ষুদ্র নাটকের রচনা করিলাম। ভরসা করি যিনি লোকমাতা, তিনি কখনই লোকের আর্তনাদ শ্রবণে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।"

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে উক্ত বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত আছে, "এই নাটকের নাম 'অঙ্ক' রাখা গেল। যদিও অঙ্ক নামক রূপকের সমুদয় লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে না, তথাপি তাহার কতকগুলি লক্ষণ ইহাতে থাকাতে অর্থাৎ এক জন প্রাকৃত মনুষ্য এই নাটকের নায়ক হওয়াতে এবং দৈন্যদশা নিবন্ধন নির্বেদ ও করুণাসূচক বাক্য ও স্ত্রীলোকদিগের খেদান্বিত বচন সকল ইহাতে বাহুল্যরূপে বর্ণিত থাকাতে এবং ইহা একাঙ্কবিশিষ্ট হওয়াতে দশবিধ রূপকের মধ্যে ইহাকে অঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে না। যদি এ সকল কারণ সত্ত্বেও ইহার অঙ্কাভিধেয়ত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও ইহা কোন এক অনির্বচনীয় নাটকবিশেষের একাংশ বটে, সুতরাং সে জন্যও ইহাকে 'অঙ্ক' বলিবার বাধা হইতে পারে না।……

"যাহাতে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন হয়, তাহাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য; এ কারণ প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পদ্য (যাহা এই গ্রন্থ-লিখিত বিষয়ের অত্যুপযোগী বোধ হইল) সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইল।…এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়টি পদ্য আছে, তাহার সমুদয়ই গৌড়ীয় সাধুভাষায় (১) অনূদিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পদ্যের মধ্যেও যে যে স্থানে অর্থের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে, তাহাও ব্যাখ্যা (২) দ্বারা বিশদ করা হইয়াছে।…

"নাটকের রীতি রক্ষার নিমিত্ত প্রস্তাবনার মধ্যে দুই একটি বাক্য প্রাকৃত ভাষায় লেখা হইল।…সংস্কৃত নাটকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা

(১) গদ্যে ও পদ্যে (২) সংস্কৃত ও বাংলায়

ব্যবহারের পরিহার করার প্রথাটিও আমাদের কর্তৃক নূতন প্রথিত হইল বোধ করিবেন না। বহু দিন হইল সুকবি ভারতচন্দ্র রায় মহাশয়ও সংস্কৃত চণ্ডী নাটকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির মধ্যে এক স্থানে গৌড়ীয় নীচ ভাষা ও এক স্থানে হিন্দী ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে; যে হেতু সামান্য অর্থাৎ অসংস্কৃত লোকদিগের উক্তিতে তত্তদ্ব্যক্তিদিগের স্বদেশীয় ভাষা লিখিবার বিধি আছে।...

"কেবল কাব্যরসের দ্বারা সকলের চিত্ত আর্দ্র হইতে পারে না জানিয়া, বিশেষত বর্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে সাংসারিক হিতসাধন প্রস্তাবগুলিরই সমাদর দেখা যাইতেছে, এজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে কি কি উপায় দ্বারা ধনোপার্জন করা বিধেয় এবং কিরূপ ব্যবহার করিলে অর্থের সার্থকতা হইতে পারে, এই সকল বিষয়ও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এ সকল নীতিগর্ভ বচনের রচনার নিমিত্ত হিতোপদেশ হইতে যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা পুরাণোক্ত বচনের ন্যায় পুরাণ হইয়াও পুরাণ নহে।...প্রাচীন কবিদিগের রচিত পদ্যকতিপয় সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার পদ্ধতিটি নূতন নহে; প্রাচীন পদ্যাবলী গ্রন্থ প্রভৃতিও এই প্রণালীতে রচিত হইয়াছে।... যদিও ইহা (শেষকালে সূত্রধারের প্রবেশ ও কথন) প্রাচীন নাটকের রীত্যনুযায়ী নহে, তথাপি এক্ষণে নবীন নাটকরচনাকর্তারা প্রায় সকলেই এই প্রকার নূতন রীতির অনুগামী হইয়াছেন। (১)"

এই গ্রন্থের অনুবাদাংশে বা মূলে প্রকাশিত কবির বাংলা পদ্যের নিদর্শন—

বৈশাখে সুভগাগণ নানা ব্রতে রত।

(১) পৃ. ৯১, টীকা

জঠরের কঠোর যাতনা মোর ব্রত ॥
জ্যৈষ্ঠে ভাগ্যবতীগণ নানা পুষ্প ধরে ।
শুষ্ক বল্কলেতে মোর লজ্জা রক্ষা করে ॥
আষাঢ়ে নবাভ্র হেরি' সবে সুখী হয় ।
পাছে শিল পড়ে ব'লে মোর মনে ভয় ॥
শ্রাবণেতে বৃষ্টি হয় অন্য জনে সুখ ।
ভগ্নগৃহে থাকি আমি পাই তাহে দুখ ॥
ভাদ্রে পুরনারীগণে রৌদ্র নাহি সহে ।
ক্ষুধাগ্নি ও রৌদ্রে মোর অন্তর্বাহ্য দহে ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে নারীগণে ।
আমি লজ্জাহতা সজ্জা নৈবেদ্য গ্রহণে ॥
কার্তিকে প্রদীপমালা দেয় রামাগণ ।
তিমিরে আশ্রয় করে মোর নিকেতন ॥
মার্গশীর্ষে নবান্ন ভুঞ্জয়ে সর্বজন ।
উঞ্ছপ্রাপ্ত ধান্যে আমি রাখি এ জীবন ॥
পৌষে সর্বলোকে করে পিষ্টক পোষণ ।
দুঃখে করে মোর হিয়ার পিষ্ট-পেষণ ॥
মাঘ মাসে সবে করে পুণ্যের সাধন ।
আমি পাপীয়সী করি পাপের চিন্তন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ সুখ পায় নারীগণ ।
জঠর আগুনে করে আমারে দহন ॥
মধুমাস অন্য জনে লাগে মধুসম ।
অন্ন বিনা মোর ভাগ্যে সকলি বিষম ॥ (১)

---

(১) পৃ. ১৪-৬

জয় জয় গুণসিন্ধু, নিখিল জনের বন্ধু,
নিদ্রা ত্যজি' কর জাগরণ।
ত্যজ শয্যা মনোরম, তুহিনকিরণসম,
কর হে করুণা বিতরণ।
যারা তব পদদ্বয় করিয়াছে সমাশ্রয়,
যারা তব চরণে প্রণত।
তাহাদের সুখসদ্ম, তোমার যে পাদপদ্ম,
তাহা দরশাও অবিরত॥ (১)

নাটকের বর্ণিত বিষয়টি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-সখা সুদামার শ্রীকৃষ্ণ বা কমলার কৃপায় দারিদ্র্য হইতে ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি। প্রসঙ্গত ব্রাহ্মণী, সখা সুদেব, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভৃত্য, সূত্রধার প্রভৃতি কতিপয় চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংস্কৃত মূল (২) ও উদ্ধৃত শ্লোক এবং টীকাগুলি দেখিলে কবির পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ধনী ও ধার্মিক কবি নির্ধনত্বকে ধর্মভাবের সহায়রূপে দেখিতেছেন—

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং মে ভূরি নাদদৎ॥
যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ইতি যস্য বচস্তস্মাদ্ধনে সা যুজ্যতে কথম্॥

(শেষ শ্লোকের টীকা—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভাগবতধর্ম-কথন প্রসঙ্গে)
চৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥

(১) পৃ ৭২ (২) গদ্য ও পদ্য

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
—আ মরি মরি, কি দয়া!)
নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥
বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ সুদুর্লভা।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।
পরার্থ-প্রত্যর্থিভিরর্থসার্থৈ-
র্যঃ স্বং কৃতার্থং মনুতে বিমূঢ়ঃ।
দেহাত্মতত্ত্বস্য বিবেকহীনঃ
পশুর্মনুষ্যাকৃতিরেব বৈ সঃ॥ (১)

'ভগবানের যোগক্ষেমবহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা'য় এবং 'সন্তোষে' কবির দৃঢ় বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ সুদামা বলিতেছেন, "লোকবিধাত্রা বিধাত্রা জীবানাং জীবনদানাৎ প্রাগেব জীবিকা নির্বাহিতা। তেন তদর্থমতিচেষ্টাপি ন চেষ্টা।...যৎ পুনর্বৃথাভিমানং বিহায় জীবিকানির্বাহায় কস্যচিদেকস্যাপ্যর্থাগমোপায়স্যানুসরণং কর্তব্যমিত্যুক্তং তৎ খলু নাস্মান্ ব্রাহ্মণজাতীয়ান্ প্রতীতি প্রতীয়তে; যতোঽস্মাকমুপজীব্যত্বেন যদুদ্দিষ্টং নির্দিষ্টঞ্চ সর্বেষু ধর্মশাস্ত্রেষু তদ্ভৈক্ষ্যন্তু নাকাঙ্ক্ষাপরিপূরণায় প্রত্যুত বিড়ম্বনায়ৈব।...যদা কদাচিদাপদ্ধর্মানুরোধাৎ স্বজাতীয়ধর্মবিরোধেনাপি বিজাতীয়ধর্মকর্মাদিকমাশ্রয়িতুং যুজ্যতে তথাপি ন হ্যস্মাভিঃ কিঞ্চিদাশ্রয়ণীয়মিব দৃশ্যতে। যতো বার্তাশাস্ত্রেষু কিল বাণিজ্যং কৃষিকর্ম-রাজসেবনঞ্চৈতৎ ত্রয়মেব যৎ ধনাগমস্যাপায়ত্বেন নির্দিষ্টমেবং তদাশ্রয়িলোকানাং স্বস্বাদিষ্টানু-

(১) সুদামার বাক্য, পৃষ্ঠা ৭৫-৬

সারেণ তত্র ফলমপি সঞ্জায়ত ইত্যুক্তং তত্তু নাস্মাভিঃ পণ্ডিতম্মন্যৈর্ব্রাহ্ম-ণৈরধিকর্তুং ন শক্যতে।" (১)

হরিমোহনের সময়ে তাঁহার তুল্য একাধারে কবি, দার্শনিক, ভাষাবিৎ ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ এ দেশে কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। (২) তিনি বাংলা, সংস্কৃত, পারশী, ইংরাজী, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক এবং ভারতের ও ইউরোপের অধিকাংশ বর্তমান ও প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১।৩।১৮৭১ তারিখে রেভারেণ্ড স্যামুয়েল ডাইসনকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তাঁহার গ্রীক জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। —"An attentive perusal of the Greek Gospels has incited in me a great curiosity of reading the original Pentateuch. I presume therefore to ask your directions as to which Hebrew and English Grammar may be found to be the most appropriate for a beginner." (৩)

হরিমোহন ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে নিম্নলিখিত মামলা উপলক্ষে যখন মাইকেল মধুসূদন শান্তিপুরে গমন করেন, তিনি উক্ত অভিজ্ঞতা বিষয়ে হরিমোহনের প্রশংসা করেন। প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের (তখন তিনি বালক) বালা চুরি সম্পর্কে তদানীন্তন শান্তিপুর আদালতে এই মামলাটি দায়ের হয়। আসামী ছিলেন ৺রামযাদু গঙ্গোপাধ্যায় ও অপর দুই জন; অভিযোগ একটি দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে কথা বাহির করার মতলবে রজ্জু বাঁধিয়া কূপমধ্যে নামান। মধুসূদন আসামী পক্ষে ছিলেন। তিনি

(১) পৃ ২৩-৪
(২) 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদন
(৩) শান্তিপুর-রত্ন

বালিকাটিকে কিয়ৎকাল জেরা করিয়া হটাইতে না পারিয়া বলেন, "তোমার মুখে মা সরস্বতী বাস করেন; আমার এত দিনের ব্যারিস্টারিতে তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা আমি দেখি নাই।" নিম্ন আদালতে কারাদণ্ডের আদেশ হয়, উচ্চতম আদালতে উহা রহিত হয়। উক্ত মামলা শেষ হইয়া গেলে, গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বৈঠকখানায় হরিমোহন বাবু, পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী ('মেঘনাদবধের' ব্যঙ্গকাব্য 'সোয়ান পক্ষী'-রচয়িতা), মতিলাল মৈত্র প্রভৃতি সুধী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। "কথাপ্রসঙ্গে কাব্যালোচনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—আপনার কাব্য পাঠ করিয়া তাদৃশ রসানুভব করিতে পারি না।...মধুসূদন তৎক্ষণাৎ 'মেঘনাদবধ' হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করেন (প্রকৃত সুরে)। আবৃত্তি শেষ হইবামাত্র পণ্ডিত জয়গোপাল উল্লসিতহৃদয়ে মহাকবি মধুসূদনকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করেন, মধুসূদনও সমঝদার জয়গোপালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া গাঢ়তররূপে চাপিয়া ধরেন। তৎপরে মধুসূদন আরও কয়েকটি অমিত্রাক্ষর কবিতা আবৃত্তি করেন। হরিমোহন বাবু প্রভৃতি 'ধন্য, ধন্য' বলিয়া উঠেন। জয়গোপাল স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন। শ্লোকের ভাবার্থ এই—'যিনি স্বয়ং মধু, তিনি যে অমৃত বর্ষণ করিয়া বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে; যাহা শুনিলাম তাহা অপূর্ব! তাহা অমৃত!—অশ্রুতপূর্ব! হৃদয় এখনও পুলকে নাচিয়া উঠিতেছে!' তৎপরে মধুসূদন বলেন, 'গোস্বামী মহাশয়! আপনি এত সহজে যে আমার কাব্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন, ইহাতে আমি আন্তরিক প্রীত হইয়াছি। সাধারণ পণ্ডিতেরা অনুষ্টুপ অথবা পজ্ঝটিকা কিংবা আর্যায় কেহ কিছু না লিখিলে তাহাকে কবিতাই বলেন না; কিন্তু

আপনি গণ্ডীবদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের দলভুক্ত এবং সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী হইয়াও যে অমিত্রাক্ষর কবিতায় প্রীত হইয়াছেন, ইহাতে আমি নিরতিশয় সুখী হইয়াছি।' জয়গোপাল বলেন, 'আপনার কাব্যে 'কুরঙ্গিনী', 'বারুণী' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলি পরিবর্জিত হইলে কাব্যখানি শ্যামিকাহীন স্বর্ণের ন্যায় মনোহর হইত।' একটু নীরব থাকিয়া মধুসূদন বলেন, 'গোস্বামীজি! আপনি রসজ্ঞ ও কাব্যামোদী ; আমার 'কুরঙ্গিনী' শব্দের পরিবর্তে ঐ স্থলে অন্য শব্দ বসান দেখি!' কবি হরিমোহন ও পণ্ডিত জয়গোপাল 'অমর', 'মেদিনী', 'ব্যাড়ী' ও 'হেমচন্দ্র' প্রভৃতি আভিধানিকদিগের শব্দসমষ্টি হইতে অনেক শব্দের অবতারণা করিয়া মনোনত কোন শব্দই নির্ধারিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, জয়গোপাল বলেন, 'আপনি যে শব্দপুষ্পে কবিতা-মালা গাঁথিয়াছেন, এই 'কুরঙ্গিনী' পুষ্পটি ঐ মালারই যোগ্য। আমরা দুই জনে অনেক শব্দ ঐ স্থলে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বসাইতে গিয়া দেখি, কোনটিতেই মাধুর্য রক্ষা হয় না। ভাবই কবিতার প্রাণ, ভাষা ইহার পরিচ্ছদ মাত্র। আগ্রার তাজহলের রত্নলতিকা হইতে কোন রত্ন উন্মূলিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য রত্ন বিন্যস্ত করিলে যেমন তাহার সৌন্দর্য থাকে না, তেমনি আপনার কবিতা হইতে কোন শব্দ অপসারিত করিয়া তৎস্থলে অন্য শব্দের সন্নিবেশেও উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করা হয় মাত্র।' সেই সময় হরিমোহন বলেন,—কবিবর! বলিতে কি, কবিতার লালিত্য রক্ষা করিতে গিয়া কালিদাসও 'ত্র্যম্বকের' স্থলে 'ত্রিয়ম্বক' ব্যবহার করিয়াছিলেন।" (১)

রাণাঘাটের সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক ব্রজেন্দ্রগোপাল পাল-

(১) নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—'মধুস্মৃতি' গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ, ১৩২৩ ফাল্গুন, পৃ ৪০৩); প্রচার, ১৯৩৪ আগস্ট

চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত সভার বিবরণীতে হরিমোহনের প্রেরিত বক্তৃতা দৃষ্ট হয়। তিনি শান্তিপুরের হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভাতে অল্প দিন গমন করেন। তিনি রামনগর পল্লীর বিদ্যোৎসাহিনী সভার (১৮৬৬ খৃঃ) সম্পাদক ছিলেন; নিম্নলিখিত কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক ইহার সভাপতি ছিলেন। সাধারণত পর্বোপলক্ষ ব্যতীত তিনি প্রায় বাটীর বাহির হইতেন না। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রতি বৎসর ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার প্রথম বয়সে শান্তিপুরে কোন স্কুল ছিল না ইহা লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা রাধামাধব বাংলা, সংস্কৃত, পারশী ও ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শান্তিপুরের তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সকলেই রাধামাধবের ছাত্র ছিলেন। হরিমোহনও পিতার নিকট ইংরাজী, পারশী প্রভৃতি, বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট (পৃঃ ১৭) বাংলা, মৌলভী কিম্বা মুন্সীর নিকট পারশী শিক্ষা করেন। পরে, গবর্ণমেণ্টের যত্নে রামনগর বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়, এবং কিয়ৎকাল চলে। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের উত্তরে একটি ও রামনগর পল্লীতে একটি বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়; হরিমোহন এই স্কুল দুটি পরিদর্শন এবং ইহাদের উন্নতির জন্য উপদেশাদি দিতেন। তাঁহার গ্রন্থানুসন্ধান, প্রতিলিপিকরণ, তত্ত্বসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে পূর্বলিখিত ৺বীরেশ্বর প্রামাণিক, রামকৃষ্ণ দাস, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ প্রামাণিক, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহায়ক ছিলেন। (১) হরিমোহন তিলি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং 'প্রামাণিক' কথার অর্থ প্রথমাবস্থায় 'প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন' ছিল। (২)

হরিমোহন সপ্তদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র পূর্বলিখিত

(১) শান্তিপুর-রত্ন; যুবক, ১৩১৫ চৈত্র

(২) যুবক, ১৩২৩ চৈত্র



৺যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্-এ, বি-এল্

যশোদানন্দন ২৮।৪।১২৫৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৮।৩।১৩০৯ তারিখে পরলোক গমন করেন। যশোদানন্দন পিতার গ্রন্থ প্রকাশ করেন ইহা লিখিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬০, ৭১)' যশোদানন্দনের সংগৃহীত ও প্রদত্ত 'কৃত্তিবাস রামায়ণের' (অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড; লিপিকাল ১২৩৬ ও ১২৩৯ সাল) পুথির উল্লেখ আছে।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যশোদানন্দন বাবু সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন (১) তাহা বর্ণিত হইল। শান্তিপুরের 'চোরপুকুর' সম্বন্ধে নবীন বাবুর শ্লেষ এবং শান্তিপুরের উপর নবীন বাবুর অযথা আক্রোশের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। অন্য অপ্রকাশ্য কারণ বাদ দিলে যশোদা বাবুর তেজস্বিতা উক্তরূপ আক্রোশের প্রধান কারণ বলিতে পারা যায়। 'চোরপুকুর' সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রথমত লিখিত হইল।— "শান্তিপুরের অধুনাতন মিউনিসিপ্যাল অফিস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের জমিতে অবস্থিত এবং নিকটবর্তী চোরপুকুরও চট্টোপাধ্যায়দের কীর্তি। কথিত আছে যে, এক জন চট্টোপাধ্যায় পুলিসের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া এক সময়ে এতগুলি চোর ধরিয়া আনিয়াছিলেন যে তাহাদের দ্বারা এক রাত্রে এই পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল।" (২) নবীন বাবু লিখিতেছেন, "পূর্ববর্তী ডেপুটীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র ৺রামচরণ বসু (৩) শান্তিপুরে পুণ্য কীর্তি স্থাপন করিয়া যশ অর্জন করেন। তিনি 'চোরপুকুর' খনন

(১) আমার জীবন

(২) জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ৩য় খণ্ড; এই সময় ৺শরচ্চন্দ্র রায় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান।

(৩) দেওঘরের বালানন্দ স্বামীর শিষ্য; শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ইঁহার প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে।

করান, এবং চতুর্দিকস্থ সুসজ্জিত উদ্যানের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করান। (১) এরূপ একটি সুন্দর অট্টালিকা মিউ-নিসিপ্যাল অফিসের জন্য দরকার ছিল না। এই পুণ্যব্রতেও (চোর-পুকুরের খননকার্য) দলাদলির বিদ্বেষ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে ছোট লাটকে পর্যন্ত ইহার জন্য শান্তিপুরে যাইতে হয়। উকিলের (২) দল পরাজিত হইয়া রামচরণ বাবু আলিপুরে বদলি হইয়া গেলে এক পাটি জুতা 'বাঁকী' করিয়া তাঁহার কাছে, ও অন্য পাটি তাঁহার ভাইস্-চেয়ারম্যানের কাছে উপহার পাঠাইয়াছিল। (৩) এজন্য শান্তিপুরকে 'miscalled city of peace' বা 'অশান্তিপুর' বলা হয়।...

"আমার পূর্ববর্তীর সময় পর্যন্তও দলাদলি পূর্ণবেগে চলিতেছিল। এই স্বাধীনচেতাদের আদর্শ ও দলপতি এক জন হাইকোর্টের উকীল। কমিশনারদের মধ্যে তার এক দল—'His Majesty's Opposition'।...

"যে শান্তিপুরে প্রেমের বন্যা বহিত, এখন সেখানে দলাদলির বন্যা। আর বন্যা বেয়াদপির। সেখানে এখন সকলেই প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। সব তিতুমীরের 'গুলি খা ডালা'র দল। আমি সব্‌ডিভিসনের একাধীশ্বর। আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি। একটি তাঁতি বালক ইচ্ছা করিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। তাহার বিশ্বাস যে সে কি একটা গৌরবের কার্য করিল। প্রহরী তাহার গ্রীবা ধরিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলাম। বালককে বলিলাম, 'বা! দিব্যি ছেলে! আমার গা ঘেঁসিয়া যাওয়া তোমার বড় সাধ! আচ্ছা,

(১) এই অট্টালিকা ৺কীর্তিচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনায় নির্মিত সমুদয় জমি প্রায় ছয় বিঘা।

(২) যশোদানন্দ বাবু

(৩) এ ঘটনার প্রমাণ নাই।

তুমি আইস। তোমার যতবার ইচ্ছা গা ঘেঁসিয়া যাও। সকলে হাসিল। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। এই গল্প বিদ্যুৎবেগে শান্তিপুরে প্রচারিত হইল। স্বাধীনচেতা (১) গা-ঘেঁসারা আর আমাকে আপ্যায়িত করে নাই। বরং ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই নমস্কার করিত।...

"উকীল মহাশয়ের সাধ হইয়াছে যে চেয়ারম্যান হইবেন। এ পদ স্বায়ত্তশাসনের 'দিল্লীকা লাড্ডু'।...প্রস্তাবে (মিউনিসিপ্যালিটির সংস্কারের) ঘোরতর আপত্তি উঠিল। আমার উপর অজস্র গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। উকীল মহাশয় 'Indian Mirror'এ লিখিলেন (২), 'বাংলার বিখ্যাত কবিটি রাণাঘাটে একেবারে অযোগ্য (total failure) হইয়াছে। সে এমন হৃদয়বিহীন যে শান্তিপুরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াই বহু লোকের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছে।' (৩) হায়, বাঙালি! ইহাই তোমার স্বায়ত্তশাসন বা স্বার্থসাধন!...ক্রমে ক্রমে দল ভাঙ্গিয়া গেল। একমাত্র অন্তরায় রহিলেন উকীল মহাশয়।...

"একদা উকীল বাবু ও রাণাঘাটের কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রেণে এক গাড়ীতে যাইতেছিলেন। উকীল বাবু আমার অজস্র নিন্দা করিতেছিলেন। কুমার বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কে হে? বঙ্গের এক জন পূজনীয় ব্যক্তিকে অযথা নিন্দা করিতেছ কেন? নবীন বাবু থাকিলে লেজ গুটাইয়া দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া থাকিতে।'

(১) এই বিশেষণের পুনঃপ্রয়োগের জন্য ঘটনাটি লিখিত হইল।

(২) কবি ইঁহার সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'The Santipur Lion roars'।

(৩) অযোগ্যতার জন্য কতিপয় লোক বিতাড়িত হয় বলিয়া লিখিত আছে।

উকীল বাবু উত্তর করিলেন, 'মুখ সামলাইয়া কথা কও।' কুমার বাবু আস্তিন গুটাইয়া প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আয়, বেটা, আয়! এখনই এক লাথিতে তোরে জানালা দিয়া পৃথিবী দর্শন করাই। পড়িবি ত নবীন বাবুর এলাকায়! উকীল বাবু নিরুত্তর হইলেন।" (১)

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যশোদানন্দন নবীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে গমন করেন। নবীন বাবু তাঁহাকে চেয়ারম্যান করাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বলেন, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার ও বার্ণার্ড সাহেবের মধ্যে যে সব পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহাও দেখান। যশোদানন্দন বড়ই সন্তুষ্ট হন, নিজের পূর্ব ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন, 'শান্তিপুরবাসীর সৌভাগ্য যে তাহারা নবীনবাবুর মত এক জন কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে সব ডিভিসনের কর্ত্তারূপে পাইয়াছে' এই কথা বলেন এবং তদবধি নবীন বাবুর 'প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গুণানুরাগী' হন। নবীন বাবুর রাণাঘাট হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে অভিনন্দন দিবার জন্য অন্যের সঙ্গে যশোদানন্দন গমন করেন। তিনি অনেক দুঃখ করিতে থাকেন; আর একটি বৎসর থাকিয়া প্রস্তাবিত খালটি কাটাইয়া গেলে শান্তিপুরের বড় উপকার হইত এ কথা বলেন, এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটীতে নবীন বাবুর গুণকীর্ত্তন করিয়া শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন এ কথাও বলেন।

হরিমোহনের পিতা রাধামাধবের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন বাং ১২২৪ সালে মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে ১, ৪৪,০০০ মুদ্রায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর (১৫ মৌজাসমেত) ও মহৎপুরের (৫৭ মৌজাসমেত) পত্তনিস্বত্ব খরিদ করেন। তাঁহার

(১) যুবক, ১৩৩৭; কোনরূপ টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

বিলাসিতা ও ব্যয়-বাহুল্যের জন্য দুই বৎসর পরে দুই ভ্রাতা পৃথক্ হন; প্রত্যেকে বিগ্রহ-সেবা বৎসরে ছয় মাস করিয়া এবং পর্বাদি পালন এক বৎসর অন্তর করিবেন এইরূপ সর্ত্ত হয়, নগদ টাকা ধামায় করিয়া ভাগ করা হয়। (১) তিনি ১৭০৭ হইতে ১৭৭৫ শক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী নিষ্ঠাবান্ পবিত্রচরিত্র বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার গঙ্গাস্নানের জন্য নিযুক্ত আট জন উড়িয়া বাহক একদা মেষ বধ করায়, তিনি তাহাদের বেতন শোধ করিয়া দিয়া বিতাড়িত করেন। আর একবার তাঁহার ক্রীত তিন্তিড়ীবৃক্ষের নিম্নে তাঁতের সুতার জন্য 'টানা বোনা' করায় এবং উপরে বায়সের বাসা থাকায়, তিনি বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণ করান। তিনি গীত, কীর্তন-পদাবলী ও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার একটি কীর্তনের পদ এখনও শান্তিপুরে সময় সময় গীত হয়।—

তালঠেকা—রাগ বসন্তবাহার

চন্দ্রমল্লিকা যূথি বিকশিত হয়। (আহা)
কুঞ্জে শোভে অতিশয়॥
গুঞ্জরে মধুকর মনোহর রঙ্গে।
হরি খেলত নব গোপী সঙ্গে॥
মোহনলাল, লাল, লাল হে।
রাজত তাল তরঙ্গে,
নাচত মুরহর মোহন ত্রিভঙ্গে॥
ডারে গোলাল, আজু রঙ্গ ভৈই ভাল।
গাওয়ে রসাল কোহি ধরে করতাল;
পীতবসন শোভে শ্রীনন্দকুমার,

---

(১) যুবক, ১৩১৫ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৭৪

নীলবসন রাধার, দোঁহ বদন দোঁহে
নিরখে অপাঙ্গে ॥

তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সখের যাত্রার দল ছিল; তিনি পালা রচনা করিয়া শিক্ষা দিতেন। এই দলের জন্য তিনি বিস্তর খরচ করিতেন। নিজ ঠাকুরবাটীতে রাসের সময় এই দল যাত্রাগান করিত। তাহাতে নিযুক্ত গায়কেরা প্রত্যহ সন্দেশ উপহার পাইত। তিনি বদান্য ছিলেন। একবার এক অসহায় ইউরোপীয় বালককে বিপন্মুক্ত করিয়া তাহাকে আশ্রয়দান করেন, এবং তাহার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র রাধাশ্যাম মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন, এবং বাংলা, ইংরাজী ও পারশীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। (১) তাঁহার এক পৌত্র বিজয়গোপাল ডাক্তারী করেন।

শান্তিপুরের বীর আশানন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢেঁকি) একবার ঘরে কাষ্ঠ না থাকায় রাধামাধব বাবুকে ঐ কথা জানান। ইঁহার আঙ্গিনায় একখানি পূর্ণ 'চকোর' কাষ্ঠ ছিল, উহার উপর বসিয়া ইনি মুখ-প্রক্ষালনাদি করিতেন। ইনি শুকনো চেলা কাঠ দিতে চাহিলে, আশানন্দ বলেন, "এই চকোর কাঠখানি দিলে বর্ষাকালে কয়েক দিনের জন্য হাঙ্গামা মিটিয়া যায়।" রাধামাধব বাবু মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে বলেন, "আচ্ছা, ইহা যদি আপনি একা লইয়া যাইতে পারেন, তবে দিতে পারি।" অতঃপর কয়েকজন অতি কষ্টে তুলিয়া ইহা আশানন্দের মাথায় চাপাইয়া দিলে, তিনি অবলীলাক্রমে ইহা লইয়া যান, এবং ৫৲ টাকা প্রণামী পান। (২)

---

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ: হরিমোহন প্রামাণিক; যুবক, ১৩১৫ চৈত্র: শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত; শান্তিপুর-রত্ন

(২) প্রবুদ্ধ ভারত, ১৩৪০ আশ্বিন; চণ্ডীচরণ দে—বীর আশানন্দ (২য় সংস্করণ)

রাধামাধব শেষ বয়সে মস্তিষ্কপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায়, হরিমোহন বিষয়কার্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ হরিমোহন মহাসমারোহ-সহকারে নিষ্পন্ন করেন।

পূর্বলিখিত সনাতন বাবুর চালচলন সাদাসিধে রকমের ছিল। তিনি একবার নিজের সন্তানের জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে বলায় এবং ঐ অর্থে ঠাকুরসেবার ব্যয় বৃদ্ধি করার কথা না বলায় পত্নীকে ভৎর্সনা করেন। সমুদ্রগড় হইতে বিগ্রহসেবার জন্য আনীত কতিপয় পাতিলেবুর (তখন শান্তিপুরে এ গাছ ছিল না) মধ্যে একটির কিয়দংশ শিশুপুত্র রাধাবল্লভ (দাসু) সেবার অগ্রে ভক্ষণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি পুত্রকে বাটী হইতে বিতাড়িত করেন; শেষে গোবিন্দপুর হইতে ইহাকে অন্বেষণ করিয়া আনা হয়। পূর্বলিখিত আশানন্দ বহুকাল পরে মাতা কর্তৃক পাতিলেবু আনিতে অনুরুদ্ধ হইয়া ইঁহাদেরই বাটীতে রোপিত একটি বৃক্ষ মালিকের ইচ্ছানুসারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া লইয়া আসেন। একবার পীড়িত এক ব্রাহ্মণ অবাধ্য পুত্র ও পুত্রবধূর সেবার আশায় পরিপালক সনাতন বাবুর নাম করিয়া তাঁহার কাছে তাহার ১,০০০৲ টাকা আছে এই মিথ্যা কথা বলে; সনাতন বাবু ব্রাহ্মণপুত্রের নিকট এই টাকার কথা স্বীকার করায়, তাহাদের সেবায় ব্রাহ্মণ শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠে। তিনি ১১।৩।১২৪৭ তারিখে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত পুত্র রাধাবল্লভ ৪৫,০০০ সিক্কা টাকায় স্বর্ণের ষোড়শ ও রৌপ্যের দানসাগর করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন; গ্রামসমাজে বহু অধ্যাপককল্প নিমন্ত্রিত হন, এবং রাধাবল্লভের সামাজিকত্ব স্থাপিত হয়; অনেক কাঙ্গাল ও নাগাফকিরকে দান করা হয়, এবং তালগাছে উঠিয়া 'তষ্টিদার'গণ আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করে। নিমন্ত্রণপত্রে লিখিত ছিল—ক্ষেত্রে নারায়ণস্থ

ত্রিপথগতি বনেঽপ্যর্ধকায়ং নিধায়, স্বেষ্টং সংচিন্ত্য গঙ্গাত্রিয়ইয়মহমে বেতি বিজ্ঞায় চিত্তে। প্রাণাংস্ত্যাজ্যা পিতা মেঽগমদনবপুরং ভব্যাতত্ত্বাকৃতিঃ আদিত্যে কর্কটেস্থ শরবিধুবিমিতে পূর্বতং কো বিদাহে॥ (১)

দাস্থ বাবু বাং ১২১০ হইতে ১২৫৮ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি সৎকর্মশীল জমিদারগণের আদর্শ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতামহ রামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত ঠাকুরবাটীর আকার পরিবর্তন করেন; এরূপ সুদৃশ্য ঠাকুরবাটী অল্পই দৃষ্ট হয়। পূর্বদিকের নহবৎখানা রামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত এবং বড় ঝড়ে ভগ্ন হয়; দক্ষিণ দিকের বৃহৎ নহবৎখানা দাস্থ বাবু কর্তৃক নির্মিত এবং ভূমিকম্পে ভগ্ন হয়। চারি প্রহরে চারিবার নহবৎ বাজিত। দাস্থ বাবু মহাধূমধামের সহিত ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা করেন। মধ্যাহ্নে সাধু ও অতিথির সেবাদি, এবং সায়াহ্নে বত্রিশ যন্ত্র-যোগে মহারতি হইত। নিত্যই মহোৎসব লাগিয়া থাকিত; কোন অতিথি প্রত্যাখ্যাত হইত না, সকলেই সিধাভোজ্য পাইত। পূর্বে বীরনগরের প্রসিদ্ধ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে রথের আট দিন বহু নেড়ানেড়ীর সমাগম হইত। দাস্থ বাবু রথের দুই দিন পূর্বে তাহাদিগকে বৃত্তি দিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া প্রতি বর্ষে মহোৎসব করিতে থাকেন; তাহারা প্রতিবাসীগণের বাটীতে থাকিত, এবং প্রতিবাসীরা এজন্য সিধা পাইত; এক দিন সমবেতভাবে মহোৎসব ও গান হইত, সে দিন প্রতিবেশীগণের বিষয়কর্ম বন্ধ থাকিত। দাস্থ বাবু একবার ৬৪ মহান্তের ভোগ দেন; ইহার মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব, মাতৃ ও প্রিয়াপর্যায়াদি অনেকের ভোগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রত্যেক মহান্তের জন্য দুইটি করিয়া মালসা দেওয়া হয়, একটিতে দধিচিপিটকাদি ও অন্যটিতে দুগ্ধচিপিটকাদি থাকে। মালসার নিকট আসন, আচমনের জল,

(১) যুবক, ১৩১৫ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৭৪

খড়িকা ও মুখশুদ্ধি প্রভৃতি রক্ষিত হয়। প্রায় তিন শতাধিক মালসা সজ্জিত হয়। বেলা দশটার মধ্যে ভোগসমাপনান্তে ভাগবতাদি পাঠ হয়। তৎপরে বহু নিমন্ত্রিত ও রবাহূতগণের ভূরিভোজন হয়। সন্ধ্যা-কালে নগরসংকীর্তন হয়, এবং পরে কীর্তনীয়াগণের ভোজন নিষ্পন্ন হয়। শান্তিপুরে ৬০ বৎসর পরে ১৭।২।১৩১৫ তারিখে ওড়্রগোস্বামিবংশীয় শ্রীরাধারমণ গোস্বামী মহাশয় পুনরায় এইরূপ ভোগের ব্যবস্থা করেন। (১) দাস্থ বাবু আত্মীয়কুটুম্ব ও প্রতিবেশীগণের প্রতিপালক ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি কখনও চর্মপাদুকা পরিধান করিতেন না। তিনি পুত্র দীনদয়াল বাবুর বিবাহ অভূতপূর্ব সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন করেন।(২)

দীনদয়াল বাবু বাং ১২৪২ হইতে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'কোকিলদূতং' ও 'মতি বাবু' প্রসঙ্গে তাঁহার কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত 'পদ্যমালা' (বিদ্যালয়পাঠ্য) নামক একখানি গ্রন্থ আছে। তিনি কীর্তনের পদাবলী রচনা করিতে পারিতেন। তিনি মৃদঙ্গবাদক ছিলেন, এবং তাঁহার সুদৃশ্য উদ্যানসমন্বিত বৈঠকখানায় দেশী বিদেশী কলাবিৎ ও মৃদঙ্গবাদকগণের সমাবেশ হইত। তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। শান্তিপুরে 'নূতন স্কুল' হইলে, 'পুরাতন স্কুলের' আয় কমিয়া যায় এবং সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়, তখন ইহাকে দীনদয়াল বাবু সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন; কালে 'নূতন স্কুল' উঠিয়া যায়, এবং ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটি দীনদয়াল বাবুর হস্ত হইতে 'পুরাতন স্কুল'টি গ্রহণ করিয়া 'মিউনিসিপ্যাল ইংরাজী বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তিনি নিজ বাটীতে 'মিশনারি বালিকাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেন। "পূর্বে বালিকা-বিদ্যালয়টির যে প্রকার উৎসাহ ও শিক্ষাপ্রণালীর

(১) যুবক, ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৪৫

(২) যুবক, ১৩১৫ চৈত্র

রীতিনীতি ছিল ক্রমে তাহার শ্রী ভ্রষ্ট হইতেছে। অর্থব্যয়ে সকলেই কুণ্ঠিত, কেবল দেশহিতৈষী দীনদয়াল বাবুর অকৃত্রিম যত্নে এ পর্যন্ত উক্ত কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইয়াছে। তিনি একা কি করিবেন? 'দশের লাঠি একের বোঝা'।" (১) এই বালিকা-বিদ্যালয় ক্রমে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

তিনি সার্থকনামা ছিলেন,—'দীনের' প্রতি তাঁহার যথেষ্ট 'দয়া' ছিল। তিনি প্রতিবেশীগণের বিপদেআপদে সাহায্য করিতেন। তিনি সরল ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত অর্থশুচি ছিল,—তাঁহার দেনাপাওনা সম্বন্ধীয় ব্যবহার আদর্শ ছিল, তিনি তামাদিবারিত ঋণ পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতেন, এবং বহু ঋণীকে ক্ষমা করিতেন। তিনি একবার দূরদেশ হইতে যাজ্ঞিক আনয়ন করিয়া হোমযজ্ঞ সমাধান করেন। (২) তাঁহার সৎকার্যের মধ্যে আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইল। উপরোক্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্রাহাম তোষণ(তুষ্টি)-চন্দ্র বিশ্বাস লিখিতেছেন (৩), "অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যসমাজে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তৎসমূহের মধ্যে বিবাহঘটিত কুপ্রথা সামান্য অনিষ্টকারী নহে; তদ্দ্বারা মানবজাতির যে বহুবিধ অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা সর্বসাধারণের অগোচর নাই। কুলীন মহাশয়গণের বিবাহের ত কথাই নাই। আবার অনেক মহাশয় কন্যাবিক্রয় (৪) ব্যবসায়ী হইয়া দিন দিন দেশের যে প্রকার দুরবস্থা করিতেছেন, তৎস্মরণে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই কম্পিতকলেবর হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইলে কন্যাবিক্রয়-ব্যবসায়িগণ স্নেহশূন্য হইয়া স্বীয় অল্পবয়স্কা,

(১) সোমপ্রকাশ, ২৯।১।১২৭০ (২) যুবক, ১৩১৫ চৈত্র
(৩) সোমপ্রকাশ, ১৬।১২।১২৭০
(৪) এখন ভদ্রসমাজে পুত্রবিক্রয়ের অভিনয় হয়।

সুশীলা ও সুরূপা কন্যাকে অধিকবয়স্ক, কদাকার পুরুষকে সমর্পণ করিয়া থাকেন ; বহুযত্নপালিত কন্যারত্নের ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন না। সম্প্রতি শান্তিপুরনিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক স্বশ্রেণীর হিতার্থে উক্ত ভয়াবহ হৃদয়-বিদারণ ব্যাপারের উন্মূলনে যত্নবান্ হইয়াছেন। প্রথমত বাবু মহাশয় কন্যাবিক্রয়-প্রথা উচ্ছেদ করিবার মানসে গত ১৬ই ফাল্গুন উদ্যোগী হইয়া স্বশ্রেণীস্থ বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামবাসী কয়েক জনের মত লইয়া তাঁহাদের স্বাক্ষর করাইয়া লয়েন। ২২শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত প্রামাণিক মহাশয়ের সহায়তায় তাঁহার ভবনে ঐ বাবু মহাশয় স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের একটি সভা করেন এবং একটি বক্তৃতা দ্বারা কন্যাবিক্রয় যে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া তাঁহাদের সম্মতি-ক্রমে প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের স্থূল মর্ম এই—অদ্যাবধি যে কেহ কন্যাবিক্রয় করিবে, যে কেহ বিক্রীত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, কিম্বা যে এতদুভয়ের সহিত আহারব্যবহার করিবে, এতৎসমস্ত ব্যক্তির সহিত আমরা আর স্বশ্রেণীর উচিত ব্যবহার বা আহারাদি করিব না ; তাহাদিগকে অন্য শ্রেণী ও অন্য জাতি বিবেচনা করিব ; ইত্যাদি।"

১৭৬৪ খৃস্টাব্দে, হরিমোহন বাবুর যত্নে দীনদয়াল বাবুর স্কুলগৃহে পূর্ব-লিখিত 'বালক বিদ্যোৎসাহিনী' সভা স্থাপিত হয়। ইংরাজী ও বঙ্গ-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই ইহাতে যোগ দিত। হরিমোহন বাবুর নির্বাচিত প্রবন্ধ পঠিত হইত, পরে পূর্বলিখিত কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক ও হরিমোহন বাবু দ্বারা সংশোধিত হইয়া উহা সংবাদ-প্রভাকরে মুদ্রিত হইত। পূর্বলিখিত বীরেশ্বর বাবু, যশোদানন্দন বাবু, বিপিনবিহারী প্রামাণিক, মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক ও পুলিনবিহারী

মঠের প্রবন্ধও পঠিত হইত। মধ্যে মধ্যে মৌখিক আলোচনা হইত। ৩।৪ বৎসর পরে এই সভা বন্ধ হইয়া যায়। (১)

হরিমোহন বাবুর প্রপিতামহ যুগলকিশোর বাং ১১৫৫ সালে শান্তিপুরে আসিয়া প্রথমে পিতৃস্বসার গৃহে বাস করেন। যুগলকিশোরের পিতা শচীনন্দন সমুদ্রগড়ে বাস করিতেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঢাকা-সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া নবাব সরকারে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতেন; হুমায়ুন বাদশাহের সময় ইঁহারা উক্ত ব্যবসায়ের জন্য পাঞ্জা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পরে সুবর্ণগ্রাম হইতে সমুদ্রগড়ে গিয়া বাস করেন। যুগলকিশোরের পুত্র রামচন্দ্র ও মাণিকরাম। যুগলকিশোর ও রামচন্দ্র উভয়ের নামে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও কলিকাতায় শান্তিপুরজাত বস্ত্রের (২) ব্যবসা ও তেজারতি কারবার ছিল; শেষোক্ত দুই স্থলে ইঁহাদের কুঠী ছিল। বাং ১১৮২ সালে যুগলকিশোরের মৃত্যুর পর ভূতপূর্ব্ব পর্যটক-বৈরাগী ও তদানীন্তন গৃহী মাণিকরাম রামচন্দ্র হইতে পৃথক্ হন। প্রথমে ১১৯৫ সালের পৌষ মাসে রামচন্দ্রের নামে নদীয়ার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া মাণিকরাম সুভরাগড়ের জগন্নাথ রায়, শান্তিপুরের রাধাবল্লভ পাল ও রামকান্ত সরকার এই তিন জনের সালিসীমতে প্রায় ১১,০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। আর একবার বাং ১২০০ সালের মাঘ মাসে মাণিকরাম রামচন্দ্রের নামে ৫০,০০০৲ টাকার দাবীতে যে মামলা রুজু করেন তাহা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়। রামচন্দ্র ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন, এমন কি, নিজ ব্যবসায়ের জন্য কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই। তিনি ইউরোপীয় ও অন্যান্য অনেককে মুদ্রিত খতে ঋণদান করিতেন; এইরূপ বহু ঋণ আদায় হইত না। রামচন্দ্র ২৯।৪।১২০৭ তারিখে জন্মাষ্টমীর দিন স্বীয় গুরুদেবের

(১) যুবক, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ (২) এই সূক্ষ্ম থানবস্ত্র ইউরোপ এবং তুরস্ক, পারস্য (ইরাণ) প্রভৃতি দেশে আদৃত হইত।

নামে ৺রাধাকৃষ্ণের সুশ্রী মণিময় বিগ্রহ (৺রাধারমণ জীউ) প্রতিষ্ঠিত করেন ; ইঁহাকে স্বর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করেন, এবং সেবার জন্য ২৫,০০১৲ টাকা দান করেন। কথিত আছে যে তিনি ৩।৪ মাস পূর্ব হইতেই নিজ মৃত্যুর আভাস দেন ; এমন কি, অষ্টাহ পূর্বেই গঙ্গাতীরে যাইবার ব্যবস্থা করেন, এবং সেখানে আট দিন ভাগবতাদি পাঠে সময় ক্ষেপণ করিয়া নিজ কথানুযায়ী অষ্টম দিনে বাং ১২১৭ সালের পৌষ মাসে প্রায় ৯২।৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (১)

আলিমান গোত্রস্থ সুবর্ণগ্রামী এই তিলিবংশের আদিপুরুষ বাণীনাথ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পূর্বলিখিত শচীনন্দন। শান্তিপুরে সুবর্ণগ্রামী, সপ্তগ্রামী ও বেতনাগ্রামী তিলির মধ্যে সুবর্ণগ্রামীর সংখ্যাই অধিক ; প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই সুবর্ণগ্রামীগণের ৩৬০ ঘর শান্তিপুরে বাস করিতেন, এক্ষণে উঁহাদের সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শান্তিপুরবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় অপর একটি প্রধান তিলিবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই দুই বংশ রামনগর পল্লীতে বাস করেন, এবং পরস্পর কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ। (২)

৯।১০ পুরুষ পূর্বে মধুসূদন প্রামাণিক সুবর্ণগ্রাম হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। ইঁহার এক প্রপৌত্র 'দেওয়ানজী' গোপীনাথ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শান্তিপুরস্থিত রেশমের কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। গোপীনাথ পরোপকারী ও সৎকর্মশীল ছিলেন। তিনি ইংরাজী ও পারশী জানিতেন ; তাঁহার নামীয় একটি পারশী অক্ষরের শীলমোহর (উহাতে 'গুরু গোপীনাথ, জীউ প্রাণনাথ' এই দুই নাম খোদিত আছে) অদ্যাপি বর্তমান আছে। তিনি বাং ১২৩৩ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে

(১) যুবক, ১৩১৫ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৭১

(২) যুবক, ১৩১৫ আশ্বিন, পৃঃ ১২৯ ; শান্তিপুর-রত্ন

দেহত্যাগ করেন, এবং তাঁহার পত্নী সহমৃতা হন। (ইঁহার হস্তের শাঁখা বহু দিন তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত ছিল) ২৭,০০০৲ সিক্কা টাকায় তাঁহাদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

গোপীনাথের এক পুত্র প্রাণনাথ পাটনায় ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অহিফেনের কুঠীতে এবং পরে গোরক্ষপুর কলেক্টরী অফিসে কার্য করিতেন। প্রাণনাথের এক পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ পশ্চিমে কোনও দেশীয় রাজ্যে চাকরী করিতেন, ইনি ইংরাজী জানিতেন; তাঁহার আর এক পুত্র কৃষ্ণবিহারী পশ্চিমাঞ্চলে কোনও রাজ্যে অশ্বারোহী সেনাবিভাগে কার্য করিতেন। বৈকুণ্ঠ-পুত্র কৃষ্ণলাল একজন কর্মঠ ব্যবসায়ী ছিলেন; কৃষ্ণবিহারী-পুত্র মথুরানাথ বহু স্থলে চাকরী করিতেন। প্রাণনাথের আর এক প্রপৌত্র প্রসন্ন হত্যাভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হয়, পরে যথাসময়ে মুক্তি পাইয়া শান্তিপুর আসে। (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

গোপীনাথের আর এক পুত্র 'দেওয়ানজী' শিবনাথ কোম্পানীর শান্তিপুরস্থ কুঠীর এবং তৎপরে পাটনায় সোরা, চিনি ও লবণের কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। পাটনায় তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধে ১৮,০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। শিবনাথের এক পুত্র রাধাকিশোর কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থ লবণের কুঠীর দারোগা ছিলেন। রাধাকিশোরের এক পুত্র কৃষ্ণকান্ত সরকারী কর্মচারী, এবং আর এক পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (হরিমোহনের জামাতা) আসাম রেলওয়ের কণ্ট্যাক্টর ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত-পুত্র বিপিনবিহারী ডেপুটী, এবং নন্দলাল সব্-ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন। বিপিনবিহারীর এক পুত্র তেজচন্দ্র, এল্-এম্-এস্, বিহার-উড়িষ্যার সিভিল সার্জন ছিলেন; এক পৌত্র প্রভাসচন্দ্র জাপানে শিল্প শিক্ষা করিতে গমন করেন; এবং এক পৌত্র অজিতকুমার, বি-এস্‌সি। নন্দলালের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ই-বি রেলের কণ্ট্যাক্টর। কৃষ্ণকান্ত সুরেন্দ্রনাথকে বাটী ও

ধনসম্পত্তি উইলসূত্রে দান করায়, বিপিন বাবু নিজে অন্য প্রকাণ্ড বাটী ক্রয় করেন।

গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম পুত্র সুধাময়, বি-এল্, বর্তমানে শিয়ালদহে ওকালতী করেন; ইনি যুবক ('৪৩ঃ নিকট অতীতের শান্তিপুর, পৃ ২৭, ৫৬, ৬৪ ...) ও শান্তিপুর পত্রের লেখক। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অমিয়ময় পোর্ট কমিসনারের খিদিরপুরস্থ ডকের সব্-এঞ্জিনীয়ার; এবং তৃতীয় পুত্র প্রফুল্লময়, বি-এল্, আলিপুরে ওকালতী করেন। সুধাময়ের পুত্র দীপ্তেন্দু, বি-এস্‌সি, কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বাস্থ্যপ্রচারবিভাগে কার্য করেন, এবং নবেন্দু বি-এ।

গোপীনাথের এক ভ্রাতা রামনিধি কোম্পানীর ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা ও ঢাকার কাপড়ের কুঠীতে কর্ম করেন, এবং পরে পাটনাস্থ অহিফেনের কুঠীর কর্মাধ্যক্ষ হন। রামনিধি-পুত্র বিশ্বনাথ পাটনার উক্ত কুঠীতে দারোগা ছিলেন, এবং পরে শান্তিপুরস্থ চিনি ও অহিফেনের কুঠীর দেওয়ান হন; অহিফেনের এজেণ্ট বেলি সাহেব ছুটীতে বিলাত গেলে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার প্রিয়পাত্র বিশ্বনাথ অস্থায়ী এজেণ্ট নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথের জামাতা পূর্বলিখিত দাস্থ বাবুকে (১) দেখিতে বেলি সাহেব তাঁহাদের বাটীতে গমন করেন। বিশ্বনাথ হাটখোলা (মধ্যম) গোস্বামীদিগকে রথ ও রথের সরণী দান করেন। তিনি প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া বাং ১২৩৮ সালে পরলোক গমন করেন।

বিশ্বনাথ-পুত্র কালীপ্রসন্ন দাতা এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি কেবল স্বর্ণমুদ্রাই ব্যবহার করিতেন; এবং প্রার্থীকে স্বর্ণমুদ্রাই দান করিতেন। তাঁহার সুন্দর আকৃতি ছিল; তিনি কখনও রৌদ্রে বাহির হইতে পারিতেন না; লোকে বলিত, "বাবু ত কালী বাবু"। তিনি

(১) এইটি দাস্থ বাবুর প্রথম বিবাহ

খগোলতত্ত্বে এবং কতিপয় ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ—বঙ্গাখ্যায়িকা (প্রশ্নচতুষ্টয় ; সম্বৎ ১৯৩৩; সেকালের সংস্কৃতমূলক বাংলায় লিখিত; চৈতলবংশের প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাক্যাবলীর মর্ম অবলম্বনে রচিত ; পণ্ডিত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরীক্ষিত ; মঙ্গলাচরণে কবিতা ; শেষ প্রশ্নের উত্তরে সৌর জগতের বিবরণ বর্ণিত)। তাঁহার বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে প্রথম 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হয়; অভিনয় তাঁহার প্রধান সখের বস্তু ছিল। তাঁহার গৃহস্থিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক সুন্দর ও বহুমূল্য চিত্রগুলি দর্শনীয় ও উপভোগ্য। (১) তাঁহার পালিত পুত্র পূর্বলিখিত বৈকুণ্ঠনাথের প্রপৌত্র হিরণ্ময়।

গোপীনাথের আর এক ভ্রাতা কৃষ্ণবল্লভ কোম্পানীর নবদ্বীপস্থ কুঠীর (শান্তিপুরের অধীনস্থ) কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কৃষ্ণবল্লভের এক পুত্র নবকুমার যথাক্রমে শান্তিপুরের কুঠীতে, পাটনার অহিফেনের কুঠীতে এবং ছাপরার কুঠীতে কর্ম করিতেন; আর এক পুত্র পার্বতীচরণ পাটনার উক্ত কুঠীতে এবং পরে জঙ্গীপুরের রেশমের কুঠীতে চাকরী করিতেন; এবং এক পৌত্র মহেশচন্দ্র সেতারবাদক ও শিক্ষক ছিলেন।

মধুসূদনের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্যামাচরণ, তারিণীচরণ, উমাচরণ। শ্যামাচরণ চট্টগ্রাম নিমক-মহলে কার্য করেন, এবং তাঁহার সাহায্যে তারিণীচরণ ও উমাচরণ কলিকাতায় সুবৃহৎ কাঠের ব্যবসায় করিতে সক্ষম হন। কথিত আছে যে কাঠবিক্রয়ের দিন কলিকাতায় তারিণী-চরণ উপস্থিত না থাকিলে ইউরোপীয়েরা বিক্রয় বন্ধ রাখিতেন। তাঁহারা শান্তিপুরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া একান্নবর্তী থাকিয়া সসমারোহে দুর্গোৎসবাদি করিতেন। তারিণীচরণ মুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অতিরিক্ত বিলাসে তাঁহাদের অবস্থা অবনত হয়। তারিণীপুত্র বংশীবদন

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮ মাঘ, পৃঃ ১২৪

কণ্ট্র্যাক্টর ছিলেন, এবং ইঁহার পুত্র অমরনাথ, এম্-এ, যাদবপুর পূর্ত-কলেজের অধ্যাপক; অমরনাথ 'শান্তিপুর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং ভারতীতে প্রবন্ধ লিখিতেন। (১) এই বংশের বিস্তৃত বংশলতা মুদ্রিত হইয়াছে।

পুর-গাথা

'শান্তিপুর' এই নামে কত স্মৃতি ভাসে হৃদিপটে,
চিত্রসম, অতীতের স্বপ্নময় কুহেলির মাঝে!
প্রবাসেও মায়া তার রাজে শত বন্ধনের 'পরে;
চিন্তারাজ্য ভরি' কত তার ইতিহাস গাঁথা,
মরমে গুমরি এবে নারি তাহা সব প্রকাশিতে,
বামনের বিফল প্রয়াস যথা লভিতে শশাঙ্কে।

যে দিন উঠিল নগর বিদরি' গর্ভ ধরিত্রীর,
কে জানিত বিভু বিনা যে মহিমা ধরিবে সে শিরে!
যার খ্যাতি রহে চিরকাল সুদূর পৃথ্বী ব্যাপিয়া,
সুসন্তান যার লভিল ধরায় দিগ্বিজয়ী নাম,
শান্তির উপাদান বর্তে যথা সঞ্চিত সুপ্রচুর,
দুঃখ কিন্তু না মিলে এ সবের বিধিনিবদ্ধ গাথা।

(১) যুবক, ১৩১৫ আশ্বিন, পৃঃ ১৩০, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৬৯

এ পুরের শান্তিকর নেপালে স্থাপি' স্বয়ম্ভূক্ষেত্র
বাড়াইল ধাম-মহিমা লভিল সিদ্ধাচার্য নাম,
পূর্বে তারও বিদ্যমান শান্তমুনির (১) শান্তিপুর ;
বারেক পুনঃ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবমুকুটমণি
'গোরা'কে এনে সদলে এ ধাম করিল 'ডুবু ডুবু,'
এ পুরকাহিনী-শীর্ষে বর্তে কীর্তি যত সে কুলের।

কাপস্থষ্টি হ'ল হেথা হ'তে নরসিংহ নাড়িয়াল,
পৌত্র (২) তাঁর দিলেন দীক্ষামন্ত্র সাধক হরিদাসে,
হেথা মাধব পুরীর মূর্ছা দরশনে কৃষ্ণ মেঘ,
এ পুরে করিল লীলা নিত্যানন্দ দাস রঘুনাথ,
বিজয়পুরী কৃষ্ণদাস (৩) সে সঙ্গে নাগর ঈশান,
আরও কত ভক্ত যদুনন্দন (৪) শ্যামদাস (৫) আদি।

শত ধন্য এ পুর যথা রাজে অদ্বৈত-লীলাচয়,
বিশাল বর্ণনা যা'র সুপ্রকট বৈষ্ণব-সাহিত্যে,
ভারতে আচার্যের প্রচার তথা পুরী-নবদ্বীপে,
বিদ্যাপতি-মিলন আবিষ্কার মদনগোপালের,
ভক্তিবন্যার উচ্ছ্বাস প্লাবন আবার এ ভুবনে,
সে সব স্মরণে হিয়া পুলক-বিষাদে উঠে ভরি'।

এ কুলে লভিল জন্ম রামেশ্বর 'সন্ধ্যা'-রচয়িতা,
নৈয়ায়িক মথুরেশ ভট্টাচার্য গোস্বামিপ্রবর (৬),

(১) পরবর্তী শান্তাচার্যকেও শান্তমুনি বলিত। (২) এ বিষয়ে মতভেদ আছে। (৩) লাউড়িয়া (৪) আচার্য (৫) বড় (৬) রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি

নাটোররাজে (১) দীক্ষা নব দিলেন যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে,
দিগ্বিজয়ী প্রতিভা-খ্যাতি সীমান্তে যাঁর প্রসারিত,
সুকীর্তি যাঁর আঁকিল দীনবন্ধু 'সুরধুনী' কাব্যে,
নতি তাঁর মনীষায় এ পুর-কোবিদশ্রেষ্ঠ যিনি।

সে শাখার পণ্ডিতবর তর্করত্ন কৃষ্ণগোপাল
দেখালেন স্থিতধী নিরহঙ্কার বৈষ্ণব আদর্শ ;
বিজয়কৃষ্ণ 'জটিয়া বাবা' অন্য শাখার গৌরব,
লভিলেন সিদ্ধি দ্বন্দ্ব সনে যুদ্ধ করি' অবিরাম,
আচরিয়া সত্য-ব্রহ্মচর্য-শ্বাসজপের তপস্যা,
সুবিশাল সাহিত্যে গাঁথা সে সব কীর্তি-কথা।

হোথা রাধিকানাথ সাথে ব্রহ্মচারী নিত্যস্বরূপ,
বাগ্মী-ভাগবত মদন রাধাবিনোদ হরিশ্চন্দ্র,
সমগ্র বৈষ্ণব-জগতে স্থাপিলেন অক্ষয় নাম ;
সে শাখার জয়গোপাল 'গোবিন্দের করচা'-কার,
সুপুত্র তাঁর খ্যাত কবি রসজ্ঞ বনোয়ারীলাল,
ভারতী-পূজারী এঁরা এ পুরের মুখোজ্জ্বলকারী।

এই কুলের প্রাণনাথ তথা কীর্তীশ হরিদাস,
সীতানাথ বিজয়-সেবক চিত্তরঞ্জন বিনয়,
অন্য কত কীর্তিশালী বিদ্যমান এ পুরে বাহিরে,
শাখাপ্রশাখা তথা জ্ঞাতিকুটুম্বে প্রসারিত হ'য়ে,

(১) বিশ্বনাথ রায়

শিষ্য প্রশিষ্য কত তাঁদের গুণমুগ্ধ ভক্তচয়,
সে সব স্মরিয়া মনে উপজয়ে বিস্ময় উল্লাস।

কবি হরিমোহন ভূষণচন্দ্র (১) নাথ কালিদাস,
কত সজ্জন দাশ বিশ্বেশ্বর লাহুরী শরৎ আদি,
বক্তা লেখক পাঠক প্রচারক ধনী কর্মবীর,
করিলেন বহুরূপে বৈষ্ণব আদর্শের সেবন,
কাকে ফেলি' কাকে বসাই অতি ক্ষুদ্র এ গাথা-মাঝে,
অন্য স্থলে আশা আছে বর্ণিবারে সে সব কাহিনী।

রাসমেলা এথাকার সুবিদিত সমগ্র ভারতে,
কত সিদ্ধ পুরুষের তখন এ পুরে পদার্পণ,
হিল্লোল-চন্দনযাত্রা ধূলোট জন্মাষ্টমীর ধূম
দেখিতে আনন্দ বড় বৈষ্ণবের পার্বণ যতেক,
বৈষ্ণব মহাসম্মেলন হেথা ঘটেছে কত বার,
মৃদঙ্গকীর্তননর্তনে যাহে সমাবেশ অত

রাধারমণ রাধাবল্লভ শ্যামচাঁদ গোপীনাথ,
মদনগোপাল শ্যামসুন্দর গোকুলচাঁদ আদি,
শাক্তবৈষ্ণব মিলে এঁদের পূজেন ঈশ্বর-জ্ঞানে;
রঘু-জগন্নাথের রথযাত্রা মহেশের গাজন,
উত্তরে অদ্বৈত-পাট ভাগীরথী-প্রবাহ দক্ষিণে,
অগণ্য দেবস্থান পূতাশ্রম বিরাজে ঘরে ঘরে।

---

(১) দাস; বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

অতীতের বারইয়ারী বিরাট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে,
কত সর্বজনীন পূজা পল্লীতে পল্লীতে ;
নানা উৎসব আমোদে তাহে ব্যয় হয় সুপ্রচুর,
মূর্তি সব সুন্দর সুঠাম যা'তে সুরুচি প্রকাশে,
আগমেশ্বরী মোষখাগী ধরে ভয়ঙ্করের লেশ,
দূর-দূরান্তরের লোক দেখে বিজয়া-নিমজ্জন।

ব্রহ্মা অন্নপূর্ণা কাত্যায়নী নৃত্যকালী পটেশ্বরী,
ডালি শ্যামচাঁদের পুঁটো বিরাট গোপালের দোল,
রাধিকা-রাজা রাসযাত্রায় ঢাক ময়ূরপঙ্খী সং,
মূর্তি নব উৎসব কত আছে এ পুরে অগণন,
গঙ্গাস্নায়ী নিষ্ঠামতি মিলে এখনও নরনারী,
সম্মান গুরুপুরোহিতে সত্ত্বগুণের অবশেষ।

ষড় আচার্যের এ পুর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল,
বৈষ্ণবের পীঠস্থান কেন্দ্র তথা শক্তিসাধনের,
সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভাবে পুর হ'য়েছে ধন্য,
দাতা হিতকারী কত শত সৎকর্মে আস্থাশীল,
ক'রেছেন জনম সফল পুণ্য কার্য অনুষ্ঠানে,
ইহলোকে আরামপ্রদ অন্তিমের এ শান্তিপুর।

লাগিল পুরে ব্রাহ্ম মতের উদ্বেল তরঙ্গ,
আসিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রতাপগিরিশাদি (১),

(১) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ; গিরিশচন্দ্র সেন

অদ্যাপিও পশে শ্রবণকুহরে তার প্রতিধ্বনি ;
পাদরীর প্রতাপের কথা মিশেছে দূর অতীতে,
নাহি মিলে অবশেষ ইউরোপীয় নীলকুঠীর,
যেথা বড়লাট ওয়েলেসলির শুভ আগমন।

হেথা ছিল কত সেবক মহম্মদীয় ধর্মবীর,
পীর মোবারক গাজী গুরু মহ্‌বুব আলম আদি,
সুদৃশ্য মসজিদ কত ঘোষে ইসলাম মহিমা,
হিন্দু-মুসলমান মিলন দৃশ্য পরবে দর্গায়,
বস্ত্রশিল্পের কারিকর, মানী বহু মুসলমান,
আজিজুল (১) মোজাম্মেল কৃতবিদ্য রেজ্জাক (২) দাউদ

কীর্তিমান্ স্যর অতুলচন্দ্র (৩) তথা ভ্রাতা তিন জন,
অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র (৪) সুপণ্ডিত আইনে গণিতে,
গীতা-উপন্যাসে লভিল প্রতিষ্ঠা মুখো দামোদর,
করুণানিধান (৫) যাঁর বঙ্গসাহিত্যে অমর নাম,
'বাসুদেব-বিজয়' রচিলেন পণ্ডিত রামনাথ (৬),
সর্ববঙ্গরত্ন এঁরা সুধন্য ক'রেও নিজপুর।

হেথা শোভেছিল দাস শিশুরাম কবি সাতু রায়,
চণ্ডীচরণ (৭) লভিল হেথা উপাধি 'কবিভূষণ',
চৈতল চট্টো ফটিকচন্দ্র উপন্যাসে যিনি খ্যাত,
বল্লভী মুখো শম্ভুচন্দ্র সান্যাল দাশরথি আদি,

(১) ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও বর্তমান 'স্পীকার' খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক, সি-আই-ই (২) হাজী আব্দুল রেজ্জাক (৩) চট্টোপাধ্যায় (৪) বাগচী (৫) বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) তর্করত্ন (৭) বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকমলের 'প্রকৃতিবাদের' জনম হেথায়,
'সম্বন্ধনির্ণয়ে' লালমোহন (১) দেখাল নব পথ।

সুসন্তান শ্যাম-কিশোর (২) বাগচী কিশোরীমোহন,
হেথাকার লক্ষ্মীকান্ত জগদীশ মৈত্র কালীপদ,
কার্তিকচন্দ্র (৩) রজনীকান্ত (৪) বিদ্যান্ত রামগোপাল,
খাঁচৌধুরী রামগোপাল কীর্তিশালী মৈত্র অটল,
শ্যামাসুন্দরী (৫) দুর্গামণি পুণ্যশ্লোক মহিলা কত,
বক্ষে ধ'রে এঁদের সব ধন্য বরেণ্য শান্তিপুর।

ধীরানন্দ (৬) কৃষ্ণানন্দ (৭) নেংটা বাবা এই পুরবাসী,
আগমবাগীশ (৮) কাছিমা ভট্ট তান্ত্রিক যোগী কত,
গুরুচরণ (৯) আশ্রমধারী তীর্থপর্যটক যত,
অঘোরনাথ বীরেশ্বর (১০) বসু (১১) পরমেশ্বর আদি,
ধর্মের দিক্‌পাল যাঁরা সব গণনে না ফুরায়,
এঁদের গন্তব্য ছিল অয়নের একমাত্র পথ।

দিগন্তরে গণ্যমান্য কূটনৈতিক উমেশ রায় (১২),
দেওয়ান চট্টো-বংশ সনে যাঁর চলিত সংগ্রাম,
পূর্তবিদ্যায় হরিপ্রসাদ (১৩) কীর্তিচন্দ্র নবদ্বীপ (১৪),

(১) বিদ্যানিধি (২) মুখোপাধ্যায় (৩) দাস (৪) মৈত্র (৫) চৈতন্য-বংশীয় (৬) আমেরিকার অধ্যাপক বাসুকুমার বাগ্‌চী, পিএচ্‌-ডি (৭) গোস্বামী; ইঁহার মূল উপাধি ভট্টাচার্য। (৮) কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের বংশীয় (৯) তরফদার (১০) প্রামাণিক (১১) মল্লিক (১২) মতি বাবু (১৩) বিদ্যান্ত (১৪) প্রামাণিক

অভিনয়ে কাশী (১) নির্মলেন্দু (২) বাহুলীনে ঘনশ্যাম (৩),
আশানন্দ (৪) শক্তিসাধনে শ্যামসুন্দর (৫) ভ্রাতৃত্রয়,
সব দিকে স্ফুরে উঠে প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ।

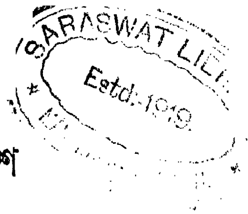
হেথা ছিল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অগণ্য সাহিত্যিক,
সমাজ-বন্ধন ছিল অতিশয় কঠোর নির্মম,
তোপখানা গড় বস্ত্রশিল্প মহকুমার সদর,
প্রকট কত গৌরব মুসলমান-ইংরাজী যুগে,
কত ইতিহাস গাঁথা পুরের গঙ্গা-প্রবাহ সনে,
বিশ্বনাথে করিল দ্বন্দ্ব 'গোঁড়ো গোয়ালা' হেথাকার।

লোকসংখ্যা আছিল হেথা পঞ্চাশ হাজার উপর,
স্বাস্থ্যতরে আসিত সবে সুরধুনী-তীরের লোভে,
সুগম ছিল আয়ের পথ শান্তি মিলিত জীবনে ;
যদিও এখন স্বপ্ন বটে অতীতের সে কাহিনী,
মিলে তবু সহজ স্বাস্থ্য শিক্ষা খাদ্য জল বাতাস,
গঙ্গা গঞ্জ রেল ঠাকুরবাটীর আছে আকর্ষণ।

কত মনীষী গেঁথেছেন এ সব স্বলেখনীমুখে,
কীর্তি অপকীর্তি দুইই কিন্তু আছে জড়িত তাহে,
উপেক্ষিয়া মিথ্যা নিন্দা সত্য দোষ শোধনে প্রয়াস
কর্তব্য পুরবাসীর যাতে হবে গৌরব স্ফুরণ ;
শেষে মিনতি বিভুপদে তাঁর কৃপা-প্রাপ্তি কারণে,
সে স্বরূপে মিলে যেন জন গাথা গ্রন্থ পুর দেশ।

---

(১) চট্টোপাধ্যায় (২) লাহিড়ী (৩) মুখোপাধ্যায় (৪) ঢেঁকি (৫) গোস্বামী



ক্রোড়াংশ

পৃ ২৫—

সত্যদেব সরস্বতীর বিবরণ 'ভারতী'তে ও ১৩২১ আশ্বিনের 'যুবকে' প্রকাশিত হয়।

পৃ ৩২-৬—

বাব্‌লায় প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে একটি মৃত্তিকাস্তূপ শান্তমুনির পাট বলিয়া গণ্য হইত। শ্যামাচরণ লাহরী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত, মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক (প্রসিদ্ধ ডাঃ রামদাস প্রামাণিকের ভ্রাতা), চন্দ্রনাথ প্রামাণিক, নীলমণি প্রামো (প্রামাণিক) প্রভৃতি উক্ত স্থানে কুটীর নির্মাণ করিয়া 'প্রেমারা' খেলা এবং কীর্ত্তনাদি করিতেন। পূর্বলিখিত হিন্দুস্থানী (মতান্তরে পূর্ববঙ্গদেশীয়) সেবায়েত (ইঁহাকেও 'জ'টে বাবা' বলিত) আসিয়া জোটার পর, অদ্বৈতচার্যের স্বপ্নাদেশে তাঁহারা ঘোড়ালে হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া তাহা হইতে আচার্যের যৌবন-কালের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া উক্ত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। (তত্ত্ব ও তন্ত্রী, ১৩৩৩ বৈশাখ : বিজয়কৃষ্ণোৎসব) পূর্বেকার গোপাল ও উক্ত 'জ'টে বাবা'র রঘুনাথ মূর্তিও সেখানে সেবিত হইত। বড়গোস্বামীদের রাজবল্লভ গোস্বামীর স্ত্রী রাজবালা দেবী প্রায় তিন বিঘা জমি দান করেন, এবং এই বংশের প্রসিদ্ধ আনন্দকিশোর গোস্বামী উক্ত প্রতিষ্ঠাসময়ে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দেন। জ'টে বাবার পর যথাক্রমে নারায়ণদাস বাবাজী, রাজকুমার রায় ও সীতানাথ গোস্বামী (পূর্বলিখিত) সেবার ভার প্রাপ্ত হন; সীতানাথ সেবাসমিতির হস্তে সেবার ভার প্রদান করেন, তিনি সম্পাদক এবং রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

সভাপতি থাকেন। মধ্যে শান্তিপুরের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্বাক্ষর-সম্বলিত পত্রের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্বলিখিত শ্রীনিকুঞ্জমোহন গোস্বামী মন্দিরের পুনঃসংস্কার কার্যে নিযুক্ত হন ; এবং সেবাদিও চালান ; তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত কার্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এমন সময় বিরোধের সৃষ্টি হইল, তাঁহার নামে মামলা হইল, এবং একটি সভায় কতিপয় কারণে তাঁহাকে বর্জনের প্রস্তাব করিয়া শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীমানগোবিন্দ গোস্বামী ও উক্ত সীতানাথ গোস্বামীর মধ্যম পুত্র শান্তিসুধাকে সেবাসমিতির সভ্য করিয়া শেষোক্তকে সেবায়েত নিযুক্ত করা হইল, অবশ্য ইহার উপর কার্যকরী সমিতিও আছে। নিকুঞ্জমোহন এখনও আছেন, এবং তাঁহার সপক্ষেও লোক আছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রসিদ্ধ ৺রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র ফণিভূষণ শ্রীপাটের উন্নতির জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ; এবং প্রবল বন্যার দরুণ শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরের দক্ষিণাংশ হইতে উঠিয়া উত্তরাংশে অবস্থিত বাব্‌লায় আশ্রম স্থাপন করেন। বাব্‌লার অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বার দোল বিখ্যাত। শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ শ্রীঅদ্বৈতের পাটের উপরোক্ত বিবরণসম্বলিত পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

পৃঃ ৩৬—

অদ্বৈতাচার্যের শ্মশ্রুমণ্ডিত বদনের চিত্র শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে—(১) বহুরুর (২৪-পরগণা) রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ বসুর মন্দির-গাত্রের চিত্র, ১৮১৫ খৃস্টাব্দে অঙ্কিত (পৃ ৬৯৭খ) ; (২) হরিদাস সহ চিত্র, ১২৫ বৎসর পূর্বে বাগবাজারের পটুয়া কর্তৃক অঙ্কিত (পৃ ৬৯৭ঘ) ; এই চিত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; (৩) ১৭শ শতাব্দীতে অঙ্কিত বৃদ্ধাবস্থার চিত্র, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন (২৪-পরগণা ; পৃ ৬৯৭ঙ)।

পৃ ১৬৫—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রায় বাহাদুর হইয়াছেন।

পৃ ১৬৯-৭০—

মহারাণী সুচারু দেবী শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষিকা নহেন, ইহার সংশ্লিষ্ট বালিকাবিদ্যালয়কে সাহায্য করেন। সরকার অনাথাশ্রমের জন্য সাহায্য করেন না। দীনদয়াল বাবুর সাহায্যপ্রাপ্ত মিশনারি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেলে ঐ বাটীতে নূতন মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

পৃ ১৭৩—

বীরেশ্বর বাবুর 'অদ্বৈতবিলাস' গ্রন্থ বিজয়কৃষ্ণের প্ররোচনায় লিখিত।

পৃ ২৫৬—

খাঁবংশের হরিপ্রসন্ন সংযুক্ত প্রদেশে পোস্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

প্রমাণ-পঞ্জী

(অ) মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধীয়

গ্রন্থ—

[অঘোরনাথ রায় সম্বন্ধীয়—পৃ ১৪৯-৬২ দ্রষ্টব্য]

অমিয়কুমার সান্যাল—সদ্‌গুরুকথামৃত (কবিতা ; পাণ্ডুলিপি)

অমৃতলাল সেনগুপ্ত—আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, সাধনা ও উপদেশ (১ম সংস্করণ, ১৯২৯ খৃ ; ৪র্থ সংস্করণ) ; উপদেশ-সংগ্রহ (উপদেশ-মঞ্জরী ; ১৩১৯) ; যুগধর্ম (২য় সংস্ক) ; যোগমায়া ঠাকুরাণী ; নামব্রহ্ম

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চরিতাভিধান (২য় সংস্করণ)

কিরণচাঁদ দরবেশ—বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গীতসুধা

কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ)

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—সদ্‌গুরুসঙ্গ (৫ খণ্ড, ১৯১৯……: ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্ক) ; পত্রাবলী

[কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধীয়—
নববিধান—আচার্য কেশবচন্দ্র ; ইত্যাদি]

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়—জ্ঞানের সন্ধান (২য় সংস্ক ; পৃ ১৭)

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—জীবনী-সংগ্রহ (১২শ সংস্ক)

চণ্ডীচরণ বসাক—শত-জীবনী

জগবন্ধু মৈত্র—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৩৩০, ২য় সংস্করণ) ; গুরু-শিষ্য-সংবাদ

জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত—অমৃত-প্রসঙ্গ (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধীয়)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়

ঐ মোহন দত্ত—অজপাসাধন

ঐ দাস—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, ৩য় খণ্ড (পৃ ৪৮-৫০)

ত্রৈলোক্যনাথ দেব—অতীতের ব্রাহ্মসমাজ

দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান

[দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধীয়—

ভবসিন্ধু দত্ত—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; মহর্ষির আত্ম-জীবনী (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী); অজিতকুমার চক্রবর্তী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ইত্যাদি]

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক), ১ম ভাগ (পৃ ৮১), ৩য় ভাগ (পৃ ২৫৩)

নগেন্দ্রনাথ রায়—বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা ও উপদেশ (৩য় সংস্ক, ১৩২৭; প্রকাশক জিতেন্দ্রনাথ রায়, গুরুসঙ্গ লাইব্রেরী, কলিকাতা—এখানে বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক বিক্রীত হইত।)

নবকুমার বাগচী—বিজয়কথামৃত (২ খণ্ড; ১৯২২ খৃ)

প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য—মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্তী জীবন

বঙ্কবিহারী কর—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত (১৯২১ খৃ, ২য় সংস্ক); জীবনচিত্র

বনলতা দেবী—প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্মসমাজ

বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—বিজয়মঙ্গল (২য় সংস্ক)

[বিজয়কৃষ্ণের স্বপ্রণীত গ্রন্থাদি—৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

বিপিনচন্দ্র পাল—প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ (১৩৪০; ৮ম বর্ষের 'প্রবর্তকে' প্রকাশিত; Amrita Bazar Patrika, ৩০।৮।১৯৩৬)

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী—মহাপুরুষ-চরিত

বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—সিদ্ধজীবনী (পৃঃ ৫, ২য় সংস্ক)

[ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয়—ব্রাহ্মসমাজে ৪০ বৎসর ; ইত্যাদি]

মণিভূষণ বাগচী—ভারতের সাধনা

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মনোরমার জীবনচিত্র (২ খণ্ড) ; আশা-প্রদীপ (পৃঃ ৬৪, ২য় সংস্ক) ; প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা (৪র্থ সংস্ক)

যোগানন্দ প্রামাণিক—শান্তিপুর-রত্ন

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিজয়কৃষ্ণ (২য় সংস্ক, ১৯২৫ খৃঃ) ; কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—প্রবন্ধ (গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত)

যোগেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী—সদ্‌গুরুর শিক্ষা (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর গ্র[ন্থ] হইতে চয়ন) ; পত্রাবলী

রজনীকান্ত মৈত্র—জীবন-স্মৃতি (পৃঃ ১৩৬-৭, ১৩৯-৪০)

[রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধীয়—
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—রামকৃষ্ণ-কথামৃত ; স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ; স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী ; বসুমতী—১৩৪৩ কার্তিক পৃঃ ৫৭-৮, ৬১ ; Ramkrishna Centenary Souvenir ; ইত্যাদি]

শরৎকামিনী বসু—সদ্‌গুরুকথামৃত ; সৎপ্রসঙ্গ

শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত ; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (এবং Lethbridge's Translation)

শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—নবযুগের কর্মবীর ; যোগবল-রহস্য (তৈলঙ্গ স্বামী)

শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীউর উপদেশাবলী (২ খণ্ড ; ১৯৩২ খৃঃ)

সতীশচন্দ্র সরকার (প্রকাশক)—বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা ও উপদেশ খণ্ড ; ১৯২১ খৃ) ; বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ-মঞ্জরী

সন্তদাস ব্রজবিদেহী—রামদাস কাঠিয়া বাবা (৩য় সংস্ক)

সরস্বতী লাইব্রেরী (প্রকাশক)—উপদেশাবলী

সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আচার্য-প্রসঙ্গ

সিটি বুক সোসাইটি (প্রকাশক)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সীতানাথ গোস্বামী—বালক বিজয়কৃষ্ণ (১৩২১ ; ভারতবর্ষ, ১৩২২ i, পৃঃ ৫২৯)

সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী (৫৭।১, কলেজ স্ট্রীট ; তিন আনা সংস্করণ)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

হরিদাস বসু—মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা (২য় সংস্ক) ; ও সাধনতত্ত্ব (২ খণ্ড)

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী)—বঙ্গভাষার লেখক

সাময়িক পত্র—

আনন্দবাজার—২৭।৪।১৩৪৩

তত্ত্বকৌমুদী

নব্যভারত—১৩০৬ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন……

পঞ্চপুষ্প—১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৪৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ও পৌষ, পৃঃ ৯৫৮ ও ১০০৪

প্রবাসী—১৩৩৬ চৈত্র, পৃঃ ৮০৬ (বোলপুর 'হরিসভা'য় প্রদত্ত ধর্মোপদেশ)

বিজয়া—১৩২০-১, পৃঃ ৮০১, ১০০২…… ; ১৩২১, পৃঃ ২৫৮

ভারতবর্ষ—১৩২২ ভাদ্র, পৃঃ ৫২৯ ; ১৩২৩ ভাদ্র, পৃঃ ৩৭৩-৫ ও

১৩২৪ কার্তিক, পৃঃ ৬৭৩-৬ ; ১৩২৮ মাঘ, পৃঃ ২৭৯-৮০ ; ১৩৩১ মাঘ, পৃঃ ২৩০ ; ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৫৮

মানসী ও মর্মবাণী—১৩৩৫ ফাল্গুন, পৃঃ ৩৮-৯ ও ৫৩

মোদক-হিতৈষিণী—১৩৩৮ পৌষ, পৃঃ ৯৫ ও চৈত্র, পৃঃ ২০৩, এবং ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০১

যুবক—১৩২৩ শ্রাবণ ; '৩৪ ভাদ্র, পৃঃ ৩৬ ; '৩৫ ভাদ্র, পৃঃ ৩৯ ; '৩৬, পৃঃ ৩৪ ও ৭৪

সংহতি—১৩৩৬ কার্তিক, পৃঃ ৩৯৩

সোমপ্রকাশ—১৯।৪।১২৮৭

Indian Mirror

(আ) শান্তিপুর সম্বন্ধীয় (এই গ্রন্থে ব্যবহৃত)

অদ্বৈতপ্রকাশ—ঈশান নাগর (সতীশচন্দ্র মিত্র)

ঐ মঙ্গল—শ্যামদাস

ঐ —হরিচরণ দাস

অদ্বৈতের শ্রীপাট শান্তিপুর-ধাম—শ্রীকালাচাঁদ দালাল

অন্নদামঙ্গল ঃ বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র রায়

অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্ক)—সুবলচন্দ্র মিত্র

আইন-ই-আকবরী

আত্মকাহিনী—রামেশ্বর সেন

আনন্দবাজার ;

আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন

আশানন্দ বীর (২য় সংস্করণ)—চণ্ডীচরণ দে

উলা ; উলার মুস্তৌফী-বংশ—সুজননাথ মুস্তৌফী

এডুকেশন গেজেট

কলিকাতা, সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ)—কুমুদনাথ মল্লিক

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত (বাংলা ও সংস্কৃত)

গোবিন্দদাসের করচা (২য় সংস্করণ)—জয়গোপাল গোস্বামী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

গৌড়ীয়

গৌড়ের ইতিহাস—রজনীনাথ চক্রবর্তী

গৌরপদতরঙ্গিণী (পৃ ৪৪১, ১ম সংস্করণ)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়

ঐ কৌমুদী

চৈতন্যচরিতামৃত

ঐ ভাগবত

ঐ মঙ্গল—জয়ানন্দ (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) ; নরহরি দাস

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্বমঞ্জরী—১৩১৮ মাঘ, পৃ ২১৮

তন্ত ও তন্ত্রী এবং তন্তবায়-সমাচার—১৩৪১ আষাঢ় ; '৩৩ বৈশাখ

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহাত্মা—প্রাণেশকুমার ব্রহ্মচারী

নদীয়া-প্রকাশ

পঞ্চপুষ্প—১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৩৫, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃ ৯৬০, পৃ ১৪০৬, চৈত্র, পৃ ১৫৯৮-৯ ; '৪০ কার্তিক, পৃ ১৩১

পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ ১৮১, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯৫, ৯৭—সতীশচন্দ্র রায় (বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষৎ)

পদচিন্তামণিমালা—গুরুপ্রসাদ সেন

পদামৃতমাধুরী (পৃ ১৭৮)—নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবুদ্ধ ভারত—১৩৪০ আশ্বিন, কার্তিক

প্রাচীন পুথির বিবরণ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস

বঙ্গবাণী—৪।৯।১৩৩৯

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ); বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ; বৃহৎ বঙ্গ; Chaitanya and his Companions; Chaitanya and his Age—দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গরত্ন

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবিবৃতি—রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৪, পৃ ৪৭, ১১২, ১২৪

ঐ ঐ সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (১৩২০)

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ বসু

বন্দ্যবংশ

বসুমতী— ১৩৪১ কার্তিক, পৃ ১৩৬; ১৩৩২ ফাল্গুন, পৃ ৬৯০

বংশ পরিচয়

বাঙালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য

বাংলার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ—১ম সংস্করণ; ২য় সংস্করণ, ১ম ভাগ, পৃ ৩৫৬, ৪০০, ৭১৯…

বিশ্ববাণী—১৩৩৭ পৌষ, পৃ ৬৮৮-৯১, ফাল্গুন, পৃ ৮৭৫-৭, চৈত্র, পৃ ৯৩৪, ৯৩৮-৯

বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৬-৭

বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী

বৈষ্ণব-পদাবলী ; নিমাই-সন্ন্যাস—বাসুদেব ঘোষ

ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত (৩য় সংস্করণ)—শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্তির জয়—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ভক্তিরত্নাকর

ভারতবর্ষ—১৩২২ ভাদ্র, পৃ ৫৯৫, কার্তিক, পৃ ৯৮৬ ; '২৫ শ্রাবণ, পৃ ১৯৬-৭ ; '২৬ মাঘ, পৃ ২২৫ ; '২৯ পৌষ, পৃ ৬৩, চৈত্র, পৃ ৫৩০, '৩০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৮৬৯ ; '৩১ ভাদ্র, পৃ ৩৪৬, অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৮৬; '৩৬ আশ্বিন, পৃ ৫৯৭, ফাল্গুন, পৃ ৩৯৭ ; '৩৭ কার্তিক, পৃ ৭৯৯ ; '৪৩ বৈশাখ, পৃ ৭১৯-২০

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম (ভারতবর্ষ, ১৩২৩ ফাল্গুন, পৃ ৪০৩ ; প্রচার, ১৯২৪ আগস্ট)

মহানাদের ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মোদক-হিতৈষিণী—১৩৩৮, পৃ ১২৪, ২৬৯, ৩০৪ ; '৩৯ বৈশাখ, পৃ ২২৯ ; '৪১ শ্রাবণ, আশ্বিন

যুবক—১৩০৯ আশ্বিন ; ১৩১১ ভাদ্র ; ১৩১৪ শ্রাবণ ; ১৩১৫ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, চৈত্র ; '১৬ বৈশাখ ; '১৮ জ্যৈষ্ঠ ; '১৯ চৈত্র ; '২১ শ্রাবণ, আশ্বিন ; '২৩ শ্রাবণ, চৈত্র ; '২৪ বৈশাখ ; '২৫ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; '২৬ জ্যৈষ্ঠ ; '৩১ অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ; '৩৪ শ্রাবণ ; '৩৫ মাঘ ; '৩৬ আষাঢ়, পৃ ৭ ও ১১৩, ৬০-১, ৯০, ১০৩ ; '৩৭ আশ্বিন, পৃ ৫৯-৬০ ; '৩৭-৮ ; '৪০, পৃ ১৯, ২৫, ৩২, ৩৮, ৬৭ ; '৪১, পৃ ৩৯, ৯০ ; '৪২ বৈশাখ, পৃ ৩, ২৭, ফাল্গুন, পৃ ৭৪ ; '৪৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৩, ১৬, শ্রাবণ, পৃ ২৭…,অগ্রহায়ণ

[রঘুনাথ দাসগোস্বামী সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি—পৃ ১৯৮ দ্রষ্টব্য]

রাণাঘাট-বার্তাবহ

লীলামৃত (কবিতা)—বিশ্বেশ্বর দাস

শনিবারের চিঠি—১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৩১

শান্তিপুর—১৩৩৬, পৃ ১৮০ ; ১৩৩৭, পৃ ১০২

শান্তিপুর ষষ্ঠ সাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ (যমুনা, ১৩৩০ আষাঢ় ; প্রবাসী, ১৩৩০ শ্রাবণ, পৃ ৫১১)

শান্তিপুর-স্মৃতি—রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল

শান্তিপুরে রাসলীলা ; প্রাথমিক রচনাশিক্ষা—মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ

সওগাত—১৩২৫ অগ্রহায়ণ

সময় ৩০।১।১৩০৩

সমাচার-চন্দ্রিকা—১২৫১

ঐ-দর্পণ—১২।৩।১২২৭ ; ৯।৩।১২৩৫ ; ৪।২।১৮৩২ ; ২৯।৩ ও ৩।৪।১৮৩৩ ; ২৬।১১।১২৪০ ; ১০।৬।১২৪৩ ; ১৮।১।১২৪৪ ; ২৭।১১।১২৪১

সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্করণ ; পরিশিষ্ট ও ক্রোড়পত্র)

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩ খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-প্রভাকর—১৫।৬।১২৬০ ; ১৪।৯।১২৫৭

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক

সংহতি—১৩৩৩ অগ্রহায়ণ-মাঘ, ভাদ্র, পৃ ২৭১

সাহিত্য—১৩২০ শ্রাবণ, আশ্বিন

ঐ পঞ্জিকা (১৩২২)

সোমপ্রকাশ—১০।৫, ২৯।১১।১২৬৯ ; ২৯।১, ১৯।২, ২৩।৫, ৯, ১৬, ২৩।৩, ২৯।৮, ৭, ২১।৯, ১৬।১২।১২৭০

হরিদাস ঠাকুর—সতীশচন্দ্র মিত্র

হিন্দু (সাপ্তাহিক)

Analysis of the Finances of Bengal—Grant

Bengalee, The—28. 12. 1895

Bengal Govt.—

Judicial Dpt. Proceedings, Criminal ; Proceedings Miscellaneons ; Proc. of the Secret Dpt., d. 12. 11. 1764 ; Selections from the Unpublished Records (1869)—Long, vols. VII, IX, XV

Bengal. past and present, 1910, vol. V, p. 312 ; vol. II, p. 164

Bengal, Statistical Account of (Nadia Dt.), vol. II, 1875—Hunter

Bengal under the Mahomedans—Bourdillon

Calcutta Gazette—১৭|৬|১৮৯৬ ; 16.4.1807

Cal. Review—vol. 6, 1846 : The Banks of the Bhagirathi (Long); vol. lv : The Nadiya Raj

Contributions to the History & Geography of Bengal —Blochmann

Fifth Report of the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the E. I Co, 28. 7. 1812 (ed. by Firminger)

Friend of India—24. 4. 1845

Imperial Gazetteer of India

Indian and Home Memories—Cotton

Indigo Commission at Krishnagar, 1860, Minutes of Evidence taken before the

Interesting Historical Events—Holwell

J. A. S. B.—1873, pp. 208-18, No. 3

J. R. A. S. B (New Series)—vol. 13, 1917 : The Topekhana Mosque at Santipur (Abdul Wali. Afterwards reissued in pamphlet)

Nadia Dt. Gazetteer (1910)—Garrett

[বাহুল্যভয়ে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সাধারণ পঞ্জী লিখিত হইল না।]



নির্ঘণ্ট

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—ঈশোপনিষৎ

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

